উস্তাদ নোমান আলী খাঁনের
বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম ক্যারিকুলাম অনুসারে
আল বালাগুল মুবীন-এর
কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ বুক সিরিজ

বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম বাঙলা

প্রথম পর্ব

ক্লাসিক্যাল আরবির মৌলিক বিশ্লেষণ

নাঈম আহমাদ

আল বালাগুল মুবীন
http://albalaghulmubin.org

وَلِلَّـهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

আর আল্লাহ্‌রই হচ্ছে সবচাইতে ভালো নামাবলী, কাজেই তাঁকে ডাকো সেই সবের দ্বারা, ৭:১৮০

الله أكبر

আল্লাহু আকবার

الرَّبُّ هُوَ المَالِكُ وَالمُرَبِّ وَالمُنْعِمُ وَالْقَيُّومُ وَالسَّيِّدُ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

لِلذِّكْرِ

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি

স্মরণ করার জন্য

অতএব, কোন নুন্যতম স্মরণকারী আছে কি?

(৫৪:১৭), (৫৪: ২২), (৫৪: ৩২), (৫৪: ৪০)

আল বালাগুল মুবীন-এর

কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ বই সিরিজ

বাইয়্যিনাহ্

ড্রীম বাঙলা

প্রথম পর্ব

ক্লাসিক্যাল আরবির মৌলিক বিশ্লেষণ

সংকলন এবং সম্পাদনা

নাঈম আহমাদ

বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (বুয়েট), এমবিএ (আইবিএ - ঢা. বি)

গ্র্যাজুয়েট, বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট (যুক্তরাষ্ট্র) একসেস প্রোগ্রাম (কুরআন এ্যারাবিক গ্রামার ক্যারিকুলাম)

০১৭১৫০১১৬৪০

nayeem@biasl.net

অধ্যয়ন এবং গবেষণা সূত্র:

বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র

www.bayyinahtv.com

আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি, ভারত

www.understandquran.com

আল বালাগুল মুবীন এর

কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ বই সিরিজ

বাইয়্যিনাহ্

ড্রীম বাঙলা

প্রথম পর্ব

ক্লাসিক্যাল আরবির মৌলিক বিশ্লেষণ

প্রকাশনায়

আল বালাগুল মুবীন

১০৬, পশ্চিম ধানমণ্ডি শংকর চেয়ারম্যান গলি, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১৫০১১৬৪০

ই-মেইল: albalaghualmubinu@gmail.com

http://albalaghulmubin.org

https://www.youtube.com/c/Albalaghulmubin

https://www.facebook.com/Albalaghulmubin-1505059516467781/

978-984-35-0689-4

গ্রন্থস্বত্ত @ সংকলক এবং সম্পাদক

প্রথম প্রকাশ: শাওয়াল, ১৪৪২হিজরী / মে ২০২১ঈ.

বিনিময় মূল্য: ৮২৫ টাকা

পৃষ্ঠা বিন্যাস ও মুদ্রণ সহযোগিতায়

আমবাতান পাবলিশিং

১৮ কাটাবন ঢাল, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

ফোন:+88-02-9671014, মোবাইল:+8801713464429,

ইমেইল: mccoygdp@gmail.com

ISBN Number: 978-984-35-0689-4

“BAYYINAH DREAM BANGLA 1ST PART” Compiled by Engr. Nayeem Ahmad, Published by Al Balaghulmubin, 106 West Dhanmondi Sankar Chairman Goli, Dhaka 1207, Bangladesh. Email: albalaghualmubinu@gmail.com

আমাদের কথা:

আল বালাগুল মুবীন প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ সালের শেষের দিকে, তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে ২০১২ সাল থেকে কার্যক্রম চলে আসছে। কুরআন বোঝা'র প্রচেষ্টা নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি মূলতঃ যুক্ত-রাষ্ট্রের বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট এর কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ পাঠ্যক্রম এবং কুরআনের আয়াতসমূহের তাফসির সিরিজ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ এর ক্ষেত্রে বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট-এর পাঠ্যক্রম-এর সাথে ভারতের আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমির পাঠ্যক্রম এবং মদিনা এ্যারাবিক সিরিজ এর পাঠ্যক্রম গুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে প্রাথমিকভাবে "কুরআন এক্সপ্লোরার" নামের একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম পাঠ্যক্রমকে মূল কাঠামো ধরে অন্য পাঠ্যক্রমগুলোকে এতে সমন্বয় করে বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম বাঙলা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানের মূল ব্যক্তিবর্গ ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউটের এক মাসব্যাপী কুরআন ইনটেনসিভ কোর্সে (যা উস্তাদ নুমান আলী খাঁন সরাসরি পরিচালনা করেছিলেন) অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে অনলাইনে কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার একসেস প্রোগাম এর কোর্সগুলো সম্পন্ন করেছেন। ইতঃপূর্বে তারা ভারতের আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমির অনলাইন কোর্সের মূল দুটি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে বেশ কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলা প্রশিক্ষক নিয়মিত বিভিন্ন লোকেশনে ব্যাকরণ এবং সংক্ষিপ্ত তাফসির সেশন পরিচালনা করছেন।

আল বালাগুল মুবীন এর বর্তমান কার্যক্রম:

কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ এর অনলাইন কোর্স: যাদের নিজে নিজে পড়ার অভ্যাস আছে তাদের জন্য এই কোর্সটি প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে ক্লাসগুলো অনলাইনে শেয়ার করা হয় এবং নির্দিষ্ট বিরতিতে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং প্রশ্ন-উত্তর সেশন পরিচালনা করা হয়।

কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ অনসাইট কোর্স: নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে কোর্সগুলো অফার করা হয়। পুরুষ-মহিলাদের একত্রিত ব্যাচ এর ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় কর্মদিবসে ফজরের সলাহ্'র পর। শুধু মহিলাদের জন্য ব্যাচগুলোর ক্লাস চলে সপ্তাহের কর্মদিবসগুলোতে সকাল ১০ টা থেকে। বর্তমানে মহামারীর কারণে অনসাইট কোর্সগুলো স্থগিত রয়েছে। তবে অনলাইন ক্লাসগুলো চলছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসির দরস: কুরআন-এর বিভিন্ন সূরার উপর ধারাবাহিক গবেষণামূলক আলোচনা হয়ে থাকে:

শুক্রবার আমাদের অফিস প্রাঙ্গনে ফজরের পর সকাল ৬টা থেকে ৮টা এবং সকাল ৯টা থেকে ১০টা, দুটি ব্যাচ,
শনিবার গুলশান সোসাইটি মসজিদে ফজরের পর ১ ঘন্টা ব্যাপি ১টি ব্যাচ
রবিবার মিরপুর ডিওএইচএস-এ ফজরের পর ১ ঘন্টা ব্যাপি ১টি ব্যাচ
উক্ত দরসগুলোতে সরাসরি উপস্থিত থেকে অথবা অনলাইনে বিনামূল্যে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে।
বর্তমানে জুম-এ ক্লাসগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্লাসগুলোর সময়সূচী এবং জুম লিংক ওয়েবসাইটে আপডেট করা থাকছে।
ওয়েবসাইট ঠিকানা: http://albalaghulmubin.org

এসব আলোচনার রেকর্ডিং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা রয়েছে। উক্ত দরসগুলোতে সপ্তাহে ১৫০+ জন সরাসরি অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইউটিউব চ্যানেল : https://www.youtube.com/c/Albalaghulmubin

মহিলাদের জন্য মহিলা উপস্থাপিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত কুরআন এর দরসটি অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা। বর্তমানে মহামারীর কারণে এই ক্লাসটি স্থগিত রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট বিরতিতে অনলাইনে জুম লিংকে এই দরসগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে।

অগ্রসর কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ স্টাডি সার্কেল: যারা ইতিমধ্যে কুরআন আরবি ব্যাকরনের বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করেছেন, তাদের নিয়ে একটি স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হয় প্রতি শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত আমাদের অফিস প্রাঙ্গণে (১০৬ পশ্চিম ধানমণ্ডি শংকর চেয়ারম্যান গলি)। বর্তমানে মহামারীর কারণে এই ক্লাসটি স্থগিত রয়েছে।

ইউটিউব চ্যানেলেঃ
চ্যানেলটি দেখতে পাশের কিউআরএফ কোডটি স্ক্যান করুন
https://www.youtube.com/c/Albalaghulmubin

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وبعد:

ভূমিকা

আল্লাহ্ দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়ে প্রথমদিন থেকে তার জন্য হিদায়েত প্রেরণ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটিই তার মুক্তির পথ। সুরা বাকারাহ্-য় সেটি বর্ণিত হয়েছে:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

(২:৩৮) আমরা বললাম -- "তোমরা সব্বাই মিলে এখান থেকে নেমে পড়ো। কিন্তু যদি তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে হেদায়ত আসে, তবে যারা আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে তাদের উপর কিন্তু কোনো ভয় নেই, আর তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতিতে আল্লাহ্ নাবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের সাথে ছিল সেই একই হিদায়েতের বাণী। নাবী-রাসুলগণ উক্ত হিদায়েত বাণী তাঁদের স্বজাতির মাতৃভাষায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাতে করে উক্ত জাতি সহজে আল্লাহ্'র বাণী বুঝতে পারে, তা অনুসরনণে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তা অনুসরণ করে সেই সময়ে অন্যান্য জাতির জন্য অনুকরণীয় মডেলে পরিণত হয়। এই ধারায় সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মদ (সাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন প্রাথমিকভাবে আরবজাতির প্রতি আরবি ভাষায় রচিত কুরআন মাজিদ নিয়ে। যদিও প্রাথমিকভাবে এটি আরব জাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু এটি ছিল কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য পথনির্দেশ। ফলে এই কিতাবের প্রাথমিক শ্রোতারা এটি ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং ২৩ বছরের ব্যবধানে দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠজাতিতে পরিণত হয়ে এখন পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় রোল মডেল হিসেবে ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছেন। এই রোল মডেলগণ যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই কুরআন মাজিদকে স্থানীয় ভাষায় বুঝিয়েছিলেন এবং অরিজিনাল আরবি ভাষায় রচিত কপি থেকে সরাসরি বোঝার বিদ্যা চর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন। এর ধারা-বাহিকতায় মুসলিমদের মধ্যে কুরআনের ভাষা শেখার একটি ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে মক্কা-মদিনা এলাকায় যে আরবি ভাষা মাতৃভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল সেই ভাষায় কুরআন মাজিদ নাজিল হয়েছিল। পরবর্তীতে সময়ের প্রবাহে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আরবি ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম যুগের আরবের মুসলিমগণ কুরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষাটিকে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনের আরবি ভাষাটি যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তার দ্বিতীয় কোনো উদহারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে আরব এবং অনারব সবাইকে কুরআনের ভাষাটি বিশেষভাবে শিখতে হয়। আরবদেশে এই ভাষাটি শেখার প্রচলিত পাঠ্যক্রমটি বিভিন্ন দেশের মাদ্রাসাগুলোতে স্থানীয় ভাষায় কাস্টমাইজড করা হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এগুলো আপডেট করা হয়েছে। যারা শিশুকাল থেকে কুরআনের এই ভাষা শেখে তাদের জন্য এক ধরনের পাঠ্যক্রম এবং যারা একটি বয়সে কুরআনের ভাষাটি শিখতে চেষ্টা করেন তাদের পাঠ্যক্রমটি কিছুটা ভিন্ন। তবে উভয়ের টার্গেট একটি, অরিজিনাল কুরআনের ভাষায় কুরআন মাজিদ বোঝা এবং অনুধাবন করা।

এটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের ভাষা শেখার প্রচেষ্টার একটি সহায়ক গ্রন্থ। মূলত যারা বাংলা মাধ্যমে নুন্যতম এসএসসি পাশ করেছেন তাদের জন্য এই পাঠ্যক্রমটি সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে। এই কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ বই এর সিরিজটি মূলত যুক্তরাষ্ট্র বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট পরিচালিত কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ পাঠ্যক্রম "বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম"-কে অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমির পাঠ্যক্রম এবং মদীনা এ্যারাবিক বুক সিরিজ থেকে কিছু ইনপুট নেয়া হয়েছে। এই ব্যাকরণ সিরিজের মূল উদ্দেশ্য হল অতি অল্প সময়ের মধ্যে টার্গেট গ্রুপের মধ্যে কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণের একটি ভিত্তি তৈরি করা। যারা এই ক্যারিকুলামটি ১ বছর ধৈর্য্যের সাথে অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন তারা একটি আত্নবিশ্বাস পেয়ে যাবেন যে, "আমি এটি অবশ্যই শিখতে পারব"। এরপরে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আপনাকে আরো দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্।

কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণের এই বই সিরিজটি প্রাথমিকভাবে দুই পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্ব: মৌলিক (Fundamental) এবং দ্বিতীয় পর্ব: অগ্রসর (Advanced)। মৌলিক অংশটিতে যা বেশী ব্যবহৃত হয় এবং যা সাধারণ নিয়ম হিসাবে গণ্য করা যায় সেই সব বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। অগ্রসর অংশটিতে যা কম ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সেই বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

বিগত ১ বছরে এই সিরিজটির উপর নিয়মিত ক্লাস নেয়া হয়েছিল এবং এসব ক্লাস রেকর্ডিং সংশ্লিষ্ট ক্লাসনোট সহ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে (https://www.youtube.com/c/Albalaghulmubin)আপলোড করা হয়েছে এবং এগুলোর সূচিপত্রটি আমাদের ওয়েবসাইটে (http://albalaghulmubin.org) সাজানো রয়েছে। ফলে যেকেউ উক্ত ক্লাস রেকর্ডিং এর ভিত্তিতে এই বই সিরিজটি অনুসরণ করে নিজে নিজে অধ্যয়ন করতে সমর্থ হবেন ইন-শায়া-আল্লাহ্।

এই সিরিজের মৌলিক অংশ অর্থাৎ প্রথম পর্বকে দুটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম সেকশনের উপর ভালো দখল অর্জন করে দ্বিতীয় সেকশনটি শুরু করা প্রয়োজন। অথবা প্রথমবার দুটি সেকশন পর পর অধ্যয়ন সম্পন্ন করে, দ্বিতীয় দফায় প্রথম সেকশনের উপর ভালো দখল অর্জনের পর দ্বিতীয় সেকশন অধ্যয়নের পরিকল্পনা নিলে ভাল ফলাফল আশা করা যায়। প্রথম পর্বের উপর ভাল দখল অর্জন করেই দ্বিতীয় পর্ব অধ্যয়ন শুরু করা উচিত।

প্রথম পর্বের সমাপ্তির পর সাধারণত সলাহ্-তে বারবার পঠিত আরবি যিকির, দোয়া এবং সূরার উপর ব্যাকরনিক বিশ্লেষন প্রজেক্ট হিসেবে করা যেতে পারে। এই বইয়ের শেষে সর্বাধিক পঠিত কুরআন মাজিদের সূরা ফাতিহার একটি তাফসীর নোট এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ - আল্লাহ্ এবং ইলাহ্ -এর অর্থ বিশ্লেষণ সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্ব অধ্যয়নের শুরুতে এটি একবার এবং শেষ করার পর এটি আবার পড়লে কুরআনের সূরার মমার্থ বুঝতে আরবি বোঝার গুরুত্বটি কিছুটা অনুধাবন করা যাবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্।

প্রথম পর্বের বিষয়গুলোর উপর ৪০টি অনুশীলনী রয়েছে। যারা অনুশীলনীগুলোতে সাচ্ছন্দবোধ করবেন তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে এক্সেল সীট ভিত্তিক একটি পরীক্ষার সিরিজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। উক্ত সিরিজে ২৭টি পরীক্ষা রয়েছে। যারা উক্ত পরীক্ষার সিরিজে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা albalaghualmubinu@gmail.com ই-মেইল ঠিকানায় যোগযোগ করতে পারেন।

এটি একটি পাঠ্যক্রম। সবকিছু একসাথে অধ্যয়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে পাঠ্যক্রমে সাজানো হয়েছে। ফলে অন্য পাঠ্যক্রম বা আরবি ব্যাকরণের সার্বিক বিষয়গুলোর সাথে কোনো একটি সেকশনের তাৎক্ষনিক তুলনা করা সমীচিন হবে না। সম্পূর্ন কোর্সটি সম্পন্ন করলে অন্য পাঠ্যক্রমের সাথে যোগাযোগগুলো সহজেই বোঝা যাবে। এই ক্যারিকুলামটি বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষাভাষিদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়াতা লাভ করেছে। সেখানকার গবেষণা থেকে মন্তব্য করা হয়েছে যে, সনাতন আরবি ব্যাকরণ শিক্ষার্থীরা ৫ বছরে যা শেখে তা এই ক্যারিকুলামে ১ বছরে দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে।

কুরআনিয় আরবি ভাষা শেখার বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই ক্যারিকুলাম অল্প সময়ে একটি কার্যকর দক্ষতা অর্জনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে যা এই চলমান শেখার বিষয়টির কার্যকর সূচনা এবং অব্যাহত রাখতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্। আর যারা বিচ্ছিন্নভাবে আরবি ব্যাকরণ শেখার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন, এই ক্যারিকুলামটি অধ্যয়নের মাধ্যমে তাদের শেখাটি সংগঠিত হয়ে উঠবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্। ফলে তাদের শেখার অগ্রগতিতে নতুন গতি সঞ্চার করবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্।

কুরআন উত্তমভাবে শিখতে হলে এটি অন্যের সাথে শেয়ার করতে হবে। এই পাঠ্যক্রমের উপর দক্ষতা অর্জনের ফলে আপনি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ শেখার অভিজ্ঞতাটি অন্যের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। ফলে আপনার শেখার গতি আরো বেড়ে যাবে এবং আপনি অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন উত্তম মানুষদের তালিকায়। কারণ রাসুল (সাঃ) বলেছেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শেখায়"।

মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হল কুরআনের জ্ঞান অর্জন। আল্লাহ্ বলছেন যে, এই অর্জনের জন্য মানুষ আনন্দ প্রকাশ করুক। মানুষ দুনিয়াবি যত ধরনের ধনসম্পদ অর্জন করে তার চেয়ে কুরআনের জ্ঞান অর্জন অনেক বেশী উত্তম। বর্ণিত হয়েছে সুরা ইউনুসে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

১০:৫৭ ওহে মানবগোষ্ঠী! তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই তোমাদের রাবের কাছ থেকে এসেছে এক হৃদয়গ্রাহী ধর্মোপদেশ আর অন্তরে যা আছে তার জন্য এক আরোগ্য বিধান, আর বিশ্বাসীদের জন্য এক পথনির্দেশ ও এক রহমত। ৫৮ বলো -- ''আল্লাহ্‌র বদান্যতায় ও তাঁর রহমতে'' -- অতএব এতে তারা তবে আনন্দ প্রকাশ করুক। তারা যা পুঞ্জীভূত করে তার চাইতে এ অধিকতর শ্রেয়।

উপরের আয়াতে আল্লাহ্ মানুষকে আনন্দ প্রকাশ করতে বলেছেন অথচ কারুন যখন তাকে প্রদত্ত ধনসম্পদ প্রদর্শন করে গর্বভরে আনন্দ প্রকাশ করছিল তখন বানি ইসরাইল কাওম উক্ত অর্জনের বিপরীতে গর্বভরে আনন্দ প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিল। এর পরই কারুনকে তার ধনসম্পদসহ মাটির নিচে ডাবিয়ে দেয়া হয়েছিল (২৮:৮১)।

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ٧٦

(২৮:৭৬) নিঃসন্দেহ কারুন ছিল মূসার স্বজাতিদের মধ্যেকার, কিন্তু সে তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আর আমরা তাকে ধনভাণ্ডারের এতসব দিয়েছিলাম যে তার চাবিগুলো একদল বলবান লোকের বোঝা হয়ে যেত। দেখো! তার লোকেরা তাকে বললে - আনন্দ (গর্বভরে) করো না, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ গর্বভরে আনন্দ প্রকাশকারীদের (দাম্ভিকদের) ভালবাসেন না।

বাস্তবতা হল এই যে, আমরা দুনিয়াবি অর্জনের জন্য যেসব জ্ঞান অর্জন জরুরী মনে করি সেগুলোর জন্য সময় এবং অর্থ সম্পদ ব্যয় করি। অথচ কুরআনের জ্ঞান শুধুমাত্র আখিরাতের জন্য নয়, দুনিয়ার অর্জনের জন্যও সবচেয়ে উপকারী জ্ঞান। ফলে বোঝা গেল যে, কুরআনের জ্ঞান অর্জনই হল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সেই সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের কুরআনের আরবি ভাষা শিখতে হবে। না বুঝে কুরআন পাঠে এই সম্পদ অর্জিত হবে না। কুরআন যেমন শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করতে হয় ঠিক একইভাবে এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্যই প্রয়োজন। **কুরআন-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এর অর্থ বুঝে চিন্তা-গবেষণা করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন**। কিন্তু আমাদের দেশের ইসলামি সংস্কৃতিতে কুরআন বোঝার বিষয়টি সবচেয়ে অবহেলিত। ফলে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়ার পরও আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারছি না। কুরআন থেকে আমরা হিদায়েত নিয়ে ধারণ করতে পারছি না। ১০:৫৭ আয়াতের প্রথমেই কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি "এক হৃদয়গ্রাহী ধর্মোপদেশ আর অন্তরে যা আছে তার জন্য এক আরোগ্য বিধান, আর বিশ্বাসীদের জন্য এক পথনির্দেশ ও এক রহমত। " কুরআন বোঝার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো অনুধাবন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলেই কুরআনের জ্ঞান আমাদের জন্য মহাসম্পদে পরিণত হবে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই মহাসম্পদ অর্জনের তৌফিক দান করুন !

২০১৬ সাল থেকে এই বই সিরিজটির একটি ভার্সন কোর্স ওয়ার্কবুক হিসেবে কোর্সে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এসব কোর্সে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলা যায় তাঁরা ছিলেন এই কোর্সের উদ্যোক্তা। এই বই সিরিজের আজকের এই প্রকাশনায় তাঁদের মূখ্য ভূমিকা ছিল। মালয়েশিয়ার কুয়ালামপুরে ২০১৫ সালে বাইয়্যিনাহ্-এর মাসব্যাপী কুরআন ইনটেনসিভ কোর্সে আমাদের অংশগ্রহণ বাইয়্যি-নাহ্-এর ক্যারিকুলামটিকে বাংলায় আনয়নে প্রাথমিক ভূমিকা পালন করেছিল। এই সফরে যাঁরা আমাদের বিভিন্নভাবে সার্পোট দিয়েছিলেন তাঁরা এই প্রচেষ্টার অংশ হয়ে গেছেন। বিগত তিন বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, উন্নয়ন, কুরআন দরস ও প্রশিক্ষণ সার্পোট ফান্ডে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সার্পোটটি এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করতে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া আমাদের কুরআনের দরসে উপস্থিতি ব্যক্তিবর্গের বিশেষ দোয়া সবসময় আমাদের সাথেই ছিল। ভবিষতে যাঁরা কুরআন অনুধাবনের এই আন্দোলনে শরিক হবেন তাঁরাও এই কাজের বরকতে সামিল হয়ে যাবেন ইন-শায়া-আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁদের সবার দোয়া, নিয়ত, সময়, অর্থ এবং প্রচেষ্টাগুলোকে কবুল করুন এবং এটিকে আমাদের সবার জান্নাতে যাবার উপলক্ষ্য করে দিন !

আরো কিছু রিসোর্স এই বইটি সংকলনে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, https://tanzil.net সাইটটি থেকে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতগুলো এবং এগুলোর বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ উদাহরণ হিসেবে ব্যবহারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এছাড়া মুহাম্মদ ইয়াহিয়া সংকলিত এবং সম্পাদিত কুরআনিয় আরবি অভিধানটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বইটির বিভিন্ন ধরনের ভুল-ত্রুটি সংশোধনে বিশেষ অবদান রেখেছেন খসরুল মতীন, জান্নাতুন নাঈম, বুশরা রহমান, ফারজানা শহীদ পপি ও তুনাজ্জিনা রহমান তিরানা এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শুভানুধায়ী ব্যক্তিবর্গ। কোর্সটির ক্লাস রেকর্ডিং ওয়েবসাইটে সাজিয়েছেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ আরিফ রহিম। আল্লাহ্ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন ! এরপরও আরো অনেক ভুলত্রুটি রয়েছে। আরবি ব্যাকরণের পন্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থী, সবার প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা যেকোন ধরনের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করলে আমাদের জানান, ইন-শায়া-আল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধন করা হবে।

পরিশেষে বিশেষভাবে দোয়া করতে চাই বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট, যুক্তরাষ্ট্র-এর সকল কর্মচারী কর্মকর্তা ও বিশেষ করে উস্তাদ নোমান আলী খান-এর জন্য এবং আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন একাডেমি, ভারত এর সকল কর্মচারী কর্মকর্তা ও বিশেষ করে ড. আব্দুর রাহীম আবুদল আজিজ-এর জন্য। তাঁদের কুরআন বোঝার বিভিন্ন গবেষণা এবং কোর্স অধ্যয়ন থেকে আমাদের এই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে আল্লাহ্'র ইচ্ছায়। আল্লাহ্ তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন ! সকল হামদ (প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা) আল্লাহ্'র জন্য যিনি হলেন আমাদের রাব্ব (প্রভু, প্রতিপালক, অনুগ্রহদাতা, বিশ্বচরাচরের ধারক, প্রতাপশীল)।

(সংকলক এবং সম্পাদক)

বাইয়্যিনাহ্

ড্রীম বাঙলা

প্রথম পর্ব : প্রথম সেকশন

বইটির লেকচার রেকর্ডিং ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে
লেকচার রেকর্ডিং এর সূচিপত্র এবং লেকচার অনুযায়ী
বইটির সফট কপি পেতে পারেন নিচের ওয়েব লিংকে

http://albalaghulmubin.org

উস্তাদ নোমান আলী খাঁনের বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম ক্যারিকুলাম অনুসারে

বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম বাঙলা

ক্লাসিক্যাল আরবির মৌলিক বিশ্লেষণ (কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ)

প্রথম পর্ব : প্রথম সেকশন

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	অধ্যায় ১: কুরআন, আরবি এবং কুরআনিয় আরবি	১২
২	নিঃসন্দেহ এটি তো এক সম্মানিত কুরআন	১২
৩	কুরআন এর অনুবাদে কিভাবে এর অর্থ-ভাব হারিয়ে যায়: কিছু উদাহরণ	১৬
৪	কুরআন কেন আমাদের শিখতেই হবে ?	১৯
৫	কুরআন কিভাবে সহজে শেখা যায় ?	২১
৬	কুরআন শেখা কি কঠিন ?	২২
৭	স্বল্প সময়ে কার্যকরভাবে কুরআনের ভাষা অধ্যয়নের ক্যারিকুলাম	২৩
৮	ক্যারিকুলামটির উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ	২৫
৯	অধ্যায় ২: তিন ধরনের আরবি শব্দ	২৭
১০	অধ্যায় ৩: ইসম অধ্যয়ন - পর্ব:১	২৯
১১	৩.১ ইসম এর বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৯
১২	৩.১.১ অবস্থা [Status] { إِعْرابُ}	২৯
১৩	৩.১.১.১ অবস্থার প্রকরণ বা ফর্মসমূহ [Form: Rafa, Naseb, Jar]	২৯
১৪	৩.১.১.২ কিভাবে অবস্থা/হাল/ Status বলতে হবে ?	৩২
১৫	৩.১.১.৩ মুসলিমুন ছক: মুসলিম শব্দ দিয়ে ইসম এর স্ট্যাটাস নির্ধারণী মডেল ছক	৩৩
১৬	৩.১.১.৪ ভারী বনাম হালকা	৩৫
১৭	৩.১.১.৫ ইসমের কারক বা স্ট্যাটাস নিরুপনের প্রাথমিক পদ্ধতি	৩৬
১৮	৩.১.১.৬ নমনীয়তা [Flexibiliy]	৩৮
১৯	৩.২ আরবি সর্বনাম	৪২
২০	৩.২.১ স্বাধীন / বিযুক্ত সর্বনাম **Detached Pronoun** ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ	৪৩
২১	৩:২.২ লিংগ এবং বচনের সাথে মিলিয়ে স্বাধীন বা বিযুক্ত সর্বনামের ব্যবহার	৪৩
২২	৩:২.৩ সংক্ষিপ্ত বিযুক্ত সর্বনাম **Detached Pronoun** ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ টেবিল	৪৪
২৩	৩.২.৪ সর্বনাম ছক: আরবি সর্বনামের চারটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশক ছক	৪৪
২৪	৩.২.৫ সংযুক্ত সর্বনাম **Attached Pronoun** ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ	৪৫
২৫	অধ্যায় ৪ : বাক্যাংশ – পর্ব ১ (مُرَكَّبَة نَاقِصَة) ইসমের স্ট্যাটাসে ব্যবহার	৪৭
২৬	৪.১ বাক্যাংশ কি ?	৪৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭	৪.২ ইদাফা (الإضافة)	৪৮
২৮	৪.২.১ ইদাফার অর্থ এবং গঠন	৪৮
২৯	৪.২.২ ইদাফার ব্যাকরণ	৪৮
৩০	৪.২.৩ ইদাফা চেইন	৫০
৩১	৪.২.৪ স্পেশাল ইদাফা	৫১
৩২	৪.২.৫ বিশেষ ৫টি ইসম	৫২
৩৩	অধ্যায় ৫ : আরবি হরফ	৫৩
৩৪	৫.১ ভূমিকা	৫৩
৩৫	৫.২ হরফ জার	৫৩
৩৬	৫.৩ হরফ নছব	৫৫
৩৭	৫.৪ হরফ জার এবং হরফ নছব এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম	৫৬
৩৮	৫.৪.১ হরফ জার [حرف جار সম্বন্ধসূচক অব্যয়] এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম	৫৬
৩৯	৫.৪.২ হরফ নছব [الْحُروف الْمُشَبَّة بِالْفِعْل ক্রিয়ার মতো অব্যয়সমূহ] এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম	৫৭
৪০	অধ্যায় ৬ : ইসম অধ্যয়ন - পর্ব:২ বচন, লিংগ ও ধরন অধ্যয়ন ; একসাথে চারটি বৈশিষ্ট্য নিরুপন	৫৯
৪১	৬.১ বচন - العدد	৫৯
৪২	৬.১.১ স্বাভাবিক পুরুষবাচক বহুবচন The Sound Masculine Plural – الجمْعُ المُذَكَّرُ السالِمُ	৫৯
৪৩	৬.১.২ স্বাভাবিক স্ত্রীবাচক বহুবচন The Sound Feminine Plural الجمْعُ المُؤَنَّثُ السالِمُ	৫৯
৪৪	৬.১.৩ ভগ্ন বহুবচন – جَمْعُ تَكْسِيرٍ	৬০
৪৫	৬.১.৩.১ ভগ্ন বহুবচনের ব্যাকরণিক ব্যবহারের কিছু কুরআনিক উদাহরণ	৬১
৪৬	৬.১.৪ শব্দের অর্থগতভাবে বহুবচন – اِسْمُ جَمْعٍ	৬২
৪৭	৬.১.৫ বহুবচনগুলোকে ব্যাকরণ গত ভাবে কিভাবে বিবেচনা করা হয় ?	৬২
৪৮	৬.১.৬ ইসমের বচন সংক্রান্ত কিছু লক্ষণীয় বিষয়:	৬৩
৪৯	৬.১.৭ ইসমের বহুবচনের ব্যাকরণিক আচরণ সংক্রান্ত সারাংশ ছক	৬৩
৫০	৬.২ লিংগ-الجنس	৬৪
৫১	৬.৩ ইসমের ধরন/টাইপ (নির্দিষ্ট বনাম অনির্দিষ্ট) - القسم	৬৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫২	৬.৩.১ كُلٌّ এর ইদাফাতে ব্যবহার এবং অর্থের বিভিন্নতা	৬৯
৫৩	৬.৪ ইসম এর চারটি বৈশিষ্ট্য (কারক-বচন-লিঙ্গ-টাইপ) নির্ণয়ের ধারাবাহিক পদ্ধতি	৬৯
৫৪	৬.৪.১ মুসলিমুন ছক	৬৯
৫৫	৬.৪.২ ইসম এর কারক বা স্ট্যাটাস বা ইরাব নির্ণয়ের জন্য ইসমটি'র শেষাংশ লক্ষ্য করুন	৭০
৫৬	৬.৪.৩ শেষাংশ আওয়াজ সম্পন্ন ইসমগুলোর বচন নির্ধারণ	৭০
৫৭	৬.৪.৪ শেষাংশ আওয়াজ সম্পন্ন ইসমগুলোর লিঙ্গ নির্ধারণ	৭১
৫৮	৬.৪.৫ ইসম এর টাইপ (নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট) নির্ধারণ	৭১
৫৯	অধ্যায় ৭ : আরবি ফি'ল – প্রাথমিক পরিচিতি এবং গঠন - বিন্যাস	৭৩
৬০	৭.১ তিন বর্ণের মুজাররাদ ফি'ল - এর গঠন - বিন্যাস	৭৩
৬১	৭.১.১ আরবি তিন বর্ণের মুজাররাদ ক্রিয়ার ৬টি বাবের পরিচয়: أَبْوابُ الفِعْلِ الثلا ثِيِّ المُجَرَّدِ	৭৪
৬২	৭.১.২ মুজাররাদের ৬টি বাবের লক্ষণীয় কিছু বিষয়	৭৫
৬৩	৭.২ ফি'ল - এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম: প্রাথমিক নিয়ম	৭৫
৬৪	৭.৩ ফি'ল সনাক্তকরণ	৭৬
৬৫	৭.৩.১ অতীতকাল ফি'ল	৭৭
৬৬	৭.৩.২ ফি'ল - এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম: বিস্তারিত নিয়ম	৭৮
৬৭	৭.৩.৩ অনাতীতকাল ফি'ল	৮১
৬৮	৭.৩.৪ অনাতীত ফি'ল সনাক্তকরণে সংক্ষিপ্ত টিপস্	৮৪
৬৯	৭.৪ ভিতরের কর্তা বনাম বাইরের কর্তা (Inside vs Outside Doer in Fi'l)	৮৫
৭০	৭.৫ অনাতীত (বর্তমান/ভবিষৎ) কাল কে হালকা مَنْصُوب করণ	৮৬
৭১	৭.৬ অনাতীতকাল কে হালকাতম (مَجْزُوم) করণ	৮৭
৭২	৭.৭ আদেশ এবং নিষেধ ফি'ল	৮৮
৭৩	৭.৭.১ নিষেধমূলক ফি'ল	৮৮
৭৪	৭.৭.২ আদেশবাচক ফি'ল	৮৯
৭৫	৭.৭.৩ আদেশ - নিষেধ বাচক ফি'ল-এর মডেল ছক	৮৯
৭৬	৭.৮ কর্মবাচ্য ফি'ল الفِعلُ المَبْنِيُّ لِلمَجْهُولِ	৯১
৭৭	৭.৮.১ কর্মবাচ্য ফি'ল সনাক্ত করার কিছু টিপস	৯১
৭৮	৭.৯ ফি'ল সনাক্তকরণে কিছু লক্ষ্যণীয় বিষয়	৯২
৭৯	অধ্যায় ৮ : বাক্যাংশ – পর্ব ২ (مُرَكَّبَة ناقِصَة)	৯৩
৮০	৮.১ হরফ - ইসম বাক্যাংশ	৯৩
৮১	৮.২ ইসম - ইসম বাক্যাংশ	৯৪

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৮২	৮.২.১ ইদাফা (الإضافة)	৯৪
৮৩	৮.২.২ মাউসুফ সিফাহ্ الموصوف والصفة	৯৪
৮৪	৮.২.৩ ইসমুল ইশারাহ্ মুশারুন ইলাইহি اسم الإشارة والمشار إليه	৯৬
৮৫	৮.২.৩.১ ইসমুল ইশারাহ্ শব্দগুলোর বিশেষ বিষয়	৯৮
৮৬	৮.২.৩.২ অন্যান্য বাকাংশে ইসমুল ইশারাহ্	৯৯
৮৭	৮.২.৩.৩ ইসমুল ইশারহ্-এর বাক্যাংশ এবং ব্যাক্যে এর অন্যান্য ব্যবহার	১০০
৮৮	৮.২.৩.৪ ইসমুল ইশারাহ্ اسمُ الإشارة বা নির্দেশক সর্বনাম সংক্রান্ত কিছু বিষয়	১০১
৮৯	৮.৩ সংযোগকারী বর্ণ : CONNECTOR LETTERS –حروف العطف	১০২
৯০	৮.৪ বাক্যাংশ চেইন	১০৩
৯১	৮.৪.১ ইদাফা এবং মাওসুফ-সিফাহ্ চেইন এর লক্ষণীয় বিষয়	১০৪
৯২	৮.৪.২ বাক্যাংশ চেইনের উদাহরণ	১০৪
৯৩	প্রথম পর্ব: দ্বিতীয় সেকশন	১০৭-১৯৫
৯৪	সংযোজনী	১৯৬-২৫৫
৯৫	৭২ পৃষ্ঠার অনুশীলনী বই	

অধ্যায় ১: কুরআন, আরবি এবং কুরআনিয় আরবি

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

নিঃসন্দেহে এটি তো এক সম্মানিত কুরআন

কুরআন কি ? কুরআন আল্লাহর কিতাব। কুরআনের রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ্। এটি মানব জাতির জন্য হিদায়েত অর্থাৎ পথনির্দেশ। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই সৃষ্টির জন্য ম্যানুয়াল হল কুরআন। প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-কে দুনিয়াতে পাঠিয়ে তিনি পথনির্দেশ প্রেরণের ঘোষণা :দিয়েছেন এবং যে সেই পথনির্দেশ অনুসরণ করবে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিত হবে না। বিষয়টি সুরা বাকারাহ্'য় বর্ণিত হয়েছে

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٨٣﴾

(২ :৮৩) আমরা বললাম - "তোমরা সব্বাই মিলে এখান থেকে নেমে পড়ো! কিন্তু যদি তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে হেদায়ত আসে, তবে যারা আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে তাদের উপর কিন্তু কোনো ভয় নেই, আর তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না"।

মানুষ দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে আল্লাহর তরফ থেকে ওহি আসা শুরু হয় মানুষের পথনির্দেশ স্বরূপ এবং কুরআন মাজিদ নাজিল সম্পন্ন হবার পর ওহীর যাত্রা সমাপ্ত হয়। কুরআন মাজিদ আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে সর্বশেষ পথনির্দেশ।

দুনিয়াতে মানুষের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো অন্য মানুষ। পৃথিবীতে আল্লাহর অন্য সব সৃষ্টির উপর মানুষকে শ্রেষ্টত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে অন্য মানুষের প্রতি এবং অন্যসব সৃষ্টির প্রতি তার অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে । **মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি, মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষৎ কি, মানুষের করণীয় কি, মানুষের সৃষ্টি এবং পরিণতি কি ইত্যাদি সবধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয় কুরআন**। মানুষ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কিছু জানে। এগুলো তার ভিতর প্রি-প্রোগ্রাম হিসেবে ইনস্টল করা রয়েছে। যেমন মানুষের নৈতিকতা এবং বিশ্বাসের মূল ভিত্তি, যাকে ফিতরা বলা হয়ে থাকে। কুরআন এগুলো তাকে সর্বোত্তমভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষের জীবন দুইভাগে বিভক্ত- দুনিয়ার জীবন এবং আখিরাতের জীবন। এই জীবন দুটিতেই মানুষকে সফল হতে হবে। সফলতার বিকল্প নেই। বিফলতার পরিণাম ভয়াবহ। সফলতার সংজ্ঞা কি এবং কিভাবে সেই সফলতা অর্জন করা যাবে ব্যক্তি জীবনে এবং সামষ্টিকভাবে তা বর্ণিত রয়েছে কুরআনে। ফলে কুরআন অবশ্যই আমাদের জানতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আপনি বাজার থেকে একটি ওয়াশিং মেশিন কিনে এনেছেন যা বিভিন্নভাবে আপনার কাপড়গুলো পরিস্কার করে দিতে পারে। এখন যদি আপনি এই মেশিনের ম্যানুয়ালটি ভালভাবে না পড়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন তাহলে দুটি বিষয় ঘটতে পারে। প্রথমত মেশিনটি থেকে কাঙ্ক্ষিত কাজটি ঠিকভাবে করতে পারবেন না এবং দ্বিতীয়ত ভুলভাবে ব্যবহারের উদ্যোগে মেশিনটি অকেজ হতে পারে। তবে সার্বিকভাবে আপনার বড় ধরনের ক্ষতি হবে না। আল্লাহ্ আমাদের একটি মাত্র দুনিয়ার জীবন দান করেছেন। এই জীবনটির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আখিরাত অর্থাৎ পরকালে সফলতা লাভ করতে পারব। আর এটি করতে ব্যর্থ হলে চিরস্থায়ী কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। ফলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সঠিক ব্যবহার না করতে পারলে সব হারাতে হবে। ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালটি অনুসরণ না করার ফলে শুধু ওয়াশিং মেশিনটি হারতে হয়েছিল। আর এই জীবনকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে আমাদের পরজীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। অতএব বিষয়টি অতীব গুরুত্বপুর্ণ। ফলে কুরআন অধ্যয়ন এবং বোঝার বিকল্প নেই।

কুরআন কিভাবে কাজ করে তার খুব সুন্দর কিছু বর্ণনা কুরআন মজিদে রয়েছে। এই বিষয়ে ৫৬ নং সূরা আল ওয়াকিয়াহ এর ৭৫-৮১ আয়াতগুলি দেখা যাক:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٥٧﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٨٧﴾ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٩٧﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٠٨﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿١٨﴾

(৫৬: ৭৫) না, আমি কিন্তু শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানের, (৫৬:৭৬) আর নিঃসন্দেহ এটি তো এক বিরাট শপথ, যদি তোমরা জানতে, (৫৬: ৭৭) নিঃসন্দেহ এটি তো এক সম্মানিত কুরআন, (৫৬: ৭৮) এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। (৫৬: ৭৯) কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না পবিত্রতা অর্জনকারিগণ ছাড়া। (৫৬: ৮০) এটি এক অবতরণ বিশ্বজগতের প্রভুর কাছ থেকে। (৫৬: ৮১) তা সত্ত্বেও কি সেই বাণীর প্রতি তোমরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবাপন্ন ?

সূরা আল ওয়াকিয়াহর উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ প্রথমে কসম করছেন মহাকাশে নক্ষত্ররাজির অবস্থান সম্পর্কে। কুরআনে আল্লাহ্ যখন কোনো কিছু নিয়ে শপথ করেন তখন এর পর যা তিনি বলছেন তার সাথে এটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ থাকে। যেমন সূরা আসর-এ আল্লাহ্

সময়ের শপথ নিয়ে বলছেন যে মানুষ সমূহক্ষতির মধ্যে রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে, মানুষ যে সমূহক্ষতির মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ এবং স্বাক্ষী হলো সময়। মানুষ প্রতিনিয়ত সময় হারাচ্ছে যা সে কখনোই পূনরুদ্ধার করতে সক্ষম নয় এবং সময় তা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

আল্লাহ্‌ এখানে আকাশে নক্ষত্ররাজির অবস্থানকে নিয়ে শপথ করেছেন এবং ৭৬ নং আয়াতে এই শপথকে আরো জোরদার করার জন্য বলেছেন যে, “ আর নিঃসন্দেহ এটি তো এক বিরাট শপথ, যদি তোমরা জানতে।” এইভাবে শপথ করে আবার শপথটিকে কোয়ালিফাই করে আরেকটি আয়াত বর্ণনা করার উদাহরণ কুরআনে দ্বিতীয়টি নেই। অতঃপর ৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ শপথের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি বললেন “নিঃসন্দেহ এটি তো এক সম্মানিত কুরআন,”। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনকে আল্লাহ্‌ আকাশের নক্ষত্ররাজির অবস্থানের ম্যাপের সাথে তুলনা করে কসম করেছেন। বিষয়টি কিভাবে সংযুক্ত ?

মরুভূমিতে সবচেয়ে সৌন্দর্য মন্ডিত দৃশ্য হলো রাতের তারাখচিত আকাশ। এই আকাশের দিকে মানুষ তাকিয়ে এর বিশালতা এবং সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়। উপরুন্ত এই তারকাখচিত আকাশ তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচলে পথ দেখায়। মরুভূমিতে দিনের বেলায় প্রচন্ড গরম থাকে, উপরুন্ত চারিদিকে ধূ ধূ বালির সমুদ্রে কোনো দিক স্থির করে আগানো কঠিন হয়ে পড়ে। এবং অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। অন্যদিকে রাতে তাপমাত্রা কম থাকায় যাতায়ত সহজ কিন্তু রাতের চারিদিক ঘুট ঘুটে অন্ধকার, প্রায় কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আকাশের নক্ষত্ররাজি সেখানে ম্যাপের মতো কাজ করে। ফলে মরুভূমিতে ভ্রমণকারীদের জন্য রাত্রিবেলা ভ্রমন করা আরমদায়ক এবং আকাশের ম্যাপ থেকে সঠিক দিকে যাওয়াটা সহজ এবং ক্ষেত্রে বিশেষে এটাই একমাত্র চলাচলের পন্থা। আল্লাহ্‌ মানুষকে অনেক অতীতকাল থেকে এই ম্যাপ ব্যবহারের জ্ঞান দান করেছেন। আকাশের নক্ষত্ররাজির এই ম্যাপ ব্যবহার করে মানুষ বালু সমুদ্র-মরুভূমিতে এবং পানির সমুদ্র-মহাসমুদ্রে যাতায়াত করত। মহাকাশের এই ম্যাপ কোনো মানুষ তৈরি করে নাই, এগুলো মানুষের নাগালের বাইরে এবং মানুষের পক্ষে এতে পরিবর্তন আনাও সম্ভব নয়। ফলে মানুষ সেটার উপর ভরসা করে অন্ধকার রাত্রে নিশ্চিন্তে সঠিক পথে চলাচল করে আসছে।

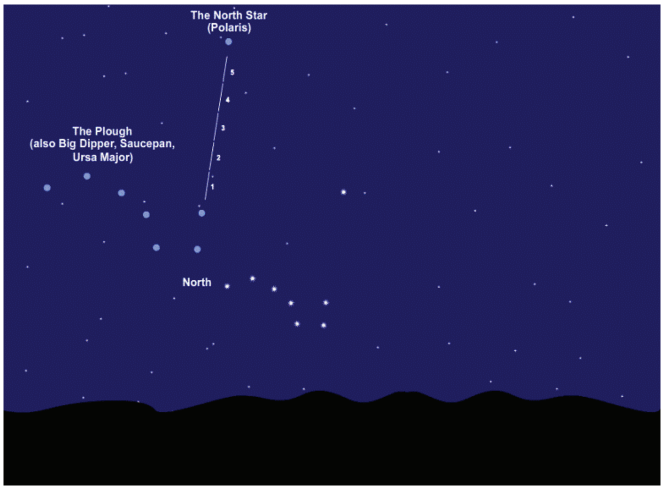

কুরআন-কে তুলনা করা হয়েছে আকাশের এই নক্ষত্ররাজির ম্যাপের সাথে। মানুষের জীবনে মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে তা মানুষের কাছে সেই মরুভূমির অন্ধকার রাতের মতো বিষয়। কুরআন মাজিদ সেখানে আকাশের নক্ষত্ররাজির ম্যাপের মতো কাজ করছে। এটিকে অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। এটি অন্ধকারের অজ্ঞতা দূর করে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আকাশের নক্ষত্ররাজি চোখ দিয়ে দেখে অনুসরণ করা হয়, আর কুরআন মাজিদ কান দিয়ে শুনে হৃদয়ে ধারণ করে জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

নক্ষত্ররাজিগুলো অনেক উপরে অবস্থান করে, কিন্তু আকাশে মেঘ বা বায়ু দুষনের স্তর চলে আসলে সেটি তেমন একটা দেখা বা অনুসরণ করা যায় না। একই ভাবে হৃদয়ের উপর আবরণ তৈরি হল কুরআন অনুধাবন করে তা থেকে পথনির্দেশ নেয়া যায় না।

নক্ষত্ররাজি খচিত আকাশের অসাধারণ সৌন্দর্য্য রয়েছে। সেটা দেখে মানুষ অভিভূত হয়। কিন্তু নক্ষত্ররাজির অবস্থানের ম্যাপটি ব্যবহারের জ্ঞান না থাকলে সেটা আপনাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে না। **একইভাবে কুরআনের তিলাওয়াত অসাধারণ শ্রুতিমধুর কিন্তু এটি বোঝা না গেলে এটি পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে না।** নক্ষত্ররাজির অবস্থানে যেমন মানুষ পৌঁছাতে পারে না এবং এগুলোকে পরিবর্তন করতে পারে না তেমনি কুরআন যেখানে লিখিত অবস্থায় আছে সেখানে মানুষ পৌঁছাতে পারে না এবং কুরআনকে মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। ফলে নক্ষত্ররাজির অবস্থানের ম্যাপের মতোই কুরআন একটি নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশক। সেজন্য পরের (৫৬:৭৮) নং আয়াতে বলা হয়েছে “ এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। (৫৬:৭৯) কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না পবিত্রতা অর্জনকারীগণ ছাড়া।” কুরআন যেখানে লিখিত আকারে

রাখা আছে সেখানে আল্লাহর নির্ধারিত মালাইকারা ছাড়া কেউ পৌঁছাতে পারে না।

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

(৮০:১৩) সম্মানিত পৃষ্ঠাগুলোয় (৮০:১৪) সুউন্নত, সুপবিত্র, (৮০: ১৫). লেখকদের হস্তাক্ষরে, (৮০: ১৬.) সম্মানিত, গুণান্বিত।

জ্বিন-শয়তানের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। অতঃপর আল্লাহ্ কুরআন সম্পর্কে বলছেন যে, (৫৬:৮০) এটি এক অবতরণ বিশ্বজগতের প্রভুর কাছ থেকে।" অর্থাৎ কুরআনই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথনির্দেশ কারণ এটি বিশ্বজগতের রাব্বের পক্ষে থেকে নাজিল হয়েছে। এর পর আল্লাহ্ মানুষের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন (৫৬:৮১) তা সত্ত্বেও কি সেই বাণীর প্রতি তোমরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবাপন্ন ? " তৎকালিন মক্কার মুশরিকগণ একভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল এবং পরবর্তীতে অনেক মুসলিম সমাজও একই ধরনের আচরণ করেছিল এবং করছে। মুসলিমগণ এর সৌন্দর্য্য নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু একে জীবনের পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবাপন্ন। তার অন্যতম কারণ হল মুসলিমগণ কুরআন বোঝার ব্যাপারে উদাসীন।

এখানে কুরআন-কে বলা হচ্ছে সন্মানিত কুরআন। সাধারণত আমরা জীবন্ত কিছুকে সন্মানিত বলে থাকি। বর্তমানে কুরআন বলতে আমরা একটি বইকে বুঝি। বই হলো জড় পদার্থ। তাহলে কুরআন কিভাবে সন্মানিত ? প্রকৃতপক্ষে কুরআন একটি জীবন্ত বই। এইরকম দ্বিতীয় কোনো বই নেই। এই বইয়ের লেখক এর পাঠককে সর্বক্ষণ মনিটর করেন। মানুষ কুরআন চর্চার মাধ্যমে এর সাথে একটি জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলে যা তাকে পথনির্দেশ দিতে থাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সবসময়। ৫ ওয়াক্ত সলাতে কুরআন পাঠের মাধ্যমে মানুষ এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে জীবন পরিচালনা করে। ফলে তাদের জীবনে কুরআন একটি জীবন্ত স্বত্তা, যার অনুসরণে তারা দুনিয়াতে সন্মানিত হয় এবং আখিরাতেও তাদের জন্য বিশাল সন্মান অপেক্ষা করছে। ফলে কুরআন হলো সন্মানিত কুরআন।

দুনিয়াতে সকল ভাষাই আল্লাহ্'র সৃষ্টি। আল্লাহ্ স্বয়ং মানুষকে মাতৃভাষায় কথা বলা এবং ভাব আদান প্রদান করা শিখিয়েছেন خَلَقَ الْإِنسَانَ (৫৫:৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (৫৫: ৪.) তিনি তাকে শিখিয়েছেন সুস্পষ্ট ভাষা। তবে কুরআন মাজিদের ক্ষেত্রে তিনি আরবি ভাষাকে বেছে নিয়েছেন। বলা যায় প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে মক্কা-মদিনায় মাতৃভাষা হিসেবে যে আরবি ভাষা প্রচলিত ছিল সে ভাষায় কুরআন মাজিদ নাজিল হয়েছিল। কুরআনের প্রাথমিক শ্রোতাদের মাতৃভাষায় কুরআন নাজিল হয়েছিল যাতে করে তারা এটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। বিষয়টি কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুরা ইউসুফ শুরু করেছেন:

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

(১২:১) আলিফ, লাম, রা। এসব সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ। (১২:২.) নিঃসন্দেহ আমরা এটি অবতারণ করেছি -- আরবি কুরআন, যেন তোমরা বুঝতে পার।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানের কথ্য আরবি ভাষা থেকে কুরআনিয় আরবি ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি বুঝতে আমরা চিন্তা করতে পারি ১০০ বছর আগের বাংলা ভাষা এবং বর্তমানের প্রচলিত বাংলা ভাষা। ১০০ বছর আগের বাংলাভাষায় রচিত কোন বই অনুধাবন করতে আমাদের যেমন প্রাচীন বাংলা ভাষা শিখতে হবে তেমনি বর্তমানের আরবি ভাষাভাষীদের কুরআন বুঝতে হলে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মক্কা-মদিনায় প্রচলিত আরবি ভাষা অধ্যয়ন করতে হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআন বোঝার জন্য বর্তমানে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীদের কুরআনীয় আরবি ভাষা শিখতে হবে।

কুরআনের প্রথম জেনারেশন কুরআনিয় আরবি ভাষার ব্যাকরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়গুলো সংরক্ষণ করে গেছেন যা ইতিহাসে বিরল। বলা যায় যে এইভাবে আর কোনো ভাষা সংরক্ষিত হয়নি। কুরআন বুঝতে হলে এই ভাষাটি বোঝা প্রয়োজন। বর্তমানে এই ভাষায় কেউ কথা বলে না। কিন্ত যখন কুরআন নাজিল হচ্ছিল তখন প্রাথমিক শ্রোতারা এই ভাষাতেই কথা বলত। ফলে এটি বোঝার জন্য তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার প্রয়োজন ছিল না। বর্তমানে আমাদের তা বুঝতে হলে অবশ্যই এটির উপর পড়াশোনা করতে হবে। বর্তমানের আরবি ভাষা অনেক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানের আরবদের চেয়ে অনারবদের এই ভাষাটি শেখা তুলনামূলকভাবে সহজ। কারণ আরবরা যে আরবি ভাষা ব্যবহার করে তার চেয়ে কুরআনীয় আরবি ভিন্ন হওয়ায় তাদের এটি আলাদা করে বুঝতে হয়, তারা দুটির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, অন্যদিকে অনারবরা যেহেতু আরবি জানে না সেহেতু তাদের জন্য নতুন ভাষা হিসেবে এটি শেখা সহজতর।

মুসলিম হিসেবে আমরা প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত ছলাহ্ আদায় করি। ছলাহ্'য় যা কিছু পড়া হয় সবই আরবিতে এবং যার উল্লেখযোগ্য অংশ কুরআন থেকে। প্রচলিত বর্তমান মুসলিম সংস্কৃতি অনুসারে এইগুলো না বুঝে পড়াটাই স্বাভাবিক বলে আমরা মনে করি। অথচ ছলাহ্ হলো আল্লাহ্'র সাথে বৈঠক। দুনিয়াতে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো বৈঠক হতে পারে না। আমরা অনেকেই এই বৈঠকের কথাসমূহ বোঝার তাড়না অনুভব করি। তাদের জন্যই মুলতঃ এই আলোচনা। তাহলে দেখা যাক বর্তমানে আমরা কি ধরনের প্রচেষ্টা দিয়ে থাকি।

আমরা যারা একেবারেই কুরআন বুঝি না অথচ বাংলা বা ইংরেজিতে দক্ষ তারা অনুবাদ খুলে বসি। অনুবাদ থেকে কুরআনের আয়াতসমূহের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করি। আরো যার আগ্রহী তারা তাফসীর গ্রন্থ পড়ার চেষ্টা করি, তাফসীর লেকচার শুনি এবং পঠিত সুরা বা আয়াতসমূহের উপর একটি বুঝ নেয়ার চেষ্টা করি। এভাবে কুরআনের সাথে কিছুটা সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু এটিকে তাৎক্ষনিক করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সর্বশেষ পঠিত বা গবেষণাকৃত সুরা বা আয়াতসমূহের প্রতিফলনগুলো মনে থাকে কিন্তু আগের গুলো ভুলে যাই। ফলে সেগুলোকে আবার চেতনায় আনার জন্য আবার অনুবাদ এবং তাফসীর নিয়ে গবেষণা করতে হয়। ফলে আরবি কুরআন পাঠের সময় সাথে সাথে মনে কাঙ্ক্ষিত বুঝ এবং অনুভূতিগুলো ধারণ করা যায় না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, আদি বা আসল আরবিতে কুরআন বোঝার কোন বিকল্প নেই।

এখন দেখা যাক আদি/ আসল আরবিতে কুরআন বোঝার কি ধরনের প্রচেষ্টা আমরা নিয়ে থাকি। অনেকে মনে করেন যে প্রথমে যদি কথ্য আরবি বা স্পিকিং এ্যারাবিক শেখা যায় তাহলে হয়তো সহজে কুরআন বোঝা যাবে। আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যে বর্তমানে কথ্য আরবির সাথে কুরআনে ব্যবহৃত আরবির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ফলে এভাবে যারা প্রচেষ্টা করেন তারা খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় যে পন্থা রয়েছে তাহল সনাতন পাঠ্যক্রম যা ইসলামি আরবি মাধ্যমে প্রচলিত রয়েছে, তা অনুসরণ করা। এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমরা যখন বাংলা বা ইংরেজী মাধ্যমে অধ্যয়ন করি তখন একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রায় ১২ বছর ব্যাপী বাংলা এবং ইংরেজী পড়া হয় । অতঃপর বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় একটি দক্ষতা অর্জিত হয়। একইভাবে কেউ যদি এই দীর্ঘ পাঠ্যক্রমে নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হন তাহলে এটি শেখা সম্ভব। কিন্তু যারা সেভাবে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে সক্ষম নন তারা কিভাবে এটি শিখবেন? তাদের জন্য রচিত হয়েছে শুধু কুরআনিয় আরবি শাস্ত্র। মূলতঃ অনারাবরা বিভিন্ন গবেষণা করে কুরআন বোঝার জন্য কুরআনিয় আরবি পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে। বর্তমানে এইরকম বেশকিছু অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে। এইসব ক্যারিকুলাম বা পাঠ্যক্রমে কুরআনিয় আরবি বোঝার ক্ষেত্রে যেসব ব্যাকরণ এবং শব্দমালা বেশী প্রয়োজন এবং যেগুলো বেশী ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়ে ধাপে ধাপে এই পাঠ্যক্রমগুলো ডিজাইন করেছেন। যাতে করে অল্প সময়ে বেশী অগ্রগতি অর্জন করা যায়। কুরআন বোঝার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মোটিভেশন বা প্রেরণা। এই মোটিভেশন যে যত বেশী টিকিয়ে রাখতে পারবে সে তত বেশী এবং তত দ্রুত এটিকে আয়ত্তে আনতে পারবে। ফলে অল্প সময় দ্রুত অগ্রগতি লাভের জন্য এই ক্যারিকুলামগুলো অনারব মুসলিমদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

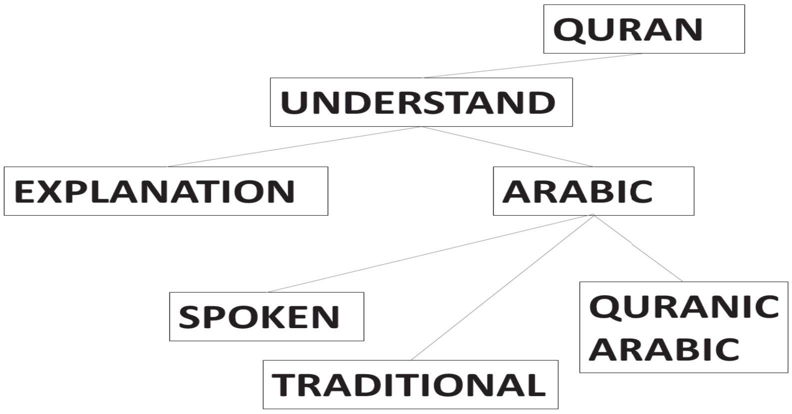

কুরআনিয় আরবি পাঠ্যক্রমগুলো সাধারণ অনারবদের কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে বলা যায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। কুরআনে বেশী ব্যবহৃত শব্দগুলোকে প্রথমে প্রাধ্যান্য দেয়া হয়েছে। ব্যাকরণের বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে ক্রম নির্ধারণ করে একটির সাথে আরেকটি যৌক্তিকভাবে সংযুক্ত করে পাঠ্যক্রমগুলো ডিজাইন করা হয়েছে। আলোচিত ভাষা তত্ত্বের সবগুলো উদাহরণ কুরআন থেকে দেয়ার ফলে বিষয়টি আরো আকর্ষনীয় হয়েছে। কুরআনিয় আরবি ক্যারিকুলামটির উপর আরো বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহল, অনেকে বলে থাকেন অনুবাদ কি যথেষ্ট নয়? সরাসরি বলা যায় যথেষ্ট নয়। বাংলার কথাই ধরুণ। বাংলায় একটি শোলক আছে “ হাসা বলে হাসি হাসি বলে হাসা এই বলে হাসা হাসি করে হাসাহাসি” এই কম্পোজিশনটিকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে। কিন্তু এটির অভিব্যক্তিটি কি অনুবাদে অক্ষুন্ন থাকবে? এইভাবে বিভিন্ন ভাষায় রচিত রচনাগুলো অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বক্তব্যটির কিছু পাওয়া যাবে কিন্তু অভিব্যক্তিগুলো প্রায় সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে। কুরআন হল আল্লাহ্’র কথা৷ যদিও এগুলো লাউহে মাহফুজে লিখিত কিতাব হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু এটি বই আকারে নাজিল হয়নি। জিবরাইল (আঃ) এটি রাসুল (সাঃ)-কে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। রাসুল (সাঃ) সেগুলো সাহাবীদের তিলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। পরবর্তী জেনারেশনের জন্য এটিকে মানুষ বই আকারে লিপিবদ্ধ করেছে। ফলে কুরআনের অনুবাদে এর অনেক অভিব্যক্তি এবং বক্তব্য অব্যক্ত থেকে যায়। তার কিছু উদাহরণ আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

কুরআন এর অনুবাদে কিভাবে এর অর্থ-ভাব হারিয়ে যায়: কিছু উদাহরণ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾

سَلَامًا

سَلَامٌ

১১ সূরা হুদ ৬৯ : আর অবশ্যই আমার প্রেরিত মালাইকারা ইব্রাহীমেরে কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল সালাম, তিনিও বললেন-সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন!

সুরা হুদ এর ৬৯ নং আয়াতের বর্ণিত হয়েছে যে মালাইকারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে হাজির হয়ে সালাম দিলেন এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর উত্তরে সালাম দিলেন। কিন্তু দুই পক্ষের সালামের ক্ষেত্রে একই শব্দ দুইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মালাইকারা বলেছিলেন "সালামান" এবং ইব্রাহীম (আঃ) বললেন "সালামুন"। অনুবাদের এই দুই সালামের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। যদি একই অর্থ হতো তাহলে এইভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হত। এর মধ্যে অভিব্যক্তিগত পার্থক্য রয়েছে যা অনুবাদে হারিয়ে গেছে।

মালাইকারা মানুষ বেশে যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে হাজির হলেন তখন তিনি তাদের চিনতে পারেননি। ইব্রাহীম (আঃ) অপরিচিত এইসব মানুষ দেখে কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। মালাইকাগণ পরিস্থিতি বুঝে ইব্রাহীম (আঃ)-কে আশস্ত করার জন্য বললেন। সালাম **نسلم عليك سلاماً** সালামান যার অর্থ আমরা আপনার উপর শান্তি কামনা করছি, আমাদের পক্ষে থেকে আপনি নিরাপদ শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম বা মাফউল হিসেবে নছব ফর্মে "সালামান" বর্ণিত হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত সম্ভাষণ প্রাপ্তির সাথে সাথে উত্তম সম্ভাষণ প্রদানের জন্য সালামুন বললেন যার অর্থ দাঁড়ায় যে, আপনাদের উপর নিশ্চিত শান্তি, আমার উপর নিশ্চিত শান্তি, **أمركم سلام** আপনাদের উপর সালাম এবং আল্লাহ্'র যেন তাদের এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করেন তারও দোয়া এতে অন্তর্ভূক্ত।
أو أمري سلام أو يكون مبتدأ وخبره محذوفاً معناه: عليكم سلام أو سلام عليكم

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

أَحْبَبْتَ

أَحْبَبْتَهُ

২৮ সূরা আল কাসাস: ৫৬ আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

রাসুল (সাঃ) এর চাচা আবু তালিব এর মৃত্যুর সময়ে এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল। আবু তালিবের মৃত্যুর সময় রাসল (সাঃ) ব্যাকুলভাবে চাচ্ছিলেন যে তিনি যেন মৃত্যুর আগ মূহূর্তে হলেও ঈমান আনেন। কিন্তু আবু তালিব ঈমান না এনে মারা গিয়েছিলেন। উক্ত আয়াতে أَحْبَبْتَ এর অর্থ "তুমি ভালবাস"। উক্ত ঘটনাকে যদি সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ করা হত তাহলে সেখানে أَحْبَبْتَ এর পরিবর্তে أَحْبَبْتَهُ শব্দটি আসতো যার অর্থ হল তুমি তাকে ভালবাস। সেক্ষেত্রে রাসুল (সাঃ) এর ভালবাসা শুধু আবু তালিবের প্রতি সীমাবদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু রাসুল (সাঃ) চাইতেন মক্কার প্রতিটি মানুষ ঈমান আনুক। এখানে **هُ** সংযুক্ত সর্বনামটি না ব্যবহার করে আল্লাহ্ রাসুল (সাঃ) এর ভালবাসার ব্যাপ্তিটি প্রকাশ করেছেন যা অনুবাদে হারিয়ে গেছে।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾

شَكُورًا

شاكِرًا

সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:০৩ তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা।

সুরা বনী ঈসরাইলে আল্লাহ্ নুহ (আঃ)-কে বর্ণনা করেছে একজন শাকুরান (شَكُورًا) বান্দা হিসেবে। এই শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে "কৃতজ্ঞ" হিসেবে। কিন্তু যিনি কৃতজ্ঞ তাকে বলা হয় শা-কিরান (شاكِرًا)। আর এই শব্দটির অতিশোয়ক্তি বা ইসম মুবালাগা হলো শাকু-র (شَكُورًا)। যার অর্থ নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। নুহ (আঃ) সবচেয়ে বেশী সময়, সাড়ে নয় শত বছর, তাঁর কাওমের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করেছিলেন চরম বিরূপ পরিস্থিতিতে। এবং খুব কম সংখ্যক মানুষ তাঁকে অনুসরণ করেছিল। তাঁর স্ত্রী এবং একজন ছেলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু এইসব বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও তিনি আল্লাহ্ প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং সর্বোচ্চ মাত্রায়। ফলে আল্লাহ্ তাঁকে বলেননি "সবিরান"-যিনি সবর করেন। তিনি সবরের চেয়ে বেশী পারফর্ম করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে বিশেষণ দিয়েছেন শা-কুরান। সাধারণ অনুবাদে এই অভিব্যক্তিটি অনুপস্থিত।

সর্ফের শব্দের রসায়নে অলংকরণ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ
وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

نَبَاتًا

إِنْبَاتًا

সূরা আল ইমরান ৩:৩৭ অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।"

সূরা আলি ইমরানের উপরের আয়াতে একই ক্রিয়ামূলের দুটি পরিবারের শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অসাধারণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছে। أَنبَتَ ফি'ল এর অর্থ সে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়েছিল। এর মুজাররাদ نَبَتَ এর অর্থ সে বেড়ে উঠেছিল। উক্ত আয়াতে أَنبَتَ ফি'ল এর সাথে একই ক্রিয়ামূলের মুজাররাদ (نَبَتَ) এর মাজদার (نَبَاتًا) মাফউল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ মারিয়াম (সালামু আলাইহা) এর সুন্দর বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন, উক্ত বাক্যে মুজাররাদ এর মাজদারকে মাফউল মুতলাক হিসেবে ব্যবহার করে এই সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠার পিছনে মারিয়াম (সালামু আলাইহা) এর নিজের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই অভিব্যক্তিটি সরল অনুবাদে আনা অনেকটা অসম্ভব।

رَبِّ ابْنِ لِي
عِندَكَ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

সূরা আত-তাহরীম ৬৬:১১ আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুস্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।

ফিরাউনের স্ত্রী যখন বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং যখন তা ফিরাউন জেনে গিয়েছিল তখন ফিরাউন তার স্ত্রীর উপর অকল্পনীয় নির্যাতন শুরু করেছিল এবং এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করেছিল। নির্যাতন শুরুর সময় এই দোয়াটি তিনি করেছিলেন। ফিরাউনের সাথে দীর্ঘ দিন বসবাস করে তিনি তার সম্বন্ধে সবচেয়ে অবহিত ছিলেন। মূলত তিনি আল্লাহ্ কাছে একটি আবাস চাচ্ছিলেন। কিন্তু যে ভাবে তিনি তার আবেদনটি করেছিলেন তা ছিল অসাধারণ। উক্ত দোয়ার প্রথমে তিনি বলেছেন যে, হে আমার রাব্ব ! আমার জন্য বানান ! অর্থাৎ তিনি প্রথমে প্রকাশ করছেন, যে বাড়িতে তিনি এখন অবস্থান করছেন তা মানুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষনী মনে হলেও তা তাঁর কাছে মূল্যহীন কারণ সেখানে তাঁকে ফিরাউনের সাথে থাকতে হচ্ছে। ফিরাউনের সহচার্য তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। অতএব তিনি আল্লাহ্-কে বলছেন যে, তাঁর একটি বাড়ি অতি প্রয়োজন। এরপরে বললেন, বাড়ির প্রথম বিষয়, "এনদা কা"- আপনার কাছে। বাড়িটি অবশ্যই হতে হবে আপনার কাছে। অতঃপর বললেন একটি বাড়ি, অর্থাৎ যেকোন ধরনের বাড়ি, আপনার কাছে অবস্থিত যেকোন বাড়ি হলেই চলবে। এবং শেষে বললেন 'ফিল জান্নাহ্'- জান্নাতে। She chose the neighbor before she chose the neighborhood. তিনি বাড়ির পাড়াটি বেছে নেওয়ার আগে প্রতিবেশীকে বেছে নিয়েছিল। এই অভিব্যক্তিটি অনুবাদে ধারণ করা দূরহ ব্যাপার।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

أُجِيبُ

أَسْتَجِيبُ

সূরা আল বাক্বারাহ (২: ১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।

রমাদ্বান মাসে মুসলিমদের মধ্যে বলা যায় সবাই আল্লাহ্'র প্রতি ঝুঁকে থাকে। সুরা বাক্বরাহ্'র রমাদ্বানের আয়াতগুচ্ছের মধ্যে ১৮৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ দোয়া সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেছেন যার অভিব্যক্তিটি অনুবাদে হারিয়ে যায়। সারা বছর আল্লাহ্'র ব্যাপারে উদাসীন থেকে কিছু মানুষ রমাদ্বানে আল্লাহ্'র দিকে ফিরে। আল্লাহ্ কিন্তু তাদের দূরে ঠেলে দেন না। মানুষের মধ্যে কেউ যদি আমাদের সাথে সম্পর্ক না রেখে হঠাৎ কোন একটি প্রয়োজনে সাহায্য চায় তখন আমরা কি করি ? আমরা তাকে সহজে সহযোগিতা করতে চাই না। অথচ আল্লাহ্ ১৮৬ নং আয়াতে প্রথমে বলছেন কেউ যদি রাসুল (সাঃ)-এর কাছে আল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তাহলে তিনি সাথে সাথেই তার নিকটবর্তী হয়ে যান। এখানে তিনি এত দ্রুত সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যান যে তিনি উপরের আয়াতে এই জায়গায় "তাহলে" কথাটি উহ্য রেখেছেন। এতটুকুর ব্যাখ্যা হল কেউ যদি রাসুল (সাঃ) কাছে সেই কালে জিজ্ঞাসা করে বা একালে রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসারে আল্লাহ্ কে ডাকে তাহলে সাথে সাথে আল্লাহ্ তার নিকটবর্তী, অর্থাৎ তিনি সে ব্যক্তির ডাকে অবশ্যই সাড়া দেবেন। আয়াতের পরের অংশে তিনি বলছেন " আমি তাৎক্ষনিকভাবে জবাব দেই একজন দোয়াকারীর যেকোন একটি ডাকে যখন সে আমাকে ডাকে"। সরল অনুবাদটি এভাবে করা হয় না। কারণ এভাবে আমরা কথা বলি না। আমরা বলে থাকি " যখন তুমি আমাকে ডাকো তখন আমি জবাব দেই"। আল্লাহ্ এখানে বলছেন "আমি জবাব দেই যখন কেউ আমাকে ডাকে.."। বাক্যের কাঠামোটি পরিবর্তন করে আল্লাহ্ তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। উপরোক্ত তিনি ব্যবহার করেছেন أُجِيبُ শব্দটি, যার অর্থ তাৎক্ষনিক জবাব দেয়া। এর বিকল্প শব্দটি - يَسْتَجِيبُوا, আল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন পরে বান্দার ক্ষেত্রে। يَسْتَجِيبُوا-এর অর্থ পরে জবাব দেয়া, জবাব দেয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন أُجِيبُ - তাৎক্ষনিক জবাব দেয়া। আর আয়াতের শেষে বান্দাকে বলছেন তাদের আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার চেষ্টা করা উচিত, يَسْتَجِيبُوا শব্দটি ব্যবহার করে তা প্রকাশিত হয়েছে। অথচ সাধারণ অনুবাদের أُجِيبُ এবং يَسْتَجِيبُوا একইভাবে অনুবাদ করা হয়, জবাব দেয়া।

হৃদয়-অন্তর সংক্রান্ত দুটি শব্দ قَلْبُ এবং فُؤَادُ

সূরা আল কাসাস: (২৮:১০) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল৷ যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন৷ দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ববাসীগণের মধ্যে৷

But there came to be a void in the heart of the mother of Moses: She was going almost to disclose his (case), had We not strengthened her heart (with faith), so that she might remain a (firm) believer

সুরা আল কাসাসের ১০ নং আয়াতে হৃদয়-অন্তর সংক্রান্ত দুটি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মূসা (আঃ)-এর জন্মের পর পর তাঁর মা যে পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন তা এখানে বর্ণিত হয়েছিল। সৈন্যদের আগমনে মূসা (আঃ)-এর মা'র হৃদয় বা অন্তর অস্থির হয়ে উঠেছিল, এখানে ফুয়াদ শব্দটি ব্যবহৃত হল। এর পর যখন বলা হল আল্লাহ্ তাঁর হৃদয়/অন্তর-কে দৃঢ় করে দিলেন তখন সেটাকে বলা হল কালব্। ইংরেজিতে দুটিকেই অনুবাদ করা হলো হার্ট হিসেবে। অথচ আরবিতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হলো। কেন ? হৃদয় যখন উত্তেজিত হয় তখন এটিকে ফুয়াদ এবং যখন এটি স্বাভাবিক থাকে তখন সেটাকে কালব্ বলা হয়। উক্ত আয়াতে নিখুঁত অভিব্যক্তি প্রকাশে যথাযথ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা অনুবাদে হারিয়ে গিয়েছে।

অনুবাদে وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ এবং وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না

মুনাফিকুন (৬৩:১১) وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না৷ তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন৷

But to no soul will Allah grant respite when the time appointed (for it) has come; and Allah is well acquainted with (all) that ye do.

আত-তাগাবুন (৬৪:৮) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ অতএব তোমরা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর৷ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত৷

Believe, therefore, in Allah and His Messenger, and in the Light which we have sent down. And Allah is well acquainted with all that ye do.

خَبِيرٌ যখন আগে আসে তখন ঈমান সংক্রান্ত বিষয়টি হাইলাইট করা হয়। কারণ মানুষের কাজ দেখার আগে তার মনে উদ্দেশ্যটি থাকে এবং সেটি ঈমান এবং আল্লাহ্ সেটা সম্পর্কে কাজটি শুরু করার আগেই অবগত। আর যখন خَبِيرٌ পরে আসে তখন আমলের বিষয়টি অর্থাৎ কিভাবে কাজটি করা হল সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ্ অবগত। সূরা মুনাফিকুনে ঈমানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে এবং সূরা তাগাবুনে ঈমান আনার পদ্ধতির বিষয়গুলো হাইলাইট করা হয়েছে। অথচ অনুবাদে সেটা লক্ষ্য করা যায় না।

কুরআন কেন আমাদের শিখতেই হবে ?

আল্লাহ্ দুনিয়াতে মানুষ প্রেরণ করেই সাথে পথনির্দেশ প্রেরণ করেছেন। এই পথনির্দেশের সর্বশেষ ভার্সন হলো কুরআন মাজিদ। এটি ছাড়া সফলতা লাভ করা যাবে না। সফলতা লাভ করা ছাড়া মানুষের কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। মানুষ দুনিয়াতে একটিমাত্র জীবনের সুযোগ পাবে। যারা কুরআনের জ্ঞান লাভ করবে তাদের তা ছড়িয়ে দিতে হবে। এ জ্ঞান অর্জনের শেষ সীমা নেই। মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রচেষ্টা করে যেতে হবে। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীগণ-দের উপর বিশেষ দ্বায়িত্ব কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, তা জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং তা ছড়িয়ে দেয়া। বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে কুরআনে আলোচিত হয়েছে। এখানে ধারাবাহিকভাবে কিছু আয়াত উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হলো।

সূরা বাকারাহ্'র ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ আদম (আঃ), তাঁর স্ত্রী এবং সমস্ত রূহ জগতকে জান্নাত থেকে নেমে যেতে বললেন এবং অতঃপর তাদের আল্লাহ্ প্রেরিত পথনির্দেশ অনুসরণের করার জন্য বললেন এবং বললেন মুক্তির এটাই একমাত্র পথ।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

(২:৩৮) আমরা বললাম -- "তোমরা সব্বাই মিলে এখান থেকে নেমে পড়ো৷ কিন্তু যদি তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে হেদায়ত আসে, তবে যারা আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে তাদের উপর কিন্তু কোনো ভয় নেই, আর তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না৷

সূরা বাকারাহ্'র ১৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ মুসলিমদের অনুকরণীয় জাতি হিসেবে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন। আর মুসলিমগণ যদি রোল মডেল হিসেবে দুনিয়াতে চলতে ব্যর্থ হয় তাহলে রাসুল (সাঃ) সেইসব ব্যর্থ মানুষের বিপরীতে সাক্ষী দেবেন। বিচারের দিনে রাসুল (সাঃ)-এর সুপারিশে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এমনকি বিচারের দিনের শেষভাগে তাঁর সুপারিশে কিছু মানুষ জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাবে। সেইদিন যদি রাসুল (সাঃ) কারো বিপরীতে সাক্ষ্য দেন তাহলে তার/তাদের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজে অনুমান করা যাচ্ছে। সেই সব মানুষ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ আমাদের উদ্ধার করুন !

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

(২: ১৪৩). আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী যথাযথ উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর৷

যারা কুরআনকে পরিত্যাজ্য হিসেবে বিবেচনা করে তাদের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) অভিযোগ করেছেন এবং করবেন। অর্থাৎ তাদের বিপরীতে রাসূল (সাঃ) বিচারের দিনে সাক্ষ্য দিবেন। রাসুল (সাঃ)-এর অভিযোগটি লিপিবদ্ধ হয়েছে সূরা ফুরকানের ৩০ নং আয়াতে। উক্ত আয়াতটি প্রাথমিকভাবে কুরাইশদের প্রতি হলেও পরবর্তীতে মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ কুরআনের প্রতি একই আচরণ করেছে।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

(২৫:৩০) আর রসূল বলছেন -- "হে আমার প্রভু! নিঃসন্দেহ আমার স্বজাতি এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য বলে ধরে নিয়েছিল৷ "

সূরা হজ্জের শেষ আয়াতে আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহ্-কে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আদেশ করলেন, বললেন মুসলিমদের সেভাবেই মনোনীত করা হয়েছে এবং সক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের কাঠিন্য নেই, তাদের ঈমাম ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, মুসলিম নামটি আল্লাহ্ প্রদান করেছেন, রাসুল (সাঃ) তাদের পক্ষে অথবা বিপক্ষে স্বাক্ষী হবেন, তারা মানষের সামনে রোল মডেল হবে, তারা ছলাহ্ কায়েম করবে , যাকাত আদায় করবে, আল্লাহ্-কে শক্ত করে আক্রে ধরবে, তিনি তাদের অভিভাবক এবং তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং সাহায্যকারী। ফলে এই আহবান প্রতিপালন করতে হলে অবশ্যই মুসলিমদের কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলে আল্লাহ্'র পথে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে হবে যেভাবে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করা উচিত। কুরআন না জানলে আল্লাহ্'র রাস্তায় কিভাবে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে হবে এবং কি তার স্ট্যান্ডার্ড বা মানদন্ড হওয়া উচিত তা জানা যাবে না। আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে ব্যর্থ হলে পরিণতি মোটেই ভাল হবে না।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

(২২:৭৮) আর আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেভাবে তাঁর পথে জিহাদ করা কর্তব্য৷ তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন, তবে তিনি তোমাদের উপরে ধর্মের ব্যাপারে কোনো কাঠিন্য আরোপ করেন নি৷ তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহীমের ধর্মমত৷ তিনি তোমাদের নামকরণ

করেছেন ‘মুসলিম’, -- এর আগেই আর এতেও, যেন এই রসূল তোমাদের জন্য একজন সাক্ষী হতে পারেন এবং তোমরাও জনগণের জন্য সাক্ষী হতে পার। অতএব তোমরা ছলাহ্ কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ্কে শক্ত করে ধরে থাকবে। তিনিই তোমাদের অভিভাবক, সুতরাং কত উত্তম এই অভিভাবক এবং কত উত্তম এই সাহায্যকারী!

প্রত্যেকটি মানুষ যে দায়িত্ব প্রাপ্ত সেটা সে নিজেই চিন্তা করে বের করতে পারে। তাকে চিন্তাশীল হতে হবে। সে রকম একটি বর্ণনা পাওয়া যা সুরা আলি ইমরানের ১৯১ নং আয়াতে। একজন আল্লাহ্ সচেতন চিন্তাশীল ব্যক্তি আল্লাহ্’র সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে নিজে নিজে উপসংহারে এসেছে যে, আল্লাহ্ অনর্থক কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেক সৃষ্টির উদ্দেশ্য রয়েছে। সৃষ্টকে তাকে যে কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে তা প্রতিপালন করতে হবে। বিষয়টি নিয়ে সেই ব্যক্তি এতটাই নিশ্চিত হলো যে , সে বল উঠলো যে “সুবহানাকা” অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! আপনার কোনোই ত্রুটি বা সীমবদ্ধতা নেই। সাথে সাথে সে অনুধাবন করল নিজের ব্যাপারটি। আমাকেও তো অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আমারও কিছু করণীয় রয়েছে। এবং আমি যদি সেটা না করি তাহলে আমাকে কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। ফলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্’র কাছে ব্যাকুলভাবে দোয়া করল “আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন!”। ফলে দেখা যাচ্ছে আমরা যারা মুসলিম পরিবারে জন্মেছি তারা যদি তাদের দায়িত্বটি অর্থাৎ কুরআনকে ধারণ করতে ব্যর্থ হই তাহলে আগুনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

৩:১৯১ যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে দাঁড়ানো ও বসা ও তাদের পার্শ্বের উপরে শায়িত অবস্থায় আর গভীর চিন্তা করে মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে। ‘’আমাদের প্রভু! এসব তুমি বৃথা সৃষ্টি করো নি, তোমারই সব মহিমা। কাজেই আমাদের রক্ষা করো আগুনের শাস্তি থেকে।

আল্লাহ্ আমাদের মুসলিম পরিবারে পাঠিয়ে বিশাল নেয়ামত প্রদান করেছেন। বিচারের দিন আগুনের সামনে হাজির করে প্রত্যেকের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বর্ণিত হয়েছে সুরা তাকাসুরের ৮ নং আয়াতে।

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ ১০২:৮: অতপর: সেইদিন অবশ্যই অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে নেয়ামত (প্রদত্ত) সম্বন্ধে।

কুরআনের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি বিচারের দিনে কাফিরগণ তাদের ডাকতে থাকবে। তারা তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য সেইসব ব্যক্তিবর্গকে দায়ী করবে এবং রাব্বের কাছে বলতে থাকবে যে, তাদের আমাদের দেখিয়ে দাও, তাদের পায়ের নিচে পদদলিত করে তবেই আমরা জাহান্নামে যাব, যাতে করে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়। বর্ণিত হয়েছে সুরা ফুসসি-লাতের ২৯ নং আয়াতে:

وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيۡنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ نَجۡعَلۡهُمَا تَحۡتَ اَقۡدَامِنَا لِيَكُوۡنَا مِنَ الۡاَسۡفَلِيۡنَ

(৪১: ২৯) কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।

কুরআনের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি তাদের উপর আল্লাহ্, মালাইকাগণ এবং মানুষ সবার : অভিশাপ। বর্ণিত হয়েছে সুরা বাকারাহ্’র ১৫৯ থেকে ১৬২ আয়াতে

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

সূরা আল বাকারাহ্ (২: ১৫৯.) নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ্ লা’নত করেন এবং লা’নতকারীগণও তাদেরকে লা’নত করে। (২: ১৬০.) তারা ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুল-কারী, পরম দয়ালু। (২: ১৬১.) নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে (কুরআনকে স্পষ্টভাবে প্রচার করতে অস্বীকার করেছে) এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ্, মালাইকাগণ এবং সকল মানুষের লা’নত। (২: ১৬২.) তারা যেখানে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

উপরের আয়াতগুচ্ছে বলা হচ্ছে যে, কুরআন সম্পর্কিত দুই ধরনের মানুষ রয়েছে। একদল কুরআনের বাণী গোপন করছে এবং অন্যদল

কুরআনের বাণী বর্ণনা এবং প্রচার করছে। মধ্যবর্তী চুপ থাকা বলে কোন দল নেই। যারা বর্ণনা এবং প্রচার করছে না তারা যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে তারা কুরআন গোপনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে অভিশাপ প্রাপ্ত হবে। **মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীগণ জন্মসূত্রে কুরআন পড়া, বোঝা, জীবনে বাস্তবায়ন করে সমগ্র মানবজাতির জন্য রোল মডেল হবার দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে।** তাদের সে রকম সক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তারা যদি সেই কাজটি না করে তাহলে তারা কুরআন গোপনকারীদের দলে পড়ে যাবে। যারা কুরআন গোপন করবে অর্থাৎ এটি ধারণ করে প্রচার করতে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করবে তাদের উপর আল্লাহ্'র অভিশাপ, মালাইকাদের অভিশাপ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কেন এতো অভিশাপ ? ধরুন, কারো কাছে ক্যান্সার রোগের ঔষধ রয়েছে এবং সে সেটা লুকিয়ে রেখেছে তাহলে সবাই যখন জানবে বিষয়টি তখন সবাই তাকে দোষারোপ করতে থাকবে এবং অভিশাপ দিতে থাকবে। বিষয়টি অনেকটা একই রকম। মানুষের মুক্তির ঔষধ হলো কুরআন মাজিদ। সেটা যারা লুকিয়ে চলছে তাদের প্রতি সব মানুষ বিচারের দিন অভিশাপ দিতে থাকবে। আল্লাহ্ দিবেন, কারণ তিনি সেটা মানুষকে দিয়েছেন এবং মানুষ সেটা লুকিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর মালাইকাগণ বিষয়টির সাক্ষী, তাই তারাও মানুষের এই ব্যর্থতা জন্য যারা দায়ী তাদের অভিশাপ দিতে থাকবে। ফলে দেখা যাচ্ছে কুরআন আমাদের বুঝতেই হবে, অন্যকোন বিকল্প নেই। আল্লাহ্ আমাদের তাওবা করে ফিরে আসার তৌফিক দান করুন !

কুরআন কিভাবে সহজে শেখা যায় ?

কুরআন শেখান স্বয়ং আল্লাহ্। সরাসরি বর্ণিত সুরা আর রাহমানে:

الرَّحْمَٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ (৫৫:১) আর-রাহমান! (৫৫: ২.) তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি আর রাহমান। আর রাহমান কুরআন শেখান। যিনি কুরআন শেখানোর সময় সর্বোচ্চ মাত্রায় ভালবাসেন, যত্ন নেন এবং দয়া করেন। আমি কি কুরআনকে সেই রকম আগ্রহ নিয়ে শেখার উদ্যোগ নিয়ে থাকি ? যদি নিয়ে থাকি তাহলে কুরআন আমরা জন্য সহজ হয়ে যাবে। যারা আল্লাহ্-কে স্মরণ করার আগ্রহে কুরআন শেখার উদ্যোগ নেবে তাদের জন্য আল্লাহ্ কুরআন শেখা সহজ করে দেবেন। বলা যায় যেমনটি তিনি সহজ করে দিয়েছিলেন মাতৃভাষা শেখার ক্ষেত্রে। বর্ণিত আছে সুরা কামারে একই আয়াত চার বার:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝22 (৫৪:১৭), (৫৪: ২২), (৫৪: ৩২), (৫৪: ৪০) অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ করার জন্য। অতএব, কোন নুন্যতম স্মরণকারী আছে কি?

উপরের আয়াতে কি স্মরণ করার জন্য আল্লাহ্ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন সেই বিষয়টি ওপেন রয়েছে। প্রাথমিক ব্যাখ্যা হল কুরআনের বাণীটি বুঝে বা না বুঝে স্মরণ রাখা সহজ। এ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মত হল যে, কুরআন চর্চার মাধ্যমেই আল্লাহ্-কে সর্বোত্তম ভাবে স্মরণ করা যায়। ফলে যদি কেউ আল্লাহ্-কে সর্বোত্তমভাবে স্মরণের নিয়তে কুরআন শিক্ষায় একনিষ্ঠ হয় তবে আল্লাহ্ তার জন্য কুরআন শিক্ষা (সহীহ উচ্চারণে পঠন, অনুধাবন এবং সেই অনুযায়ী জীবন-যাপন) অবশ্যই সহজ করে দেন।
ফলে দেখা যাচ্ছে সঠিক নিয়তে আসবে সাফল্য। রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (بخارى) প্রকৃত পক্ষে কাজের (ফলাফল নির্ভর করে) নিয়তের উপরে। - বুখারী
সমস্ত জ্ঞানের মালিক হলেন আল্লাহ্। তাঁর অনুমতি ছাড়া জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। বর্ণিত আছে আয়াকুল কুরসীতে (২:২৫৫):

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (২:২৫৫)আর তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।....

ফলে আল্লাহ্'র কাছে জ্ঞানের জন্য দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ তা শিখিয়ে দিয়েছেন সূরা ২০ ত্বহা ১১৪ আয়াতে:

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (سورة طه) (২০:১১৪) হে আমার রাব্ব, আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দিন !

কুরআন বুঝতে হলে কুরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষাটি বুঝতে হবে। অনুবাদ এই বোঝার প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারে কিন্তু সেটি গন্তব্য নয়। কুরআনে আল্লাহ্ পরিষ্কার করে বলেছেন যে তিনি আরবি কুরআন নাজিল করেছেন এবং আরবিতেই এটি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে :

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ১২:১ আলিফ, লাম, রা। এসব সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াতসমূহ। ২. নিঃসন্দেহ আমরা এটি অবতারণ করেছি -- আরবী কুরআন, যেন তোমরা বুঝতে পার।

حم ۝ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ৪১.১ হা মীম! ২. পরম করুনাময় অফুরন্ত ফলদাতার কাছ থেকে এ এক অবতারণ – ৩. একটি গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত, আরবী কুরআন

সেই লোকদের জন্য যারা জানে –
কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে বলা হয়েছে। অন্তর দিয়ে অনুধাবনের মাধ্যমে এই চিন্তা-ভাবনায় রয়েছে প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিষয়।

24 اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (৪৭:২৪). তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালা রয়েছে?

জ্ঞান অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো লেখা। **যত লেখা যাবে জ্ঞান অর্জন তত পোক্ত হবে**। আল্লাহ্ সুরা আলাকে বলেছেন যে তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন:

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (سورة العلق) (৯৬:৪) যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা।

সঠিক জ্ঞান অর্জনের ফলে ভালকাজ করা যায়। কুরআনের জ্ঞানের আলোকেই সবচেয়ে ভালকাজ করা সম্ভব। এইক্ষেত্রে ক্রমাগত বাড়িয়ে নিতে হবে। **প্রতিযোগিতা অন্য কারো সাথে নয়। প্রতিযোগিতা নিজের সাথে নিজের**। আল্লাহ্ সূরা মুলকে বলেছেন যে, তিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কে আমলে উত্তম। এখানে তিনি বলেননি কে আমলে সর্বশ্রেষ্ট। তুলনামূলক ডিগ্রী ব্যবহার করেছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এই জীবন দশায় কুরআন শিখে শেষ করা যাবে না। তবে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত।

اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاؕ (الْمُلْك) (৬৭:০২) তোমাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম ?

আপনি কুরআন শিখতে পারলেন কিনা সেটা কি পরীক্ষিত হবে ? অবশ্যই। সেটাও পরীক্ষা করবেন স্বয়ং আল্লাহ্। কুরআনকে জীবন্ত বই বলা হয়ে থাকে। এরকম দ্বিতীয় কোনো বই নেই। কারণ এই বইয়ের লেখক এর পাঠককে সর্বক্ষণ মনিটর করেন। সে কি সহীহ উচ্চারণে পড়তে পারল কিনা, সে কি এর অর্থ অনুধাবণ করল কিনা, তার হৃদয়ে কি আলোড়িত হলো, সে কি কুরআন মেনে চলল অর্থাৎ কুরআনকে নিয়ে তার সকল প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কর্মকান্ত আল্লাহ্ মনিটর করছেন। প্রতি দিন ৫ ওয়াক্ত ছলাহ্'য় আমাদের কুরআনের জ্ঞান পরীক্ষিত হচ্ছে।

উপরের কিছু কুরআনের আয়াতের প্রতিফলন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআন শিখতে আল্লাহ্'র কাছে ব্যাকুলভাবে চাইতে হবে, কুরআনের ক্লাসগুলোতে আল্লাহ্ উপস্থিতি আছেন এরকম একটি একনিষ্টতা বোধ করতে হবে, আল্লাহ্-কে অধিক স্মরণ করার নিয়ত শক্তিশালী ভাবে ধারণ করতে হবে, নিজের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটি সবসময় দিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহ্ স্বয়ং আমাদের কুরআন শেখার অগ্রগতি মনিটর করেন।

কুরআন শেখা কি কঠিন?

কুরআনের ভাষা হলো সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের মক্কা-মদিনার অধিবাসীদের মাতৃভাষা। এই ভাষায় বর্তমানে কেউ কথা বলে না। কিন্তু এই ভাষার বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই ভাষা শেখা কি কঠিন ? প্রথম উত্তর হলো, হ্যাঁ। আমাদের মাতৃভাষা শিখতে সময় লেগেছে মাত্র দেড় বছর, যা কোনো মানুষ আমাদের পরিকল্পনা করে শেখায়নি, আল্লাহ্ আমাদের তা শিখিয়েছেন। কিন্তু অতঃপর অন্য যেকোন ভাষা শিখতে আমাদের অনেক সময় লাগে। বিদ্যালয়ে ১২ বছর ব্যাপী বাংলা এবং ইংরেজী ভাষা শেখার প্রচেষ্টার পরও অনেকে এগুলো কাঙ্ক্ষিত মানে শিখতে পারে না। তাহলে কুরআনের ভাষা কিভাবে সহজে শেখা যাবে ? কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনি এটি সহজ করে দেবেন। বিষয়টি সহজ নয় বলেই তো সহজ করে দেয়ার ঘোষণাটি এসেছে। আল্লাহ্ সুরা কামারে ৪ বার এসংক্রান্ত একটি আয়াত পূনারাবৃত্তি করেছেন:

22 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (৫৪:১৭), (৫৪: ২২), (৫৪: ৩২), (৫৪: ৪০)

অনুবাদ :১ অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি স্মরণ করার জন্য। অতএব, কোন নুন্যতম স্মরণকারী আছে কি?
অনুবাদ :২ আর আমরা তো অবশ্যই কুরআনকে উপদেশগ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি, কিন্তু কেউ কি আছে যে উপদেশপ্রাপ্তদের মধ্যেকার?
অনুবাদ :৩ আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?
We have made it easy to learn lessons from the Qur'an: will anyone take heed?
And We have certainly made the Qur'an easy for remembrance, so is there any who will remember?

এই আয়াতটি বিভিন্নভাবে অনুবাদ হয়। মূল বিষয় হলো যেকেউ আল্লাহ্-কে স্মরণ করার লক্ষ্যে কুরআন অধ্যয়নের প্রচেষ্টা নেবে, আল্লাহ্ তার জন্য কুরআনের অধ্যয়ন এবং এর বুঝ সহজ করে দেবেন। **এখানে নিয়তের গরমিল হলে কিন্তু কুরআন সহজ হবে না**। কুরআনের আরেকটি নাম হলো الذِّكْر। অর্থাৎ স্মরণ। সুরা হিজরের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন কুরআনকে (এখানে কুরআনকে বলা হয়েছে الذِّكر (الذِّكر। -স্মরণ অবস্থায় সংরক্ষণ করবেন। অর্থাৎ আপনি কুরআন অধ্যয়ন করে যখন এটিকে রপ্ত করবেন এবং অনুশীলন করবেন তখন আল্লাহ্ আপনার স্মরণে কুরআনকে সবসময় সংরক্ষণ করবেন। এইভাবে কুরআনের জ্ঞান ধারণের ক্ষেত্রে আপনি বিশেষভাবে আল্লাহ্'র সহায়তা পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ্।

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ⑨ ১৫:৯. নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী।

স্বল্প সময়ে কার্যকরভাবে কুরআনের ভাষা অধ্যয়নের ক্যারিকুলাম:

কুরআন বুঝতে হলে সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগের মক্কা-মদিনা এলাকার মানুষের মাতৃভাষাটি দখলে আনতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হল এই ভাষায় কেউ কথা বলে না। কিন্তু এই ভাষাটির বিষয়াদি এবং অধ্যয়নের একটি প্রমিত পাঠ্যক্রম (স্ট্যান্ডার্ড ক্যারিকুলাম) সংরক্ষিত রয়েছে যা আরব দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হল উক্ত ক্যা-রিকুলামটির (পাঠ্যক্রম) প্রয়োগিক ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজে কুরআন বুঝার ধারাটি বলতে গেলে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলা ভাষাভাষীদের অঞ্চলেও একই বাস্তবতা রয়েছে। ফলে বিষয়টি পুনরুদ্ধারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন ক্যারিকুলামের দূর্বল বাস্তবায়ন, এর লক্ষ্যকে অকার্যকর করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে আমাদের দেশের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যক্রম। উক্ত পাঠ্যক্রমে পাস করে, এমন কি ভালো ফলাফল করেও দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রীরা ফেল করছে। সম্প্রতি (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় ১,৭৯৫ সিটের বিপরীতে পরীক্ষা দিয়েছিল ৮৫,৮৭৯ ছাত্র-ছাত্রী, যার মধ্যে মাত্র ১৩ শতাংশ (১১,২০৭) পাশ করেছিল। অথচ এই ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করেছিল। একইভাবে দেখা যায় সারা বিশ্বে কুরআন বোঝার জন্য সনাতন আরবি ভাষা শেখার ক্যারিকুলামগুলো ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে ভালো ক্যারিকুলামের দূর্বল বাস্তবায়নে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থী মান সম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না। ফলে সমাজে প্রকৃত কুরআন শিক্ষার প্রসারের পরিবর্তে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

তাত্ত্বিকভাবে প্রথমে সাড়ে চৌদ্দশত বছরের আগের সেই আরবি ভাষাটি, যাকে অনেকে ক্লাসিক্যাল এ্যারাবিক বলে থাকেন, সেটা শিখতে হবে। অতঃপর কুরআন বোঝার উদ্যোগ নিতে হবে। **এখানে উল্লেখ্য যে বর্তমানে প্রচলিত আরবি কথ্য ভাষা অধ্যয়ন কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না বরং বিভ্রান্তিকর হতে পারে।** এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা শিশু অবস্থায় শুরু করা প্রয়োজন। সাথে সাথে নিজের মাতৃভাষাটির উপর দখল জোরাদার করা প্রয়োজন। ক্লাসিক্যাল এ্যারাবিকের ব্যাকরণ এবং শব্দের ব্যবহারের আলোকে মাতৃভাষার বিশ্লেষণ এবং অধ্যয়ন বিশেষভাবে প্রয়োজন। নিজের মাতৃভাষার উপর ভাল দখল না থাকলে কুরআনের ভাষা বোঝা সহজ হবে না। মাতৃভাষার লিখিত রূপের চেয়ে কথ্যরূপটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কুরআনের ভাষাটি মূলত একটি মৌখিক উপস্থাপনা যা তিলাওয়াতের মাধ্যমে নাজিল হয়েছিল। পরবর্তীতে এটি লিখিত আকারে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

যারা শিশু অবস্থায় ক্লাসিক্যাল এ্যারাবিক শেখা শুরু করতে পারেনি তারা কি কুরআন বুঝতে পারবেন না? যে কোন বয়সের মানুষ কুরআন বোঝার উদ্যোগ নিতে পারেন। আমাদের নিয়ত সহীহ হলে আল্লাহ্ আমাদের অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য সহজ পথটি দেখিয়ে দেবেন। এখানে বিশেষভাবে বুঝে থাকা প্রয়োজন যে, সবার জন্য একটি পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়টি সহজ হবে না। বিভিন্ন ক্যারিকুলাম বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু সবার গন্তব্য একটি, কুরআন বুঝা।

ভাষার প্রাথমিক একক হলো শব্দ। অবশ্য শব্দের আগে আসে বর্ণ। কিন্তু ভাষা বোঝা শুরু হয় শব্দ দিয়ে। একাধিক শব্দ দিয়ে তৈরি হয় বাক্যাংশ। শব্দ এবং বাক্যাংশের বিভিন্ন সমন্বয়ে বাক্য গঠিত হয় এবং তখন বক্তব্যটি সম্পূর্ণ হয়, ভাব প্রকাশ সম্পন্ন হয়, ফলে বোঝা যায়। ফলে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য গঠন শেখার মাধ্যমে কুরআন বোঝার প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ লক্ষ্য হলো কার্যকর উপায়ে আরবি শব্দ মালা শেখা যা কুরআন মাজিদে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। সর্ফ শাস্ত্র শেখার মাধ্যমে এটি করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে কুরআন মাজিদের সর্বমোট শব্দের সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার, যার মধ্যে মৌলিক শব্দ হল ২০০০ যা পুনরাবৃত্তি হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এই শব্দগুলোকে শব্দ শেখার প্রাথমিক সিলেবাস হিসেবে নেয়া যেতে পারে। আরো গবেষণায় দেখা গেছে যে এমন ১২৫টি শব্দ রয়েছে যা কুরআন মজিদে এসেছে ৪০ হাজার বার। সলাতে যা কিছু পড়া হয় এবং ছোট ছোট কিছু সুরায় এই ১২৫টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরো গবেষণায় দেখা গেছে ২৫০টি শব্দ কুরআন মজিদে এসেছে ৫৫ হাজার বার যা মোটের ৭০ শতাংশ। ফলে বেশী ব্যবহৃত শব্দগুলো প্রথমে শেখার ব্যাপারে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

শব্দের অর্থ শেখার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বিষয় রয়েছে। একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার থাকতে পারে। বর্তমানের আরবিতে এক রকম ব্যবহার কিন্তু ক্লাসিক্যাল আরবিতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে। প্রথমত আমাদের জানা প্রয়োজন ক্লাসিক্যাল আরবিতে এর ব্যবহার কি রকম ছিল। বর্তমানে যদি ভিন্ন ব্যবহার থাকে তাহলে তা জানা থাকা ভাল। দ্বিতীয়ত কুরআনে কিভাবে এটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময়কার আরবরা কি কি অর্থে এটি বুঝতো এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক শব্দে অনুবাদ করে অর্থ শেখা অনেকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। দেখা যাবে অনেক আরবি শব্দকে এক কথায় বাংলায় অনুবাদ করা যায় না। সেই শব্দগুলোকে এক শব্দে বাংলায় অনুবাদ না করে আরবি শব্দটি ব্যবহার করে সঠিক ভাবার্থটি বুঝার চেষ্টা করতে হবে। এসংক্রান্ত একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ ২:২৬৮ শয়তান তোমাদের দরিদ্রতার ধমক দেয়, আর তোমাদের তাড়া করে গর্হিত কাজে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণের এবং প্রাচুর্যের৷ আর আল্লাহ্, মহাবদান্য, সর্বজ্ঞাতা৷

উপরের আয়াতটিকে يَعِدُكُم দুই বার এসেছে। কিন্তু দুইভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। এই শব্দটির অর্থ يَعِدُ/وَعَدَ অঙ্গীকার করা, প্রতিজ্ঞা করা, ওয়াদা করা, প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কাউকে কথা দেওয়া, সতর্ক করা, ভীতিপ্রদর্শন করা। একই শব্দের বিভিন্ন ধরনের অর্থ। এখানে শয়তানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে "ভীতিপ্রদর্শন করা" এবং আল্লাহ্'র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে "প্রতিশ্রুতি দেওয়া"। এখন প্রশ্ন হলো কখন কোন শব্দটি ব্যবহার করতে হবে, এটি কে বলে দেবে। ক্লাসিক্যাল আরবির ভাষা এবং নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে কোথায় কোন অর্থটি ব্যবহার করতে হবে সে সেন্সটি গড়ে উঠবে।

দ্বিতীয়তঃ শব্দ গুলো একে অপরের সাথে মিলিয়ে কিভাবে বাক্যাংশ, বাক্য এবং অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে তা শেখা। যাকে ব্যাকরণ বা নাহু বলা হয়ে থাকে।

শব্দ এবং ব্যাকরণ শেখার জন্য যথাক্রমে সর্ফ এবং নাহু অধ্যয়ন করা হয়। এই দুটি বিভাগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মৌলিক (Fundamental) এবং অগ্রসর (Advanced)।

মৌলিক অংশটিতে যা বেশী ব্যবহৃত হয় এবং যা সাধারণ নিয়ম হিসাবে গন্য করা যায় সেই সব বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। অগ্রসর অংশটিতে যা কম ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সেই বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত করা যায়।

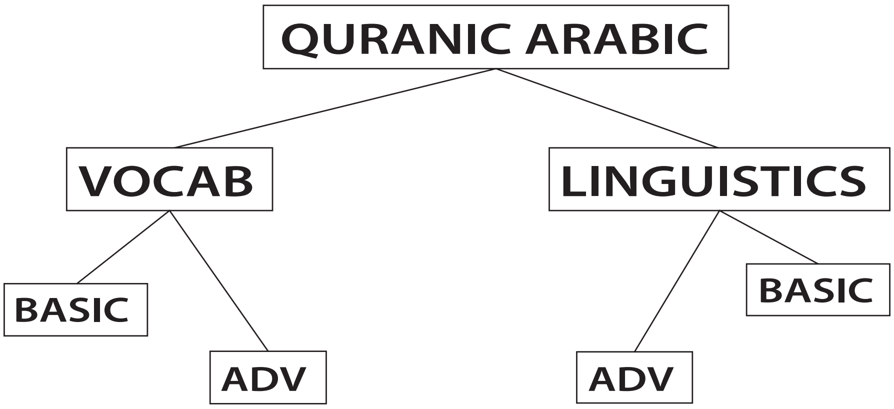

উক্ত কাঠামোর আলোকে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাইয়্যিনাহ্ ইনস্টিটিউট এর "বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম" ক্যারিকুলামটি ডিজাইন করা হয়েছে এবং সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ অনারব মুসলিম দ্রুততম সময়ে কুরআন বোঝার প্রথম পদক্ষেপটি নিতে পেরেছে। এখানে পরিষ্কারভাবে বোঝা প্রয়োজন যে, উক্ত ক্যারিকুলামটি আপনাকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে শতভাগ পৌঁছে দেবে না। তবে এটি আপনাকে দ্রুত কুরআন বুঝার প্রচেষ্টা শুরু করা এবং একটি অর্থবহ জায়গায় পৌঁছে দিতে সক্ষম। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত আমাদের কুরআন শিখে যেতে হবে। কখন আমাদের জীবন শেষ হবে তা আমরা জানি না। অতএব দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন এবং দ্রুত একটি অর্থবহ অবস্থায় পৌঁছানো প্রয়োজন, যা আমাদের আরো জানার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। সঠিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন প্রেরণা ছাড়া আমরা এই কাজটি অব্যহত রাখতে পারবো না।

বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম এর ভিডিও লেকচার এবং ওয়ার্কবুকগুলো https://bayyinahtv.com/ সাইটে পাওয়া যায়। মাসিক ১১ ডলার বা বার্ষিক ১১২ ডলার সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে এই রিসোর্স সহ কুরআনের বিশ্লেষণমুখি আরো অনেক তাফসীর কোর্সের একসেস পাওয়া যাবে, যা কুরআন অধ্যয়নের জন্য বিশেষ সহায়ক।

আল বালাগুল মুবীন এই ক্যারিকুলামটির বাংলা ভার্সন বাংলাদেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। বাইয়্যিনাহ্‌ ড্রীম বাঙলা সিরিজ নামে এই বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাইয়্যিনাহ্‌ ড্রীম বাঙলা ১ম পর্ব মৌলিক নাহু এবং সর্ফের উপর ফোকাস করেছে। এর পরই রয়েছে এডভান্সড/অগ্রসর নাহু এবং সর্ফ সংক্রান্ত কোর্স বাইয়্যিনাহ্‌ ড্রীম বাঙলা ২য় পর্ব । বাইয়্যিনাহ্‌ ড্রীম বাঙলা ৩য় পর্ব–তে রয়েছে কুরআনের ৩০তম পারার সুরার উপর ব্যাকরনিক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা, যেখানে আরো অগ্রসর বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কোর্সগুলোর রেকর্ডিং এবং সংশ্লিষ্ট নোটসমূহ আল বালাগুল মুবীনের ওয়েবসাইটে (http://albalaghulmubin.org) ক্রমিকভাবে সাজানো রয়েছে।

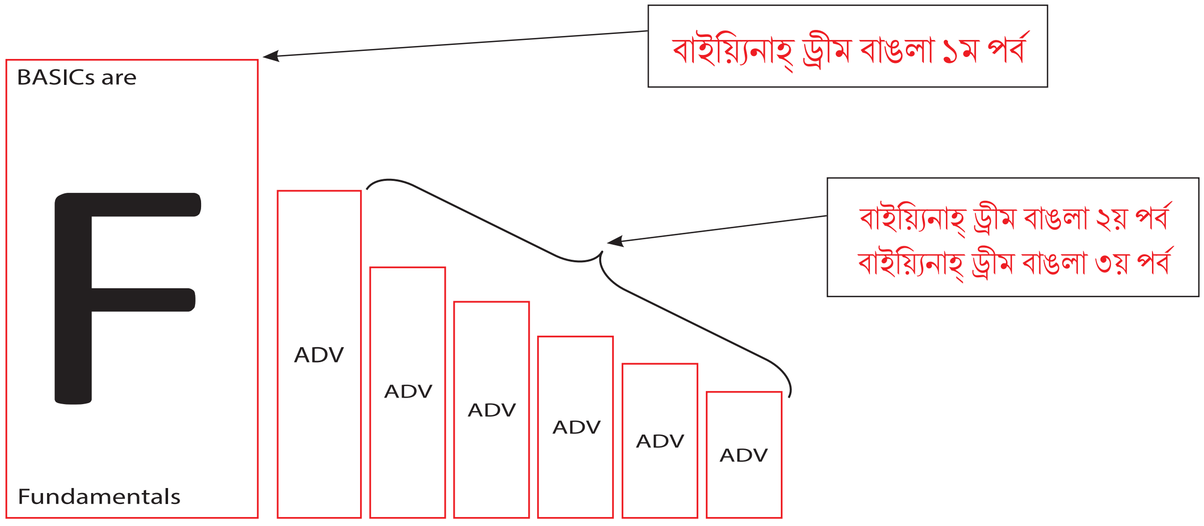

ক্যারিকুলামটির উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ:

মৌলিক এবং অগ্রসর নাহু ও সর্ফ আলাদা করায় ধাপে ধাপে শেখা সহজ হয় এবং ভবিষতে শেখা নতুন বিষয়গুলো সমন্বয় করা যায়। যেমন: জার মাজরুর বাক্যাংশের কথা ধরা যাক।

বাক্যে জার মাজরুর বাক্যাংশ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন সাধারণত: এটি ব্যবহৃত হয় সাধারণ জুমলা ইসমিয়্যাহ্‌ তে মুতায়াল্লিক বিল খবর এবং সাধারণ জুমলাহ্‌ ফি'ললীয়্যাহ্‌ তে মুতায়াল্লিক বিল ফি'ল। এর বাইরেও এটি ইসম ফাইল বা ইসম মাফউল বা মাজদার এর মুতায়াল্লিক হতে পারে। মাউসুফ ছিফাহ্‌ বা হাল এর মুতায়াল্লিক হতে পারে। "বা" জায়েদা এবং "মিন" জায়েদার ব্যবহারও আলাদা ধরনের। এই ক্যারিকুলামের প্রথমে জার মাজরুর বাক্যাংশগুলো সর্ব অবস্থায় চেনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এর পর বাক্যে এর সাধারণ ব্যবহার যেমন মুতায়াল্লিক বিল খবর অথবা মুতায়াল্লিক বিল ফি'ল–এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অগ্রসর কোর্সে এই বাক্যাংশটির আরো ব্যবহারগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

যেমন:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ৬:৫৩ আল্লাহ্‌ কি ভালো জানেন না কৃতজ্ঞদের?

উপরের উদাহরণে بِأَعْلَمَ এর সাথে থাকা "বা" টি "বা" জায়েদা কিন্তু بِالشَّاكِرِينَ এর সাথে থাকা "বা"টি সাধারণ "বা" যা মুতায়াল্লিক বিল খবর বাক্যাংশ গঠন করেছে।

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ ১৯:৯৮ তুমি কি তাদের মধ্যের একজনকেও দেখতে পাও ?

উপরের উদাহরণে مِّنْ أَحَدٍ এর সাথে থাকা "মিন" টি "মিন" জায়েদা কিন্তু مِنْهُم এর সাথে থাকা "মিন"টি সাধারণ "মিন" যা মুতায়াল্লিক বিল ফি'ল বাক্যাংশ গঠন করেছে।

ক্যারিকুলামটিতে বিষয়গুলোর ক্রম খুবই কার্যকর। যেমন ইসম মাউসুল এর ব্যবহার মৌলিক কোর্সের সব শেষে শেখানো হয়। সাধারণ এবং যৌগিক বাক্য সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকলে ইসম মাউসুল এর ব্যবহারটা বুঝা যায় না।

সিলা – জুমলাহ ফি'ললীয়াহ | জার –মাজরুর | জুমলাহ্ ফি'ললীয়াহ | সিলা – জুমলা ফি'ললীয়াহ | ইসম মাউসুল

২:১৪৬ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

জার-মাজরুর (ইসম মাউসুল+সলিা) | খবর - জুমলাহ্ ফি'ললীয়্যাহ | মুবতাদা – ইসম মাউসুল + সিলা

অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও সাধারণ বিষয় গুলো থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল বিষয়গুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলশ্রুতিতে বিষয়টির উপর **একটি কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকে তৈরি হয়,** যা সমানে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর।

সাধারণ ক্রম হলো প্রথমে শব্দ চেনা তারপর বাক্যাংশ চেনা তারপর সাধারণ বাক্য চেনা তারপর যৌগিক বাক্য চেনা, এরপর এই কাঠামোর উপর ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয়গুলো সংযোজন এবং বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা।

পাঠ্যক্রমটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বেশীর ভাগ উদাহরণ এবং অনুশীলনীতে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য নেয়া হয়েছে কুরআন মজিদ থেকে। ফলে সম্পূর্ণ কোর্সে মূল লক্ষ্য থাকে কুরআন মজিদ।

ক্যারিকুলামটির প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাকরণের কঠিন টার্মগুলো ব্যবহার করা হয় না। মাতৃভাষায় ব্যাকরণিক টার্মগুলোর নামকরণ করা হয় যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। পরবর্তীতে প্রকৃত ব্যাকরণিক টার্মগুলো ক্রমান্বয়ে শেখানো হয়। শব্দের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কুরআনিয় আরবি অভিধানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পাশাপাশি কুরআন মজিদের আয়াতগুলোর ব্যাকরণিক নিয়মগুলোর বিশ্লেষণধর্মী বই –ইরাব বই সিরিজের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে শেখানো হয়, যাতে করে একজন শিক্ষার্থী নিজ থেকে ব্যাকরনিক বিশ্লেষণ গবেষণায় সক্ষম হয়ে উঠেন।

অধ্যায় ২: তিন ধরনের আরবি শব্দ

সব ভাষাতেই আমরা বাক্যের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করি। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হল বর্ণ। বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি হয়, শব্দে শব্দে বাক্যাংশ তৈরি হতে পারে এবং শব্দ ও শব্দাংশ মিলে একটি অর্থবহ বাক্য গঠিত হয়, যার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ সম্পন্ন হয়। যদিও যাত্রাটি শুরু হয় বর্ণ দিয়ে কিন্তু শব্দ গঠনের মাধ্যমে ভাষা বোঝা শুরু হয়। কথ্যভাষায় বর্ণের বিষয়টি থাকে না। শব্দ দিয়েই যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে লিখে রাখার জন্য বর্ণের ব্যবহার হয়ে থাকে। এজন্য একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও সাবলীলভাবে শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য গঠন করতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহ্ মানুষকে শিখিয়েছেন عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ৫৫:৪ তিনি তাকে শিখিয়েছেন সুস্পষ্ট ভাষা। কুরআনের প্রাথমিক সঞ্চালনে বোধগম্য শব্দের মাধ্যমে প্রাথমিক শ্রোতাদের মাতৃভাষায় এটি নাযিল হয়েছিল। ফলে নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা তা সহজেই ধারণ করতে পেরেছিলেন।

বাক্যের মধ্যে অনেক ধরনের শব্দ থাকে যা পরস্পরের সাথে মানানসই ভাবে বসে একটি অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে। বাংলা ভাষায় শব্দের পদ প্রকরণ ৫ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়া। ইংরেজি শব্দের প্রকরণ হলো ৮ প্রকার (noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection.)। আরবিতে শব্দগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়: ইসম, ফি'ল এবং হরফ। বাংলা ভাষায় শব্দের প্রকরণের সাথে তুলনা করলে বলা যায় যে, ইসম হলো বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম ; ফি'ল হলো ক্রিয়ার মতো এবং হরফ হলো অব্যায় এর মতো। হুবহু এক নয়, কাছাকাছি। এই তিন ধরনের শব্দকে সুনির্দিষ্টভাবে চিনতে হবে, যাতে করে এদের মধ্যে মানানসই সম্পর্ক তৈরির ব্যাকরনিক নিয়মগুলো শেখা যায়।

বাংলা এবং ইংরেজি বচন দুই রকম – একবচন ও বহুবচন। কিন্তু আরবিতে বচন তিন রকম – একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন। বাংলা এবং ইংরেজিতে লিংগ তিন রকম – পুংলিংগ (Masculine), স্ত্রী লিংগ (Feminine) এবং ক্লীবলিঙ্গ (Neuter & Common Gender) । কিন্তু আরবিতে লিংগ দুই রকম – পুংলিংগ এবং স্ত্রী লিংগ, আরবিতে ক্লীবলিঙ্গ নেই। প্রতিটি শব্দ হয় পুংলিংগ অথবা স্ত্রী লিংগ।

তিন ধরনের আরবি শব্দের সংজ্ঞা

১) ইসম اِسْمٌ : কোনো ব্যক্তি বা স্থান বা জিনিস বা ধারণার নাম বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ এবং আরো কিছু।

২) ফি'ল فِعْلٌ : একটি শব্দ যা সময়ের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ যার একটি কাল (অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ) আছে।

৩) হরফ حَرْفٌ : একটি শব্দ যা কোনো সম্পূর্ন অর্থ বহন করে না যতক্ষণ না তার সাথে অন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ইসম –এর কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

- **ব্যক্তির নামগুলো ইসম।** নামগুলো প্রপার নেইম অথবা কমন নেইম হতে পারে যেমন: প্রপার নেইম: মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্, মারিয়াম ইত্যাদি ; কমন নেইম: শিক্ষক, লেখক, চালক, যাত্রী, চিকিৎসক ইত্যাদি ।
- **জায়গার নামগুলো ইসম।** এখানেও প্রপার এবং কমন নেইম হতে পারে। যেমন: প্রপার নেইম: বাংলাদেশ, ঢাকা, মক্কা, মদিনা, মিশর ইত্যাদি। কমন নেইম: বিদ্যালয়, হাসপাতাল, দোকান, সুপার শপ ইত্যাদি।
- **বস্তুর নামগুলো ইসম,** বস্তু হল এমন কিছু যা স্পর্শ করা যায়। যেমন- বই, কলম, ক্যামেরা, টেবিল ইত্যাদি।
- **আইডিয়া বা ধারণাগুলো ইসম।** এগুলোকে স্পর্শ করা যায় না কিন্তু বোঝা যায়, উপলব্ধি করা যায়। যেমন: শিক্ষা, ন্যায়বিচার, কর্তৃপক্ষ, স্বাধীনতা, আনন্দ, খুশী ইত্যাদি।
- **আরবিতে বিশেষণগুলোকে ইসম** হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষণ হল এমন একটি শব্দ যা বিশেষ্যের গুণ বর্ণনা করে। যেমন: লম্বা, খাঁটো, আনন্দদায়ক, হতাশাময়, জ্ঞানী, মূর্খ ইত্যাদি।
- **আরবিতে ক্রিয়া বিশেষণগুলোকে ইসম** বলা হয়। এই শব্দগুলো ক্রিয়ার গুণ বর্ণনা করে অর্থাৎ বর্ণনা করে ক্রিয়াটি কিভাবে সম্পাদিত হয়েছে বা হচ্ছে । যেমন: আস্তে আস্তে, দ্রুত, আলতোভাবে ইত্যাদি।
- আরবিতে এর বাইরে আরো কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলোকে ইসম হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেমন **সর্বনামসমূহ**। এগুলো পরবর্তীতে আলোচিত হবে ইন-শায়া-আল্লাহ্।

ফি'ল –এর কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

ফি'ল হল এমন একটি শব্দ যার "কাল" রয়েছে, অর্থাৎ যা সময়ের সাথে সম্পর্কিত। একটি ফি'ল হতে পারে অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কাল সম্পন্ন।

অতীতকাল ফি'ল-এর উদাহরণ: সে থেমেছিল, সে প্রদান করেছিল। কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, এটি এমন একটি বিষয় যা অতীতকালে সম্পন্ন হয়েছিল।

বর্তমানকাল ফি'ল- এর উদাহরণ: সে খুঁজছে, সে পড়ছে। কাজটি চলমান রয়েছে, যা বর্তমানে চলছে এবং এখনো শেষ হয়নি।

ভবিষ্যৎ কাল ফি'ল-এর উদাহরণ: সে সফলতা লাভ করবে, সে এটি ছেড়ে দেবে। কাজটি এখনো শুরু হয়নি, ভবিষ্যতে শুরু হবে।

একটি শব্দ ফি'ল কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য উক্ত শব্দের আগে "আমি" বা "তুমি" বা "সে" বসিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি অর্থবহ কিছু বোঝায় তাহলে সেটা ফি'ল, নাহলে নয়। যেমন "শিখেছিল" শব্দটির আগে "সে" লিখলে অর্থবহ হয় " সে লিখেছিল"। ফলে এটি একটি ফি'ল শব্দ। এখন "শিক্ষা" শব্দটি পরীক্ষা করা যাক। "আমি শিক্ষা" বা "তুমি শিক্ষা" বা " সে শিক্ষা" গঠনগুলো অর্থবহ কিছু নির্দেশ করে না। ফলে "শিক্ষা" শব্দটি ফি'ল শব্দ নয়।

হরফ –এর কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

আরবিতে হরফ হল এমন একটি শব্দ যা কোনো সম্পূর্ন অর্থ বহন করে না যতক্ষণ না তারপরে অন্য একটি শব্দ (ইসম বা ফি'ল) ব্যবহৃত হয়। হরফের আরেকটি সংজ্ঞা হল - যে শব্দগুলো ইসম বা ফি'ল নয় সেগুলো হরফ। বাংলায় হরফটি সাধারণত শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়ে অর্থবোধক হয়ে উঠে। যেমন মসজিদের দিকে। এখানে "দিকে" শব্দটি হলো হরফ। আরবিতে এটি হবে إلى المسجد , যেখানে إلى হলো হরফ, যা বসেছে শব্দের المسجد আগে।

হরফ শব্দের উদাহরণ: প্রতি, হতে, মধ্যে, সাথে, যতক্ষণ, যদি ইত্যাদি।

উদাহরণ স্বরূপ: "আমি হতে এসেছি" একটি অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। এখানে "হতে" শব্দটি হরফ। এই শব্দটির আগে একটি ইসম বা ফি'ল বসালে অভিব্যক্তিটি সম্পূর্ন হবে - "আমি মসজিদ হতে এসেছি।

অনুশীলন ২.১ : নিচের টেবিল এবং পরের প্যারাগ্রাফটিতে শব্দগুলো সনাক্ত করুন, কোনটি ইসম বা ফি'ল বা হরফ

টেবিল	আবৃত্তি	বিড়াল	উচ্চস্বরে	কেক
চট্টগ্রাম	শিক্ষিত	শান্তি	লম্বা	দেশ
লাফ দেয়া	স্বৈরাচার	ঘুমিয়েছিল	ভালোভাবে	দ্রুত
হতে	দয়ালু	স্বাধীনতা	লাল	গ্রাম
উপর	শিক্ষা	মক্কা	মা	মালয়েশিয়া
একটি	ইসলাম	ছাত্র	বাড়ী	ভিতরে
এখানে	অত্যাচারী	টাইপিং	হাসি	রিক্সা

আমরা অতিথিকে রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা তাড়াতাড়ি পৌঁছেছে। আমি আমার ছেলেকে তাদের ফল এবং পানীয় দেওয়ার জন্য বলেছিলাম এবং আমি তাড়াতাড়ি চুলায় মুরগি রান্না বসিয়েছিলাম। সে সাদা কার্পেটের উপর ট্রে ফেলে দিয়েছিলেন এবং পানীয়গুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। অতিথিরা আজ আবার এসেছেন। আমি এবার তাকে ট্রে সাবধানে বহন করার জন্য মনে করিয়ে দেব।

অধ্যায় ৩: ইসম অধ্যয়ন - পর্ব:১

তিন ধরনের শব্দের মধ্যে আমরা প্রথমে ইসম চেনার চেষ্টা করবো। স্মরণ করুন ইসম হতে পারে ব্যক্তির, স্থানের, জিনিসের, ধারণার নাম, এছাড়া বিশেষ্যের বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ এবং সর্বনাম ইসম এর সংজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত, এর বাইরে আরো কিছু ধরনের শব্দ আছে যা ইসম এর সংজ্ঞার মধ্য পড়ে।

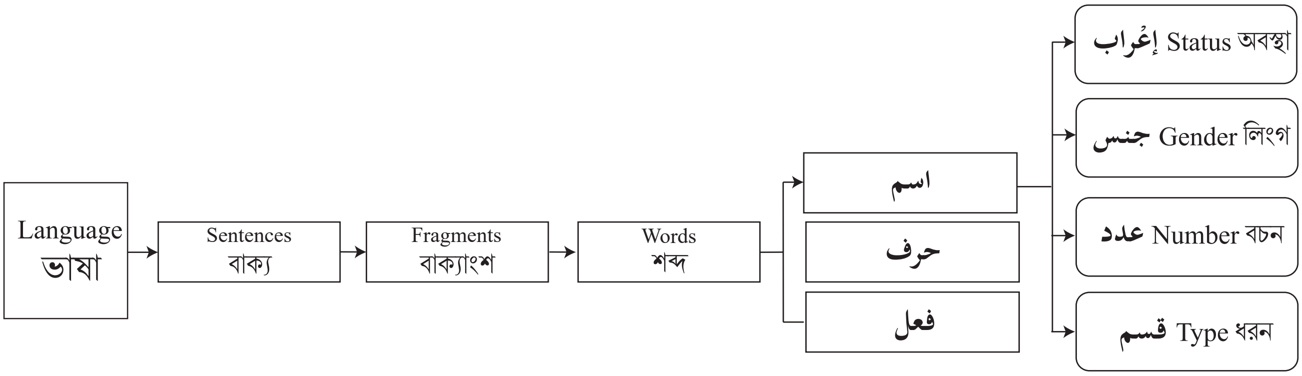

৩.১ ইসম এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসম এর চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: (১) অবস্থা [Status] { إِعْرابٌ} (২) লিংগ [Gender]{ جِنْسٌ } (৩) বচন [Number]{عَدَدٌ } (৪) ধরন [Type]{قِسْمٌ } । যখনই আমরা কোনো একটি ইসম দেখবো, এই চারটি বৈশিষ্ট সনাক্ত করতে হবে।

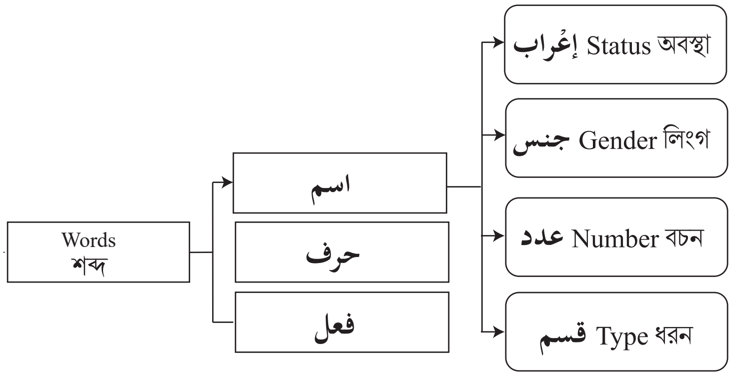

৩.১.১ অবস্থা [Status] { إِعْرابٌ}

প্রথমে আমরা আলোচনা করবো ইসম এর "অবস্থা [Status]" নিয়ে। বাংলা ব্যাকরণে বিষয়টিকে "কারক"এবং ইংরেজী ব্যাকরণে "Case" বলা যেতে পারে, তবে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। **ইসম এর অবস্থার** চারটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়:

(১) অবস্থার প্রকার বা ফর্মসমূহ (Form: Rafa, Nasb, Jar)

(২) কিভাবে অবস্থা বলতে হয় (How to tell status)

(৩) ভারী বনাম হালকা (Heavy vs Light)

(৪) নমনীয়তা (Flexibility: Full, Non & Partly)

৩.১.১.১ অবস্থার প্রকরণ বা ফর্মসমূহ [Form: Rafa, Naseb, Jar]

ইসম মূলতঃ তিনটি অবস্থায় বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে : কর্তা বা কর্ম বা সম্পর্ক। এই অবস্থাগুলোকে বাংলা ব্যাকরণে "কারক" এবং ইংরেজি ব্যাকরণে "Case" বলা হয়।

কর্তা - যিনি কাজটি করেন; কর্তা কে আমরা বলবো “রফা” [Subject] { مَرْفُوع / رَفع } ।
কর্ম - কাজের বিস্তারিত বর্ণনা; কর্ম কে বলবো “নছব” [Object] { مَنْصُوب / نَصب } ।
সম্পর্ক হলো ইসমগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকলে তার চিহ্ন ; সম্পর্ককে বলব “জার” [Possessive] { مَجْرور / جَرّ } ।

প্রথম স্ট্যাটাস : কর্তা – রফা رَفْعٌ

কর্তা কাজটি করে থাকে। নিচের উদাহরণটি দেখা যাক:

আমি খুব বেশী মিষ্টি খেয়েছি।

এখানে কাজটি হল “খাওয়া”। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, কে খাচ্ছিল। এখানে যিনি কথা বলছেন তিনি , “আমি” কাজটি করেছিলেন। ফলে এই বাক্যে “আমি” হবে কর্তা।

আমার দাঁত ব্যাথা করছে।

এখানে কাজটি হল “ব্যাথা করা”। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, কে ব্যাথা করছিল। এটি হল দাঁত। এই বাক্যে “দাঁত” হল কর্তা।

দন্ত চিকিৎসক আমাকে চিকিৎসা দিলেন।

এখানে কাজটি হল চিকিৎসা দেয়া। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, কে চিকিৎসা দিয়েছে। তিনি হলেন দন্ত চিকিৎসক। এই বাক্যে “দন্ত চিকিৎসক” হলেন কর্তা।

কোন একটি বাক্যে কর্তা কে তা বের করতে নিচের দুটি ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. কাজটি সনাক্ত করুন।
২. নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, “ কে কাজটি করছে?”

লক্ষ্য করুন যে, নন-হিউম্যান বিষয় বাক্যে কর্তা হতে পারে। যেমন উপরের একটি বাক্যে “দাঁত” ছিল নন-হিউম্যান শব্দ কিন্তু বাক্যে সেটি কর্তা হয়েছিল।

রফা-কে ডিফল্ট স্ট্যাটাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্য স্ট্যাটাসে ইসমটিকে বিবেচনা করতে হলে কোনো একটি কারণ প্রয়োজন হবে। যদি সে রকম কোনো কারণ পাওয়া না যায় তবে ইসমটিকে রফা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

বাক্যে কর্তা সবসময় رَفْعٌ স্ট্যাটাসে থাকবে। আপনি যেভাবে বলবেন “رَفْعٌ স্ট্যাটাসে রয়েছে” অথবা বলতে পারেন শব্দটি মারফু। আরবিতে এটির পূর্ণ নাম হচ্ছে মারফু مَرْفُوعٌ – টার্ম টি মুখস্থ করুন।

দ্বিতীয় স্ট্যাটাস : কর্ম (বিস্তারিত)– নছব نَصْبٌ

কর্ম বা বিস্তারিত কাজের অতিরিক্ত তথ্যগুলো নির্দেশ করে। কোন একটি বাক্যে “কর্ম বা বিস্তারিত” –কে সনাক্ত করতে নিচের দুটি ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে :

১) কাজটি এবং কর্তাকে সনাক্ত করুন।
২) এই দুটি বাদে বাক্যের বাকী সব কর্ম বা বিস্তারিত।

<u>মুহাম্মদ</u> <u>গতকাল</u> <u>বাড়ীতে</u> <u>আনন্দ সহকারে</u> <u>মিষ্টি</u> <u>খেয়েছিল</u> <u>কারণ সে ক্ষুধার্ত ছিল</u>।

কর্তা কর্ম কর্ম কর্ম কর্ম ক্রিয়া কর্ম

কর্ম বা বিস্তারিত সবসময় نَصْبٌ স্ট্যাটাসে থাকে। আপনি যেভাবে বলবেন “نَصْبٌ স্ট্যাটাসে রয়েছে” অথবা বলতে পারেন শব্দটি নছব । আরবিতে এটির পূর্ণ নাম হচ্ছে মানছুব مَنْصُوبٌ – টার্ম টি মুখস্থ করুন।

তৃতীয় স্ট্যাটাস : সম্পর্ক – জার جَرٌّ

সাধারণত মালিকানার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে শব্দটি মালিক হয় সেটি জার হয়। যেমন “আল্লাহ-এর ঘর”। এখানে “আল্লাহ্” এবং “ঘর” দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণিত হচ্ছে যেখানে “আল্লাহ্” শব্দটি “ঘর” শব্দটির মালিক। ফলে এখানে “আল্লাহ্” শব্দটি জার স্ট্যাটাসের

হবে। ফলে দেখা যাচ্ছে "এর"-এর আগের শব্দটি জার হবে। যেমন, রাজার পরামর্শক। রাজার = রাজা +এর। এখানে রাজা শব্দটি জার স্ট্যাটাসে রয়েছে। যখনই মালিকানা নির্দেশক সর্বনাম (আমার, আমাদের, তোমার, তোমাদের, তার, তাদের) কোন শব্দের সাথে যুক্ত হবে তখন উক্ত শব্দটি জার স্ট্যাটাসে হবে। যেমন আমার গাড়ী, তোমার বাড়ী, তার সাইকেল –এই উদাহরণগুলোতে গাড়ী, বাড়ী এবং সাইকেল জার স্ট্যাটাসে রয়েছে।

সম্পর্ক সবসময় جَرٌّ স্ট্যাটাসে থাকে। আপনি যেভাবে বলবেন "جَرٌّ স্ট্যাটাসে রয়েছে" অথবা বলতে পারেন শব্দটি মাজরুর। আরবিতে এটির পূর্ণ নাম হচ্ছে মাজরুর مَجْرُورٌ – টার্ম টি মুখস্থ করুন।

নিচের উদাহরণ গুলো লক্ষ্য করুন:

রা ন
একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেন।

জা রা ন
তার একজন ছাত্র গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল।

রা ন
শিক্ষকটি একটি পেনসিল ছুঁড়ে মারলেন।

জা রা ন
শিক্ষকটির ছাত্র হঠাৎ জেগে উঠলো।

বাক্যের ক্রিয়া বা কাজটিকে সনাক্ত করে কর্তার জন্য এবং কর্মের জন্য আলাদা প্রশ্ন করতে হবে। নিচের উদাহরণ গুলো লক্ষ্য করি :

আল্লাহ্ আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

কে সৃষ্টি করেছেন: আল্লাহ্
কি সৃষ্টি করা হয়েছিল: আকাশসমূহ

আমি গতকাল বাইরে দ্রুত জুস পান করেছিলাম।

কে পান করেছিল: আমি
কি পান করেছিলাম: জুস
কখন পান করেছিলাম: গতকাল
কিভাবে পান করেছিলাম: দ্রুত
কোথায় পান করেছিলাম: বাইরে

রাসুল (সাঃ) আমাদের ইসলাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কে শিক্ষা দিয়েছিলেন: রাসুল (সাঃ)
কাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন: আমাদের
কি শিক্ষা দিয়েছিলেন: ইসলাম

জার: সম্পর্ক নির্দেশ করে

আল্লাহ্'র ঘর House of Allah/Allah's House
আল্লাহ্'র রাসুল Rosul of Allah
আমার কলম, তোমার কলম
নাবীল এর বাড়ী Nabeel's House / House of Nabeel
নাজীব এর গাড়ী Nazeeb's Car / Car of Nazeeb

কুরআন থেকে উদাহরণ:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① ২৩:০১ মুমিনরা অবশ্য সাফল্যলাভ করেই চলছে,

ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ২:১২৪ ইব্রাহীমকে তাঁর প্রভু পরীক্ষা করলেন

وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ ২:২৫১ আর দাউদ হত্যা করলেন জালুতকে

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ৩৫:২৮ জ্ঞানীরাই কেবল আল্লাহ্ কে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে।

অনুশীলন ৩.১ : তিন ধরনের অবস্থা। নিচের বাক্য গুলোতে রফা, নছব এবং জার সনাক্ত করুন:

১) আমার শিক্ষক নিয়মিত চকলেট দুধ পান করেন।

২) তিনি সবজি বা ফল পছন্দ করেন না।

৩) তিনি চকলেট দুধ উৎসাহ সহকারে কিনে থাকেন।

৪) তিনি জানেন যে, তার সন্তানরা এটি পছন্দ করে, কিন্তু তিনি তা বুঝতে দেন না।

৫) আমার শিক্ষক মজার ভাপা পিঠাও পছন্দ করেন।

৬) তাঁর ছাত্ররাও ভাপা পিঠা পছন্দ করে।

৭) তিনি মাঝেমাঝে তাঁর ক্লাশের জন্য ভাপা পিঠা কিনে থাকেন।

৮) আমার শিক্ষক প্রায়ই তাঁর মোবাইল ফোনটি হারিয়ে ফেলেন।

৯) আমার শিক্ষক ধৈর্য্য সহকারে কঠিন বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেন।

১০) আল্লাহ্ সুবহানাহুয়াতায়ালা তাঁকে ক্ষমা করুন।

১১) আমি কুরআন পড়ছি। উস্তাদ আমাকে সাহায্য করছেন। তিনি আমার ভুলগুলো সংশোধন করে দিচ্ছেন।

৩.১.১.২ কিভাবে অবস্থা/হাল/ Status বলতে হবে?

ইসম এর তিনটি অবস্থা কিভাবে বলতে হবে এখন তা আলোচনা করা হবে। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ্য করি:

১. **আমি** খুব বেশী মাত্রায় চকলেট মিল্ক খাচ্ছিলাম।
২. **আমার** দাঁতগুলো ব্যাথা করছিল।
৩. **আমার** দাঁতের ডাক্তার আমাকে রুট ক্যানেল চিকিৎসা দিলেন।

উপরের তিনটি বাক্যে আমার ছবিটি বসালে বাক্যের অর্থ বুঝতে অসুবিধা হতো না।

বাক্যেগুলোতে ছবির পরিবর্তে যখন শব্দ ব্যবহার করা হলো তখন কখনো আমি, কখনো আমার এবং কখনো আমাকে ব্যবহার করা হল। কর্তা হলে "আমি", কর্ম হলে "আমাকে" এবং সমন্ধ হলে "আমার" শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বনামের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বিশেষ্যের ক্ষেত্রে নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করি।

নাজীব নাবিলকে ধাক্কা দিয়েছিল।

বাংলায় কর্ম শব্দটির সাথে "কে" যুক্ত করে কর্মকে নির্দেশ করা হয়। ইংরেজী বাক্যে শব্দটির অবস্থানের উপর এর স্ট্যাটাস নির্ভর করে। শব্দের ক্রম পরিবর্তন করলে কর্তা কর্ম পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন Nazeeb pushed Nabeel অর্থ নাজীব নাবীলকে ধাক্কা দিয়েছিল। ক্রিয়ার আগে পিছনে নামগুলোর ক্রম পরিবর্তন করলে অর্থ উল্টে যায় যেমন Nabeel pushed Nazeeb অর্থ নাবীল নাজীবকে ধাক্কা দিয়েছিল।

আরবিতে বাক্যে শব্দের অবস্থান কর্তা-কর্ম নির্দেশ করে না। কর্তার অবস্থা হবে রফা, সেটি বাক্যের যে অবস্থানেই থাক না কেন। একই-

ভাবে কর্মের অবস্থা হবে নছব। বাক্যে শব্দের অবস্থান পরিবর্তনে এর স্ট্যাটাসের পরিবর্তন হয় না বরং শব্দের শেষাংশের পরিবর্তনে এর স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয়। আরবি শব্দের শেষাংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শব্দের শেষাংশ দেখে শব্দটির বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। যেমন:

سَاعَدَ الْمُدَرِّسُوْنَ الطَّالِبَ শিক্ষকরা ছাত্রটিকে সাহায্য করেছিল।

سَاعَدَ الْمُدَرِّسِيْنَ الطَّالِبُ ছাত্রটি শিক্ষকদের কে সাহায্য করেছিল।

৩.১.১.৩ মুসলিমুন ছক: মুসলিম শব্দ দিয়ে ইসম এর স্ট্যাটাস নির্ধারণী মডেল ছক

পুরুষবাচক Masculine			অবস্থা/কারক Status/Case	স্ত্রীবাচক Feminine			ভগ্ন বহুবচন BrokenPlural		
বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন		বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
مُسْلِمُوْنَ মুসলমিগণ	مُسْلِمَانِ দুইজন মুসলমি	مُسْلِمٌ একজন মুসলমি	رَفعٌ কর্তৃকারক	مُسْلِمَاتٌ মুসলমিাহ-গণ	مُسْلِمَتَانِ দুইজন মুসলমিাহ	مُسْلِمَةٌ একজন মুসলমিাহ	أَقْلامٌ	قَلَمانِ	قَلَمٌ
مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদের-কে	مُسْلِمَيْنِ দুইজন মুসলিম-দের-কে	مُسْلِماً একজন মুসলিমকে	نَصْب কর্মকারক	مُسْلِمَاتٍ মুসলিমাহদের-কে	مُسْلِمَتَيْنِ দুইজন মুসলিমাহদের-কে	مُسْلِمَةً একজন মুসলিমাহকে	أَقْلامً	قَلَمَيْنِ	قَلَمًا
مُسْلِمِيْنَ মুসলিমদের	مُسْلِمَيْنِ দুইজন মুসলিমদের	مُسْلِمٍ একজন মুসলিম-এর	جَرّ সমন্ধ কারক	مُسْلِمَاتٍ মুসলিমাহদের	مُسْلِمَتَيْنِ দুইজন মুসলিমাহদের	مُسْلِمَةٍ একজন মুসলিমাহ্-এর	أَقْلامٍ	قَلَمَيْنِ	قَلَمٍ

উপরের ছকের তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমটি পুরুষবাচক মুসলিম মডেল ছক যা মুসলিম শব্দটি বচন, লিংগ এবং কারকভেদে যে রূপগুলো নিতে পারে তা বর্ণনা করেছে। দ্বিতীয় ছকটি হল প্রথম ছকটির স্ত্রীবাচক ভার্সন। তৃতীয় ছকটি ভগ্ন বহুবচন ছক।

পুরুষবাচক মুসলিমুন ছকটির গঠন:

একজন পুরুষ মুসলিম এর আরবি হল مُسْلِم। মুসলিম শব্দটির শেষে বর্ণের উপর তানওয়িন নির্দেশ করে যে এটি একজন বা একবচন। এই তানওয়িন যদি দুটি পেশ/দাম্মাহ্ হয় (مُسْلِمٌ) তবে এটি রফা স্ট্যাটাসে রয়েছে, দুই যবর/ফাত্হা নছব (مُسْلِماً) এবং দুটি যের/কছরা জার (مُسْلِمٍ) স্ট্যাটাস নির্দেশ করে। এখানে লক্ষ্য করুন যে, দুটি ফাত্হার পর একটি আলিফ রয়েছে যা লেখার রীতি অনুসারে দুই ফাত্হার সাথে লিখতে হয়, শুধু হামজা “ ء ” এবং গোল “ তা ” “ ة ” এর ক্ষেত্রে লিখতে হয় না। কোন কারণে দুই ফাত্হার স্থলে একটি ফাত্হা লিখতে হলে এই অতিরিক্ত আলিফ চলে যাবে (مُسْلِمَ)।

مُسْلِم শব্দটিকে দ্বিবচন করতে হলে শব্দটির শেষ বর্ণের উপর ফাতহা দিতে হবে। অতঃপর উক্ত ফাতহা সম্পন্ন শেষ বর্ণের পর রফা স্ট্যাটাসের জন্য “ انِ ”এবং নছব ও জার স্ট্যাটাসের জন্য “يْنِ ” যুক্ত করতে হবে। দ্বিবচন রফা - مُسْلِمَانِ; নছব/জার – مُسْلِمَيْنِ। এখানে নছব এবং জার একই শব্দ নির্দেশ করে। কখন নছব হবে এবং কখন জার হবে তা পরবর্তী পাঠসমূহের পর এক পর্যায় সহজে বোঝা যাবে ইন্ শায়া আল্লাহ্।

مُسْلِم শব্দটিকে বহুবচন করতে হলে শব্দটির শেষ বর্ণের উপর প্রথমে দাম্মাহ যুক্ত করে রফা স্ট্যাটাসের জন্য “ وْنَ ” যুক্ত করতে হবে। এখানেও নছব এবং জার এর ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। বহুবচন নছব/জার শব্দটি তৈরি করতে মূল শব্দের শেষ বর্ণের নিচে কাসরা যুক্ত করে “يْنَ ” যুক্ত করতে হবে। বহুবচন রফা - مُسْلِمُوْنَ; নছব/জার – مُسْلِمِيْنَ।

স্ত্রীবাচক মুসলিমুন ছকটির গঠন:

مُسْلِم শব্দটিকে স্ত্রীবাচক করতে হলে শেষ বর্ণের উপর ফাতহা দিয়ে “ ة ” যুক্ত করতে হয়। এবার উক্ত “ ة ” এর উপর রফার জন্য দুটি দাম্মাহ্, নসবের জন্য দুটি ফাত্হা এবং জারের জন্য দুটি কাছরা যুক্ত করে একবচন স্ত্রীবাচক শব্দগুলো গঠন করা যাবে।

একবচন স্ত্রীবাচক শব্দটিকে দ্বিবচন করতে “ ة ”-কে শেষ বর্ণ বিবেচনা করে পুরুষবাচক শব্দের দ্বিবচন করার পদ্ধতি অনুসরণ করলেই বিভিন্ন কারকে দ্বিবচন শব্দগুলো তৈরি হয়ে যাবে। এখন শেষাংশ (انِ বা يْنِ) যুক্ত করার জন্য “ ة ”-কে খোলা “তা”-এ রূপান্তরিত করে পরবর্তী বর্ণদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে লিখতে হবে। ফলে দ্বিবচন গঠনের জন্য দেখা যাচ্ছে মূল مُسْلِم শব্দটির শেষ বর্ণে ফাত্হা দিয়ে

রফার জন্য " تَانِ " এবং নছব/জার-এর জন্য "تَيْنِ" শেষাংশ যুক্ত করা হল। দ্বিবচন রফা - مُسْلِمَتَانِ; নছব/জার – مُسْلِمَتَيْنِ।

স্ত্রীবাচক বহুবচন শব্দ গঠনের জন্য মূল مُسْلِم শব্দটির শেষ বর্ণে ফাত্‌হা দিয়ে রফার জন্য " اتٌ " এবং নছব/জার-এর জন্য "اتٍ" শেষাংশ যুক্ত করা হয়। বহুবচন রফা - مُسْلِمَاتٌ; নছব/জার – مُسْلِمَاتٍ।

ভগ্ন বহুবচন ছক:

এই ছকের একবচন এবং দ্বিবচন শব্দগুলো মুসলিম ছকের নিয়ম অনুসরণ করে কিন্তু বহুবচন শব্দগুলো অনেক ধরনের নিয়ম অনুসরণ করতে পারে। এখানে শুধু একটি নিয়ম দেখানো হল। ভগ্ন বহুবচন শব্দগুলো আলাদাভাবে অধ্যয়ন করতে হয়, যা পরবর্তীতে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে ইন-শায়া-আল্লাহ্।

মুসলিমুন ছকটি একটি মডেল ছক। এই ছকের নিয়ম অনুসারে সাধারণ ইসমের বিভিন্ন বচন, লিংগ এবং কারকের শব্দগুলো গঠন করা যায় বা এই ছক অনুসরণ করে সাধারণ ইসমের ৪টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ৩টি বৈশিষ্ট্য (স্ট্যাটাস/কারক, বচন, লিংগ) বলে দেয়া যায়।

মুসলিমুন ছকটিকে "صَالِحٌ " শব্দটি বসালে ছকটি হবে:

পুরুষবাচক Masculine			অবস্থা/কারক Status/Case	স্ত্রীবাচক Feminine		
বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন		বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
صَالِحُوْنَ	صَالِحَانِ	صَالِحٌ	رفع কর্তৃকারক	صَالِحَاتٌ	صَالِحَتَانِ	صَالِحَةٌ
صَالِحِينَ	صَالِحَينِ	صَالِحاً	نَصْب কর্মকারক	صَالِحَاتٍ	صَالِحَتَينِ	صَالِحَةً
صَالِحِينَ	صَالِحَينِ	صَالِحٍ	جَرّ সমন্ধ কারক	صَالِحَاتٍ	صَالِحَتَينِ	صَالِحَةٍ

نَاصِرٌ ، مُسَبِّحٌ ، مُجَاهِدٌ ، مُتَدَبِّرٌ ، مُنْقَلِبٌ ، مُخْتَلِفٌ ، مُسْتَغْفِرٌ শব্দগুলো ব্যবহার করে উপরে ছকটি লিখে অনুশীলন করুন।

অনুশীলন ৩.২: মুসলিমুন ছকের আলোকে খালি ঘরগুলো পূরণ করুন

স্ত্রী বাচক (বহুবচন কর্ম/সমন্ধ)	স্ত্রী বাচক (বহুবচন কর্তা)	স্ত্রী বাচক (এক বচন)	পুরুষ বাচক (এক বচন)	পুরুষ বাচক (বহুবচন কর্তা)	পুরুষ বাচক (বহুবচন কর্ম/সমন্ধ)
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمٌ	مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمِيْنَ
مُؤْمِنَاتٍ	مُؤْمِنَاتٌ	مُؤْمِنَةٌ	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنُوْنَ	مُؤْمِنِيْنَ
قَانِتَاتٍ					قَانِتِينَ
صَادِقَاتٍ					صَادِقِينَ
Feminine Plural Accusative	Feminine Plural Nominative	Feminine Single	Masculine Single	Masculine Plural Nominative	Masculine Plural Accusative

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ (৩৩:৩৫) وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ)
اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

অনুশীলন ৩.৩ : নিচের ছকে মুসলিম শব্দটির স্ট্যাটাস সনাক্ত করুন এবং আরবিতে কি লিখতে হবে তা লিখুন, একটি উদাহরণ করে দেয়া আছে :

একজন মুসলিম মহিলা ভ্রমণ করেছিল। A Muslim woman travelled.	R/ N / J	مُسلِمَةٌ
একজন মুসলিম-এর ধর্ম হলো ইসলাম। The religion of a Muslim is Islam.	R/ N / J	
একজন মুসলিম মহিলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। I met a Muslim woman.	R/ N / J	
মুসলিমদের ধর্ম হলো ইসলাম। The religion of Muslims is Islam.	R/ N / J	
দুইজন মুসলিম ভ্রমণ করেছিল। Two Muslims travelled.	R/ N / J	
মুসলিমগণ ভ্রমণ করেছিল। Muslims travelled.	R/ N / J	
একজন মুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। I met a Muslim	R/ N / J	
দুইজন মুসলিমদের ধর্ম হলো ইসলাম। The religion of two Muslims is Islam.	R/ N / J	
মুসলিমদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। I met Muslims.	R/ N / J	
একজন মুসলিম মহিলার বাড়ীটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। The house of a Muslim woman is clean.	R/ N / J	

৩.১.১.৪ ভারী বনাম হালকা

সাধারণ ভাবে ইসম ভারী। সাধারণ ইসম এর শেষে একটি নুন প্রকাশ্যে অথবা তানওয়িনের মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় থাকে। উপরে বর্ণিত মুসলিম চার্টের সবগুলো শব্দ ভারী। একটি ইসম কে ভারী থেকে হালকা করতে হলে এর শেষের নুন টি অপসারণ করতে হয়। এটি করতে হলে তানওয়িন সম্বলিত শব্দগুলোতে তানওয়িনের পরিবর্তে একটি হরকত করে দিতে হয় এবং অন্যান্যগুলো'র শেষের নুন টি বাদ দিতে হ য়।

এখানে উল্লেখ্য যে "আল" তানওয়িন পছন্দ করে না (অর্থাৎ আল যুক্ত হলে তানওয়িনের দুটি হরকত একটি হয়ে যায়)। কিন্তু একটি আল সম্পন্ন ইসমকে হালকা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ফলে "আল" সম্পন্ন ইসম কে হালকা বা ভারী কোনটাই বলা যাবে না। এখানে আমরা একে বলব "প্রযোজ্য নয়"।

মুসলিমুন ছকটির হালকা ভার্সন নিম্নরূপ:

পুরুষবাচক Masculine			অবস্থা/কারক Status/Case	স্ত্রীবাচক Feminine			ভগ্ন বহুবচন BrokenPlural		
বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন		বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
مُسلِمُو	مُسلِمَا	مُسلِمُ	رَفع কর্তৃকারক	مُسلِمَاتُ	مُسلِمَتَا	مُسلِمَةُ	أَقْلامُ	قَلَما	قَلَمُ
مُسلِمِي	مُسلِمَي	مُسلِمَ	نَصب কর্মকারক	مُسلِمَاتِ	مُسلِمَتَي	مُسلِمَةَ	أَقْلامَ	قَلَمَي	قَلَمَ
مُسلِمِي	مُسلِمَي	مُسلِمِ	جَرّ সমন্ধ কারক	مُسلِمَاتِ	مُسلِمَتَي	مُسلِمَةِ	أَقْلامِ	قَلَمَي	قَلَمِ

অনুশীলন ৩.৪: নিচের শব্দগুলোর মধ্যে ভারী **(ভা)** এবং হালকা **(হা)** শব্দগুলো সনাক্ত করুন, যেগুলো ভারী বা হালকা নয় সেগুলোকে অপ্রযোজ্য (অপ্র) লিখুন:

১. مُعَلِّمِيْ	২. طَالِبَاتٌ	৩. قَمِيصُ	৪. عَيْنَا	৫. كَلِمَاتِ
৬. سَفِيْنَةِ	৭. رُسُلاً	৮. رَسُولا	৯. اَلْبَنُونَ	১০. قَوْلًا
১১. قُلُوْبِ	১২. نِسَاءُ	১৩. أَسَاطِيْرُ	১৪. مُخْتَلِفُونَ	১৫. جَهَنَّمَ
১৬. حَدَائِقَ	১৭. كَوَاعِبَ	১৮. لَغْوًا	১৯. اَلنَّاشِطَاتِ	২০. حَدِايثُ
২১. لِعِبْرَةً	২২ اَلْمُتَنَافِسُونَ	২৩. ظَالِمِيْ	২৪. ثُلُثَا	২৫. ذِرَاعِيْ

৩.১.১.৫ ইসমের অবস্থা বা স্ট্যাটাস নিরুপনের প্রাথমিক পদ্ধতি

ইসমের অবস্থা বা স্ট্যাটাস হিসেবে রফা, নছব এবং জার চিহ্নিত করার একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে। তা হলো, যদি ইসমের শেষে দাম্মাহ বা পেশ থাকে তাহলে সেটি রফা, যদি ফাতহা বা যবর থাকে তাহলে সেটি নছব এবং যদি থাকে কাসরা বা যের তাহলে সেটি জার। কিন্তু মুসলিমুন চার্টে এটি শুধু একবচন এবং ভগ্ন বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। দ্বি-বচন বা সাধারণ বহুবচনের শব্দগুলোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। ভারী চার্টে দ্বি-বচন শব্দগুলোর শেষে কাসরা বা যের রয়েছে এবং এই অবস্থায় তারা রফা, নছব এবং জার নির্দেশ করছে। বহুবচনের শব্দগুলোর শেষে রয়েছে ফাতহা বা যবর। মুসলিমুন চার্টের হালকা ভার্সনে দেখা যাচ্ছে দ্বি-বচন ও বহু বচন শব্দগু-লোর শেষে সুকুন বা যজম রয়েছে। এই দ্বন্দকে কিভাবে সমাধান করে ইসমের স্ট্যাটাস নির্ধারণ করা যায় সেই পদ্ধতিটি লক্ষ্য করুন।

প্রথমে লক্ষ্য করুন মুসলিমুন চার্টের দ্বিবচন এবং বহুবচন শব্দগুলোর শেষে দুটি বর্ণ একটি কম্বিনেশন বা সমাহার তৈরি করছে যা এটিকে অন্য শব্দগুলো থেকে স্বতন্ত্র করছে। দ্বিবচন এবং বহুবচন শব্দগুলোর শেষাংশের দুটি বর্ণ জোড়াকে নিয়ে সেই শব্দটি সনাক্ত করার জন্য কম্বিনেশনটি নির্ধরাণ করি। তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, মুসলিমুন চার্টের শব্দগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত কম্বিনেশন পাওয়া যায় [প্রথমটি ভারী ভার্সনের এবং পরেরটি হালকা ভার্সনের জন্য]:

(১) آنِ (আআ নি) বা آ (আআ) রফা - দ্বিবচন- পুরুষ	(২) يْنِ (আই নি) বা يْ (আই) নছব / জার - দ্বিবচন- পুরুষ
(৩) ونَ (উউ না) বা و (উউ) রফা - বহুবচন- পুরুষ	(৪) يْنَ (ইই না) বা يْ (ইই) নছব / জার - বহুবচন- পুরুষ
(৫) تانِ (তাআ নি) বা تا (তাআ) রফা - দ্বিবচন- স্ত্রী	(৬) تَيْنِ (তাই নি) বা تَيْ (তাই) নছব / জার - দ্বিবচন- স্ত্রী
(৭) آتٌ (আ-তুন) বা آتُ (আ-তু) রফা - বহুবচন- স্ত্রী	(৮) آتٍ (আ-তিন) বা آتِ (আ-তি) নছব / জার - বহুবচন- স্ত্রী

এগুলোকে বলা হবে শেষাংশের সমাহার বা এন্ডিং কম্বিনেশন [Ending Combination] । কোনো ইসমের শেষাংশে এই ৮টি কম্বি-নেশনের যেকোনো একটি মিলে গেলে আমরা উক্ত ইসমের তিনটি বৈশিষ্ট্য মুসলিমুন ছক অনুসারে বলে দিতে পারবো।

অন্যদিকে সাধারণ নিয়মটিকে [দাম্মাহ বা পেশ হলে রফা, ফাতহা বা যবর হলে নছব এবং কাসরা বা যের হলে জার] নামকরণ করা হল শেষাংশের আওয়াজ বা এন্ডিং সাউন্ড [Ending Sound]। এই নিয়মটি একবচন এবং ভগ্ন বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এখন প্রশ্ন হলো এই দুটি নিয়মকে কিভাবে একসাথে প্রয়োগ করতে হবে ?

নিয়মটি হল যে, প্রথমে যেকোন ইসমের শেষাংশে এন্ডিং কম্বিনেশন আছে কিনা সেটা লক্ষ্য করতে হবে। যদি এন্ডিং কম্বিনেশন না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ইসমটিকে এন্ডিং সাউন্ড ইসম হিসেবে বিবেচনা করে এর স্ট্যাটাস বলা যাবে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়: শেষাংশের সমাহার কে প্রথমে খুঁজতে হবে, যদি সেটা না মিলে তাহলে শেষাংশের আওয়াজ মিলাতে হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি এন্ডিং কম্বিনেশন হয় তবে মুসলিমুন চার্ট অনুসারে নিশ্চিতভাবে ইসমটির ৪টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য (অবস্থা-বচন-লিংগ) বলে দেয়া যাবে। অন্যদিকে ইসমটি যদি এন্ডিং সাউন্ড হয় তবে নিশ্চিতভাবে এর শুধু "অবস্থা/স্ট্যাটাস" বলে দেয়া যেতে পারে। অন্যগুলো নিশ্চিত হয়ে বলতে হলে আরো কিছু বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন যা পরবর্তীতে আলোচনা হবে, ইন শায়া আল্লাহ্।

লক্ষ্য করুন: প্রথমে শেষাংশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির করুন। যদি এন্ডিং কম্বিনেশন হয় তবে ভারীর ক্ষেত্রে শেষাংশে নুন (ن) অথবা খোলা "তা" (ت) থাকবে; হালাকার ক্ষেত্রে ইয়া-যজম (يْ), ওয়া-যজম (وْ), আলিফ মাদ (ـا) বা খোলা "তা" (ت) থাকবে। কিন্তু এন্ডিং সাউন্ডের ক্ষেত্রে যদি শেষে নুন থাকে, সেটা ভারী নাও হতে পারে। এন্ডিং সাউন্ডের ক্ষেত্রে দুই পেশ অথবা দুই যবর অথবা দুই যের থাকলে সেটা ভারী।

শেষাংশের আওয়াজ এবং শেষাংশের সমাহার বিশ্লেষণের সারাংশ ছক:

অবস্থা/কারক Status/Case	শেষাংশের আওয়াজ [Ending Sound]	শেষাংশের সমাহার বা এন্ডিং কম্বিনেশন [Ending Combination]			
	একবচন বা ভগ্ন বহুবচন। পুরুষ/ স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক Masculine		স্ত্রীবাচক Feminine	
		বহুবচন	দ্বি-বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন
رَفع কর্তৃকারক	ٌ(উন) বা ُ (উ)	ونَ (উ- না) বা و (উ-)	آنِ (আ- নি) বা آ (আআ)	آتٌ (আ-তুন) বা آتُ (আ-তু)	تانِ (তা- নি) বা تا (তা-)
نَصْب কর্মকারক	ً(আন) বা َ (আ)	ِينَ (ইই না) বা ِي (ইই)	َيْنِ (আই নি) বা َيْ (আই)	آتٍ (আ-তিন) বা آتِ (আ-তি)	تَيْنِ (তাই নি) বা تَيْ (তাই)
جَرّ সমন্ধ কারক	ٍ(ইন) বা ِ (ই)				

অনুশীলন ৩.৫: নিচে বর্ণিত শব্দগুলোর "অবস্থা" (রফা, নছব বা জার) লিখুন। নির্দেশ করুন "অবস্থা" টি কি শেষাংশের আওয়াজ অথবা শেষাংশের সমাহার দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। এখানে শুধুমাত্র ভারী ইসমগুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

শব্দ	শেষাংশ	অবস্থা	শব্দ	শেষাংশ	অবস্থা	শব্দ	শেষাংশ	অবস্থা
১. النـاسُ			২. الْكِتَابَ			৩. نَفْسٍ		
৪. مَاكِثِينَ			৫. واحِدَةٍ			৬. عِوَجًا		
৭. اللهُ			৮. الْبَنُونَ			৯. الْخَبِيثَ		
১০. الْبَحْرَيْنِ			১১. بِالطَّيِّبِ			১২. صَابِرًا		
১৩. حُوبًا			১৪. السَّفِينَةَ			১৫. ثُلاثَ		
১৬. الْأَرْضِ			১৭. نِحْلَةً			১৮. صَالِحَاتٍ		

টিপস্: উপরের অনুশীলনীতে এন্ডিং কম্বিনেশনগুলোর সবগুলো ভারী। কোনো ইসমের শেষে নুন অথবা খোলা "তা" থাকলে সেটি এন্ডিং কম্বিনেশন কিনা মিলিয়ে নিন। অন্যথায় সেটি এন্ডিং সাউন্ড হবে।

অনুশীলন ৩.৬: নিচের টেবিলের ইসমগুলোকে হালকা থেকে ভারী করে এর অবস্থা – বচন - লিংগ নির্ণয় করুন:

শব্দ	অবস্থা - বচন - লিংগ	শব্দ	অবস্থা - বচন - লিংগ	শব্দ	অবস্থা - বচন - লিংগ
১. مُعَلِّمِي		২. مُصَلِّي		৩. قانِتِي	
৪. مُخْتَلِفُو		৫. مُتَّكِئِي		৬. صَالِحَات	
৭. وَالِدَا		৮. بَنُو		৯. مَلَكَيْ	
১০. بَحْرَيْ		১১. جَنَّتَيْ		১২. مِئَتَيْ	
১৩. رَسُولا		১৪. أَقْرَبُو		১৫. مُطَفِّفِي	
১৬. ثَمَرَاتِ		১৭. رَجُلَيْ		১৮. ذِرَاعَيْ	

অনুশীলন ৩.৭: নিচের ছকের ইসমগুলোর ক্ষেত্রে নির্ণয় করুন: এটি ভারী অথবা হালকা, এটির শেষাংশ কি ? এবং এর বৈশিষ্টাবলী লিখুন। বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে: যদি এন্ডিং কম্বিনেশন হয় তবে তিনটি বৈশিষ্ট্য লিখুন (কারক-বচন-লিংগ) আর এটি যদি এন্ডিং সাউন্ড হয় তবে শুধু অবস্থা কি তা লিখুন। ভারী = H , হালকা = L , ভারী/হালকা প্রযোজ্য নয়= DM এন্ডিং কম্বিনেশন = C , এন্ডিং সাউন্ড = S , রফা = R , নছব = N , জার = J , একবচন= S , দ্বিবচন = D , বহুবচন = P , পুরুষবাচক = M , স্ত্রীবাচক = F ।

শব্দ	শেষাংশ	ভারী / হালকা	বৈশিষ্ট্য			শব্দ	শেষাংশ	ভারী / হালকা	বৈশিষ্ট্য		
			অবস্থা	বচন	লিংগ				অবস্থা	বচন	লিংগ
১. حُجُوْرِ						৯. عَاقِبَةُ					
২. أَيْمانُ						১০. قانِتِيْنَ					
৩. مُحْصِنِيْنَ						১১. المَلَكَيْنِ					
৪. سَيِّئاتٍ						১২. تِجارَةً					
৫. مُعْرِضِيْنَ						১৩. مِئَتَيْنِ					
৬. لِلْرِّجالِ						১৪. طَوْلاً					
৭. مُسافِحِيْنَ						১৫. الإِنْسانُ					
৮. الفَرِيْضَةِ						১৬. سُنَنَ					

লক্ষ্য করুন: প্রথম শেষাংশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির করুন। যদি এন্ডিং কম্বিনেশন হয় তবে ভারীর ক্ষেত্রে শেষাংশে নুন থাকবে। কিন্তু এন্ডিং সাউন্ডের ক্ষেত্রে শেষে নুন থাকে সেটা ভারী নাও হতে পারে। এন্ডিং সাউন্ডের ক্ষেত্রে দুই পেশ অথবা দুই যবর অথবা দুই যের থাকলে সেটা ভারী।

৩.১.১.৬ নমনীয়তা [Flexibiliy]

নমনীয়তা ইসমের চারটি বৈশিষ্ট্যের একটি নয়। বরং এটি স্ট্যাটাস অধ্যায়ের একটি সাব টপিক। এটি "হালকা-ভারী" টপিকের মত যা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাস সনাক্ত করতে সহায়তা করে। ইসমের স্ট্যাটাস পরিবর্তনের সাথে সাথে শেষাংশ পরিবর্তনের বিষয়টির সাথে নমনীয়তার ধারণাটি সংযুক্ত। মুসলিমুন ছকের মধ্যে এটি শুধু এন্ডিং সাউন্ড ইসমগুলোর জন্য প্রযোজ্য। ফলে এটি শুধুমাত্র একবচন এবং ভগ্নবহুবচন শব্দগুলোর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

বহুবচন (স্ত্রী)	বহুবচন (পুরুষ)	দ্বি-বচন	একবচন		বহুবচন	একবচন
مُسْلِمَاتٌ	مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ	رَفع কর্তৃকারক	أَقْلامٌ	قَلَمٌ
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِماً	نَصْب কর্মকারক	أَقْلامً	قَلَمًا
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمِيْنَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمٍ	جَرّ সমন্ধ কারক	أَقْلامٍ	قَلَمٍ

ইসমের তিন ধরনের নমনীয়তা পরিলক্ষিত হয়:

১) সম্পূর্ণ নমনীয় (مُنْصَرِف / مُعْرَب):

যেসব ইসম স্ট্যাটাস পরিবর্তনের সাথে সাথে শেষাংশে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন করে সেগুলোকে সম্পূর্ণ নমনীয় ইসম বলে।

(ক) বেশীর ভাগ ইসম সম্পূর্ণভাবে নমনীয়।

(খ) এটি ভারী অথবা হালকা হতে পারে।

(গ) এগুলো সম্পূর্ণভাবে অবস্থা/কারক প্রকাশ করতে পারে ।

(ঘ) পূর্বে বর্ণিত মুসলিম চার্টের মত শব্দগুলো বিভিন্ন অবস্থায় এর শেষের হরকত পরিবর্তন করতে পারে।

সম্পূর্ন নমনীয় শেষাংশগুলো (ending) হল:
رفع : مُسْلِمٌ (উন)
نصب : مُسْلِمًا (আন)
جر : مُسْلِمٍ (ইন)
(৩টি স্ট্যাটাসের ৩টি ভিন্ন শেষাংশ ending রয়েছে)

২) সম্পূর্ণ অনমনীয় (مَبْنِيّ) :

- এটি সম্পূর্ণ নমনীয়তার ঠিক উল্টো কনসেপ্ট। একটি মাত্র ফর্ম সব অবস্থায় বিরাজমান।
- রফা, নছব এবং জার তিন অবস্থায় একই রকম দেখায়, ফলে এগুলো আলাদা করে স্ট্যাটাস দেখাতে পারে না।
- এই ধরনের শব্দের মধ্যে রয়েছে:

(ক) যে সব ইসমের শেষে খালি আলিফ (ا) অথবা আলিফ মাকসুরাহ্ أَلِف مَقْصُوْرَة (ى) রয়েছে, যেমন دُنْيا مُوسى ، زَكَرِيَّا

(খ) ইসম মাউসুল (أَسْماء مَوْصُولَة) এবং ইসমুল ইশারাহ্ (أَسْمَاءُ الإِشَارَة) শব্দগুলো একবচন এবং বহুবচন শব্দগুলো। এই ইসমগুলো পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা হবে। আপতত এগুলোকে মনে রাখি এবং জেনে রাখি যে এগুলো অনমনীয় ইসম:

الأسماء الموصولة	
الَّذِينَ	الَّذِي
الَّاتِي ، الَّوَاتِي ، الَّايِي	الَّتِي
مَنْ	ما

أسماء الإشارة	
ذٰلِكَ	هٰذَا
تِلْكَ	هٰذِهِ
أُوْلاٰئِكَ	هٰؤُلَاءِ

অনমনীয় ইসমগুলোর শেষাংশগুলো দেখতে একই রকম, ফলে একটি ব্যাক্যে এই জাতীয় শব্দগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শব্দটির দিকে পর্যবেক্ষণ করে এর স্ট্যাটাস বোঝা যাবে না। আশেপাশের অন্যান্য শব্দের সাথে এর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর স্ট্যাটাস বোঝা যাবে।:

رفع : مُوْسَىٰ
نصب : مُوْسَىٰ
جر : مُوْسَىٰ
(৩টি স্ট্যাটাসের একটি শেষাংশ, শেষাংশে কোনো পরিবর্তন নেই)

আরো কিছু ধরনের ইসম রয়েছে যেগুলো অনমনীয়, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্।

৩) আংশিক নমনীয় (مَمْنُوْعٌ مِن الصَّرْفِ) :

আংশিক নমনীয় ইসম স্ট্যাটাস পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছুটা নমনীয় কিছুটা অনমনীয়। যেমন এটি যের বা কাসরা নেয় না। ফলে যবর দিয়ে নছব এবং জার স্ট্যাটাস নির্দেশ করে। এই রকম ইসমের আচরণগুলো হল:

(ক) এগুলো ভারী হতে পারে না (অর্থাৎ তানওয়িন নিতে পারে না) এবং শেষ বর্ণে কোনো অবস্থায় কাছরা/যের নিতে পারে না।

(খ) দুটি ফর্ম রয়েছে: দাম্মাহ্/পেশ দিয়ে রফা رَفع এবং ফাতহা/যবরের মাধ্যমে নছব نَصَب এবং জার جَرّ প্রকাশ করা হয়।

অনেক ধরনের ইসম আংশিক নমনীয় হতে পারে। আরবি ব্যাকরনে এই ধরনের শব্দগুলোকে المَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْف বলা হয়। এখানে প্রাথমিক অনুশীলনের সুবিধার্থে তিনটি ধরন বিবেচনায় আনা হলো। বাকীগুলো আলাদা পাঠ হিসেবে আলোচনা করা হবে ইন-শায়া-আল্লাহ্।

ক) কোনো স্থানের নাম

- যে কোনো স্থানের নাম তা আরব হউক বা না হউক।
- ব্যতিক্রম: তিনবর্ণের নামগুলোর মাঝের বর্ণে সুকুন থাকলে সেগুলো সম্পূর্ণ নমনীয়।
- ব্যতিক্রম: স্থানের নামের সামনে আল যুক্ত থাকলে সেইসব সম্পূর্ণ নমনীয়।

উদাহরণ:

কিভাবে এটি বিবেচনা করা হয়?	জার	নছব	রফা
তিন বর্ণের অধিক বর্ণের আরব স্থানের নাম, আংশিক নমনীয়	مَكَّةَ	مَكَّةَ	مَكَّةُ
আরব স্থানের নাম, তিন বর্ণের অধিক, আংশিক নমনীয়	يَثْرِبَ	يَثْرِبَ	يَثْرِبُ
অনারব স্থানের নাম, তিন বর্ণের অধিক, আংশিক নমনীয়	جَهَنَّمَ	جَهَنَّمَ	جَهَنَّمُ
ব্যতিক্রম: তিন বর্ণের স্থানের নাম যার মধ্যবর্ণের উপর সুকুন, সম্পূর্ণ নমনীয়	عَدْنٍ	عَدْنًا	عَدْنٌ
ব্যতিক্রম: যেসব স্থানের নাম সামনে আল যুক্ত হয়, সম্পূর্ণ নমনীয়	الْعِراقِ	الْعِراقَ	الْعِراقُ
ব্যতিক্রম: যেসব স্থানের নাম সামনে আল যুক্ত হয়, সম্পূর্ণ নমনীয়	الْهِنْدِ	الْهِنْدَ	الْهِنْدُ

খ) অনারব নাম:

- কুরআনে উল্লেখিত নাবী-রাসুলদের মধ্যে ৪ জন নাবী/রাসুল ছিলেন আরব আর বাকী সবাই অনারব। আরবরা ছিলেন (১) মুহাম্মদ (সাঃ) [مُحَمَّدٌ] (২) শুয়াইব (আঃ) [شُعَيْبٌ] (৩) হুদ (আঃ) [هُوْدٌ] (৪) সালেহ্ (আঃ) [صالِحٌ] ।
- ব্যতিক্রম: তিন বর্ণের অনারব ব্যক্তির নামগুলোর যেগুলোর মধ্য বর্ণে সুকুন রয়েছে।

উদাহরণ:

কিভাবে এটি বিবেচনা করা হয়?	জার	নছব	রফা
তিন বর্ণের অধিক বর্ণের আরবি নাম, সম্পূর্ণ নমনীয়	مُحَمَّدٍ	مُحَمَّدً	مُحَمَّدٌ
অনারব নাম, তিন বর্ণের অধিক, আংশিক নমনীয়	إِبْراهِيمَ	إِبْراهِيمَ	إِبْراهِيمُ
ব্যতিক্রম: তিন বর্ণের অনারব নাম যার মধ্যবর্ণের উপর সুকুন, সম্পূর্ণ নমনীয়	نُوْحٍ	نُوْحًا	نُوْحٌ

আরো উদাহরণ:

يُوْسُفُ يُوْسُفَ يُوْسُفَ ، إِسْماعِيْلُ إِسْماعِيْلَ إِسْماعِيْلَ ، يَعْقُوْبُ يَعْقُوْبَ يَعْقُوْبَ ، مَرْيَمُ مَرْيَمَ مَرْيَمَ ، لُوطٌ لُوطًا لُوطٍ

গ) স্ত্রীবাচক ব্যক্তি নামসমূহ এবং কিছু স্বতন্ত্র ধরনের পুরুষবাচক ব্যক্তি নামসমূহ:

সব স্ত্রীবাচক ব্যক্তি নামগুলো আংশিক নমনীয়। যেসব পুরুষবাচক ব্যক্তি নামসমূহের স্ত্রীবাচক ভার্সন হয় না সেগুলোকে স্বতন্ত্র পুরুষ-বাচক ব্যক্তি নামসমূহ বলা যায়। এ ধরনের নামগুলো আংশিক নমনীয়।

স্ত্রীবাচক ব্যক্তি নাম		
جر	نصب	رفع
عائِشَةَ	عائِشَةَ	عائِشَةُ
خَدِيْجَةَ	خَدِيْجَةَ	خَدِيْجَةُ
زَيْنَبَ	زَيْنَبَ	زَيْنَبُ
إِيْنانَ	إِيْنانَ	إِيْنانُ

স্বতন্ত্র পুরুষবাচক ব্যক্তি নাম		
جر	نصب	رفع
حَمْزَةَ	حَمْزَةَ	حَمْزَةُ
مُعاوِيَةَ	مُعاوِيَةَ	مُعاوِيَةُ
عُمَرَ	عُمَرَ	عُمَرُ
عُثْمانَ	عُثْمانَ	عُثْمانُ

এখানেও, তিনবর্ণের নামের মাঝেরটিতে সুকুন থাকলে সেটা সম্পূর্ণ নমনীয় হবে।

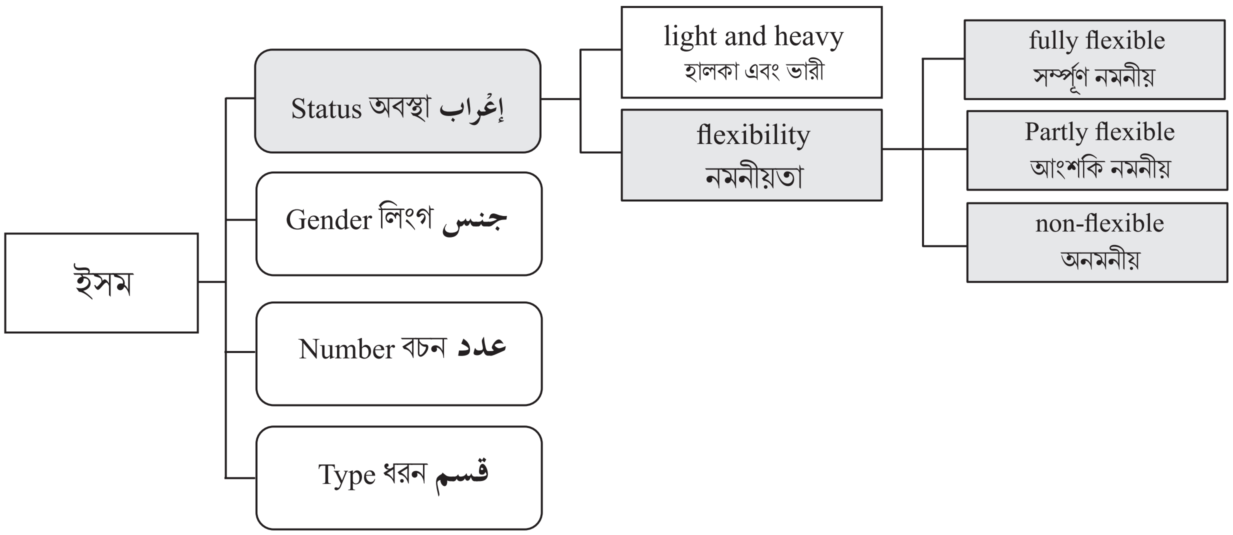

অনুশীলন ৩.৮: নিচের টেবিলে নমনীয় (F) ,আংশিক নমনীয় (P) এবং অনমনীয় (N) বিশেষ্যগুলো সনাক্ত করুন:

১. مُوْسَى	২. جَنَّة	৩. يُوسُف	৪. عِيْسَى	৫. رَحْمَة	৬. سُلْطَان
৭. لُوْط	৮. مُحَمَّد	৯. سَفِيْنَة	১০. صَاحِب	১১. مَسْجِد	১২. هٰذَا
১৩. دَاكَا	১৪. آدَم	১৫. قَلَم	১৬. مُصَيْطِر	১৬. فِرْعَوْن	১৮. الذِّكْرَىٰ
১৯. إِطْعَام	২০. يَتِيم	২১. نَار	২২. رَسُول	২৩. الْأُنْثَىٰ	২৪. اِبْتِغَاء
২৫. بَرّ	২৬ عَلَق	২৭. الرُّجْعَىٰ	২৮. إِبْرَاهِيم	২৯. لَهَب	৩০. أَحَد

ইসমের স্ট্যাটাস নির্ণয়ে নমনীয়তার তাৎপর্য:

(১) নমনীয়তার বিষয়টি শুধুমাত্র এন্ডিং সাউন্ড ইসমের জন্য প্রযোজ্য, এন্ডিং কম্বিনেশন ইসমগুলোর সাথে এটি সম্পর্কিত নয়।

(২) স্ট্যাটাস নিরুপনে এন্ডিং সাউন্ড ইসমগুলোর সাধারণ নিয়ম হল যে, পেশ হলে রফা, যবর হলে নছব এবং যের হলে জার। এই সাধারণ নিয়মটি নমনীয় ইসমের জন্য প্রযোজ্য। অনমনীয় ইসমগুলোকে রফা বা নছব বা জার বলা যাবে না। এগুলো বলতে হবে নন ফ্লেক্সিবল বা অনমনীয় বা মাবনি। আংশিক নমনীয় ইসমের ক্ষেত্রে পেশ হলে রফা কিন্তু যবর হলে শুধু নছব বলা যাবে না, বলতে হবে নছব অথবা জার, যেমনটি মুসলিমুন ছকে দ্বিবচনের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে।

নমনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে নিচের স্ট্যাটাস নিরুপনের অনুশীলনীটি করি:

অনুশীলন ৩.৮ (ক) : নিচের টেবিলে নমনীয় (F), আংশিক নমনীয় (P) এবং অনমনীয় (N) বিশেষ্যগুলো সনাক্ত করুন এবং সেই অনুযায়ী স্ট্যাটাস নির্ণয় করুন, রফা = R , নছব = N , জার = J, নন ফ্লেক্সিবল বা অনমনীয় বা মাবনি = NF

শব্দ	অমনীয়তা	স্ট্যাটাস	শব্দ	অমনীয়তা	স্ট্যাটাস	শব্দ	অমনীয়তা	স্ট্যাটাস
১. آيَةً			২. عَائِشَةَ			৩. نَفْسٍ		
৪. فِرْعَوْنَ			৫. يَثْرِبَ			৬. عِيْسَى		
৭. سُلْطَانٍ			৮. حَمْزَةُ			৯. عَدْنٍ		
১০. الْبَحْرَيْنِ			১১. الْعِرَاقَ			১২. صَابِرًا		
১৩. حُوبًا			১৪. هُدًى			১৫. إِسْحَاقَ		

৩.২ আরবি সর্বনাম

বিশেষ্যের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলা হয়। তিন পুরুষে, তিন বচনে এবং দুই লিংগে আবরি সর্বনাম ১৪টির সেট। নাম এবং মধ্যম পুরুষে তিন বচন ব্যবহৃত হলেও উত্তম পুরুষে দুইটি বচন ব্যবহৃত হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীলিংগের জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরবি সর্বনামের আলোকে বাংলা বাক্যে সর্বনামের **রফা**-**নছব**-**জার**-এর ব্যবহারে কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

<table>
<tr><th colspan="2">বহুবচন</th><th colspan="2">দ্বিবচন</th><th colspan="2">এক বচন</th><th></th></tr>
<tr><td colspan="2">**তারা** খেলা দেখছিল</td><td colspan="2">**তারা দুইজন** খেলছিল</td><td colspan="2">**সে** মসজিদে গিয়েছিল</td><td rowspan="2">থার্ড পার্সন নাম পুরুষ</td></tr>
<tr><td>রাজা **তাদেরকে** পুরস্কার দিলেন</td><td>**তাদের** বাড়ীতে খেলা হচ্ছিল</td><td>**তাদের দুইজনকে** শাস্তি দেয়া হল</td><td>**তাদের দুই-জনের** গাড়ীটি জব্দ করা হল</td><td>বাবা **তাকে** পড়াচ্ছিলেন</td><td>মা **তার** ফোনটি ব্যবহার করছিলেন</td></tr>
<tr><td colspan="2">**তোমরা** খেলা দেখছিলে</td><td colspan="2">**তোমরা দুইজন** খেলছিলে</td><td colspan="2">**তুমি** মসজিদে গিয়েছিলে</td><td rowspan="2">সেকেন্ড পার্সন মধ্যম পুরুষ</td></tr>
<tr><td>রাজা **তোমা-দেরকে** পুরস্কার দিলেন</td><td>**তোমাদের** বাড়ীতে খেলা হচ্ছিল</td><td>**তোমাদের দুইজনকে** শান্তি দেয়া হল</td><td>**তোমাদের দু-ইজনের** গাড়ীটি জব্দ করা হল</td><td>বাবা **তোমাকে** পড়াচ্ছিলেন</td><td>মা **তোমার** ফোনটি ব্যবহার করছিলেন</td></tr>
<tr><td colspan="2">**আমরা** খেলা দেখছিলাম</td><td colspan="2" rowspan="2">ফাস্ট পার্সনে দ্বিবচনের শব্দ নেই</td><td colspan="2">**আমি** মসজিদে গিয়েছিলাম</td><td rowspan="2">ফাস্ট পার্সন উত্তম পুরুষ</td></tr>
<tr><td>রাজা **আমাদে-রকে** পুরস্কার দিলেন</td><td>**আমাদের** বাড়ীতে খেলা হচ্ছিল</td><td>বাবা **আমাকে** পড়াচ্ছিলেন</td><td>মা **আমার** ফোনটি ব্যবহার করছিলেন</td></tr>
</table>

আরবি নিয়ম অনুসারে উপরের ছকে থার্ড এবং সেকেন্ড পার্সনে পুরুষ এবং স্ত্রী বাচকের জন্য আলাদা সর্বনাম রয়েছে। কিন্তু ফাস্ট পার্সনে পুরুষ এবং স্ত্রীবাচকের জন্য একই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়।

সর্বনামগুলো এক ধরনের ইসম। কিন্তু সর্বনামের চারটি বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণ ইসমের মত নিয়ম অনুসরণ করে না। মূলতঃ দুই ধরনের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। (১) স্বাধীন সর্বনাম বা বিযুক্ত সর্বনাম ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ (২) সংযুক্ত সর্বনাম ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ

نَحْنُ	أنا	أَنْتُنَّ	أَنْتُما	أَنْتِ	أَنْتُم	أَنْتُما	أنْتَ	هُنَّ	هُما	هِيَ	هُم	هُما	هُوَ	مُنْفَصِلٌ
نا	ي	كُنَّ	كُما	كِ	كُمْ	كُما	كَ	هُنَّ/هِنَّ	هُما/هِما	ها	هُم/هِم	هُما/هِما	هُ/هِ	مُتَّصِلٌ
আমরা	আমি	তোমরা (স্ত্রী)	তোমরা (২'জন (স্ত্রী	তুমি (স্ত্রী)	তোমরা	তোমরা ২জন	তুমি	তারা (স্ত্রী)	তার ২জন (স্ত্রী)	সে (স্ত্রী)	তারা	তার ২জন	সে	

এই দুই ধরনের সর্বনাম কিভাবে এদের চারটি বৈশিষ্ট্য বহন এবং প্রকাশ করে তা অধ্যয়ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সর্বনাম আরবি ভাষার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

<table>
<tr><th colspan="3">ব্যাকরণিক তাৎপর্য - ০১</th></tr>
<tr><td>আল্লাহর হামদ (প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা) সময় বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করেনা।</td><td>الْحَمْدُ لِلَّهِ</td><td>ইসম যা কোনো সময় এবং কর্তার উপর নির্ভর করে না</td></tr>
<tr><td>আমি হামদ করে ছিলাম حَمِدْتُ
আমি হামদ করবো বা করি أَحْمَدُ
আমরা হামদ করে ছিলাম حَمِدْنا
আমরা হামদ করবো বা করি نَحْمَدُ</td><td>ফলে কেউ যদি অতীতে আল্লাহর হামদ করেছে কিন্তু সে এখন নেই বা এখন করছে কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে না বা ভবিষ্যতে কেউ না করে তাহলেও সমস্ত হামদ আল্লাহর।</td><td>ফলে যদি কোন কিছুই আল্লাহর হামদ না করে তাহলেও সমস্ত হামদ আল্লাহর।</td></tr>
</table>

৩.২.১ স্বাধীন / বিযুক্ত সর্বনাম Detached Pronoun ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ

স্বাধীন সর্বনামগুলো আলাদা শব্দ হিসেবে লেখা হয়। এগুলো কোন শব্দের সাথে মিলিয়ে লেখা হয় না। স্বাধীন সর্বনামের স্ট্যাটাস সবসময় রফা। সব সর্বনামের টাইপ বা ধরন হল প্রপার বা মারিফাহ্। বচন এবং লিংগ অর্থ অনুযায়ী নিচের ছক অনুসারে হয়ে থাকে।

অর্থ		স্ত্রী বাচক		পুরুষ বাচক	
He/ She	সে	هِيَ	হিয়া	هُوَ	হুয়া
They Two	তারা উভয়ে	هُمَا	হুমা	هُمَا	হুমা
They	তারা	هُنَّ	হুন্ না	هُمْ	হুম
You	তুমি	أَنْتِ	আন্ তি	أَنْتَ	আন্ তা
You Two	তোমরা উভয়ে	أَنْتُمَا	আন্ তুমা	أَنْتُمَا	আন্ তুমা
You All	তোমরা	أَنْتُنَّ	আন্ তুন্না	أَنْتُمْ	আন্ তুম
I	আমি	أَنَا	আনা	أَنَا	আনা
We	আমরা	نَحْنُ	নাহনু	نَحْنُ	নাহনু

৩:২.২ লিংগ এবং বচনের সাথে মিলিয়ে স্বাধীন বা বিযুক্ত সর্বনামের ব্যবহার, এখানে সর্বনামগুলোর অবস্থা হলো রফা:

مُؤَنَّث স্ত্রী বাচক Feminine		বচন	مُذَكَّر পুরুষ বাচক Masculine	
সে একজন মুসলিম (মহিলা) She is a Muslim	هِيَ مُسْلِمَةٌ	এক	সে একজন মুসলিম He is a Muslim	هُوَ مُسْلِمٌ
তারা দুইজন মুসলিম (মহিলা) They Two are Muslims (F)	هُمَا مُسْلِمَتَانِ	দ্বি	তারা দুইজন মুসলিম They Two are Muslims	هُمَا مُسْلِمَانِ
তারা মুসলিম (মহিলা) They are Muslims (F)	هُنَّ مُسْلِمَاتٌ	বহু	তারা মুসলিম They are Muslim	هُمْ مُسْلِمُونَ
তুমি মুসলিম (মহিলা) You are Muslim (F)	أَنْتِ مُسْلِمَةٌ	এক	তুমি মুসলিম You are Muslim	أَنْتَ مُسْلِمٌ
তোমরা দুইজন মুসলিম (মহিলা) You Two are Muslims (F)	أَنْتُمَا مُسْلِمَتَانِ	দ্বি	তোমরা দুইজন মুসলিম You Two are Muslims	أَنْتُمَا مُسْلِمَانِ
তোমরা মুসলিম (মহিলা) You All are Muslim (F)	أَنْتُنَّ مُسْلِمَاتٌ	বহু	তোমরা মুসলিম You All are Muslims	أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
আমি মুসলিম (মহিলা) I am Muslim (F)	أَنَا مُسْلِمَةٌ	এক	আমি মুসলিম I am Muslim	أَنَا مُسْلِمٌ
আমরা মুসলিম (মহিলা) We am Muslim (F)	نَحْنُ مُسْلِمَاتٌ	বহু	আমরা মুসলিম We are Muslims	نَحْنُ مُسْلِمُونَ

কুরআন মাজিদে দ্বি-বচন শব্দের ব্যবহার কম। তাই প্রাথমিক অনুশীলনের সুবিধার্থে দ্বি-বচন শব্দগুলো বাদ দিয়ে উপরের টেবিলটি সংক্ষিপ্ত করা হলো। ফলে সংক্ষিপ্ত টেবিলটি হলো নিম্নরূপ:

৩:২.৩ সংক্ষিপ্ত বিযুক্ত সর্বনাম Detached Pronoun ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ টেবিল

مُؤَنَّثٌ স্ত্রী বাচক Feminine		বচন	مُذَكَّرٌ পুরুষ বাচক Masculine	
সে মুসলিম (মহিলা) She is Muslim	هِيَ مُسْلِمَةٌ	এক	সে মুসলিম He is Muslim	هُوَ مُسْلِمٌ
তারা মুসলিম (মহিলা) They are Muslims (F)	هُنَّ مُسْلِمَاتٌ	বহু	তারা মুসলমি They are Muslims	هُمْ مُسْلِمُونَ
তুমি মুসলিম (মহিলা) You are Muslim (F)	أَنْتِ مُسْلِمَةٌ	এক	তুমি মুসলিম You are Muslim	أَنْتَ مُسْلِمٌ
তোমরা মুসলিম (মহিলা) You All are Muslims (F)	أَنْتُنَّ مُسْلِمَاتٌ	বহু	তোমরা মুসলিম You All are Muslim	أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
আমি মুসলিম (মহিলা) I am Muslim (F)	أَنَا مُسْلِمَةٌ	এক	আমি মুসলিম I am Muslim	أَنَا مُسْلِمٌ
আমরা মুসলিম (মহিলা) We are Muslims (F)	نَحْنُ مُسْلِمَاتٌ	বহু	আমরা মুসলিম We are Muslim	نَحْنُ مُسْلِمُونَ

৩.২.৪ সর্বনাম ছক: আরবি সর্বনামের চারটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশক ছক

Raf They(M)	Raf Both of them(M)	Raf He(M)	পুং লিংগ	নাম পুরুষ 3rd person pronoun
তারা هُمْ পুরুষ	তারা ২ هُما পুরুষ	সে هُوَ পুরুষ		
Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)		
তাদেরকে هِمْ هُمْ তাদের	তাদেরকে ২ هِما هُما তাদের ২	তাকে هِ هُ তার		
Raf They(F)	Raf Both of them(F)	Raf He(F)	স্ত্রী লিংগ	
তারা هُنَّ স্ত্রী	তারা ২ هُما স্ত্রী	সে هِيَ স্ত্রী		
Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)		
তাদেরকে هِنَّ هُنَّ তাদের	তাদেরকে ২ هِما هُما তাদের ২	তাকে ها তার		
Raf You all (M)	Raf Both of You(M)	Raf You(M)	পুং লিংগ	মধ্যম পুরুষ 2nd person pronoun
তোমরা أَنْتُمْ পুরুষ	তোমরা ২ أَنْتُما পুরুষ	তুমি أَنْتَ পুরুষ		
Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)		
তোমাদেরকে كُمْ তোমাদের	তোমাদেরকে ২ كُما তোমাদের ২	তোমাকে كَ তোমার		
Raf You all (F)	Raf Both of You(F)	Raf You(F)	স্ত্রী লিংগ	
তোমরা أَنْتُنَّ স্ত্রী	তোমরা ২ أَنْتُما স্ত্রী	তুমি أَنْتِ স্ত্রী		
Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)	Nasb/Jarr (attached)		
তোমাদেরকে كُنَّ তোমাদের	তোমাদেরকে ২ كُما তোমাদের ২	তোমাকে كِ তোমার		
Raf We		Raf "I"	পুং লিংগ ও স্ত্রী লিংগ একই	উত্তম পুরুষ 1st person pronoun
আমরা نَحْنُ		আমি أَنا		
Nasb/Jarr (attached)		Nasb Jarr (attached)		
আমাদেরকে نا আমাদের		আমাকে نِي ي আমার		

এখানে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো:

১. ১৪টি সর্বনামের মধ্যে ১৩টি সর্বনামেরই জার এবং নছব ভার্সন একই। শুধু أَنَا এর ক্ষেত্রে জার হলো ي এবং নছব হলো نِي। ي এবং نِي মধ্যকার একটি বিষয় রয়েছে যা সরলীকরণের জন্য আলোচনা করা হলো না, যা উচ্চতর ব্যাকরনে আলোচিত হবে ইন-শায়া-আল্লাহ্।

২. সর্বনামগুলোর নছব এবং জার রূপগুলো সাধারণ ইসম বা ফি'ল বা হরফ এর শেষে যুক্ত হয়। এগুলো আরেকটি শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় বিধায় এগুলোকে সংযুক্ত সর্বনাম বলা হয়ে থাকে।

৩. থার্ড পারসনে দ্বিবচনে পুরুষ এবং স্ত্রীবাচকে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেকেন্ড পারসনেও দ্বিবচনে একই বিষয় বিদ্যমান।

৪. থার্ড পারসনে স্ত্রীবাচক একবচন ছাড়া অন্য ৫টি ক্ষেত্রে নছব/জার ভার্সনের দুটি করে রূপ রয়েছে। একটি পেশ/দাম্মাহ দিয়ে এবং অন্যটি যের/কাসরা দিয়ে। কখন দাম্মাহ হবে এবং কখন কাসরা হবে তা নির্ভর করবে এর আগের বর্ণের হরকতের উপর। যদি এর আগের বর্ণের হরকত কাসরা বা ইয়ার উপর সুকুন/যজম হয় তবে কাসরা হবে। যেমন عَلَيْهِمْ , بَيْتِهِنَّ , قَوْمِهِما , رَبِّهِمْ , وَالِدِهِ ইত্যাদি। অন্যান্য ক্ষেত্রে দাম্মাহ হবে।

৫. থার্ড পারসনে দ্বিবচন এবং বহুবচনে রফা, নছব এবং জার প্রায় একই। শেষে যদি দাম্মাহ থাকে তবে একই। কিভাবে সেগুলো সনাক্ত করা যাবে? রফা অবস্থায় এটি স্বাধীন ভাবে অন্য শব্দ থেকে আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেমন: وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ। আর যদি নছব অথবা জার হয় তবে শব্দের সাথে সংযুক্ত থাকবে, যেমন وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ। রফা ভার্সনের শুরুতে অবশ্যই দাম্মাহ থাকবে যেমন, هُما هُمْ هُنَّ। নছব/জার ভার্সনে দাম্মাহ থাকতে পারে অথবা উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রে কাসরা থাকবে।

৬. সেকেন্ড পারসনে রফা ভার্সন থেকে নছব/জার ভার্সনে রূপান্তরের একটি সহজ পন্থা রয়েছে। এই গ্রুপের রফা ভার্সগুলোর প্রথমে "أَنْ" রয়েছে এবং তারপরই রয়েছে " ت "। রূপান্তরে সংক্ষিপ্ত নিয়মটি হলো: প্রথম অংশ "أَنْ " বাদ দেয়া এবং পরের "ت " টিকে হরকত ঠিক রেখে "ك " -এ পরিবর্তন করা, এতেই নছব/জার ভার্সনটি তৈরি হয়ে যাবে। যেমন أَنْتَ থেকে كَ , أَنْتُنَّ থেকে كُنَّ।

৩.২.৫ সংযুক্ত সর্বনাম Attached Pronoun ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ

নছব অথবা জার ভার্সন কে সংযুক্ত সর্বনাম বলা হয়। কারণ এগুলো সাধারণ ইসম বা ফি'ল বা হরফ শব্দগুলোর শেষে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। (১) সাধারণ ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনামটির স্ট্যাটাস হবে জার। অর্থাৎ সাধারণ ইসম এর সাথে সর্বনামকে সংযুক্ত করতে হলে সর্বনামটির জার ভার্সনটিকে ব্যবহার করতে হবে। (২) ফি'ল এর সাথে সংযুক্ত সর্বনামের স্ট্যাটাস হবে নছব। (৩) হরফের সাথে সংযুক্ত হলে কিছু ক্ষেত্রে জার হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে নছব হবে। এর ভিত্তিতে হরফগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, হরফ জার এবং হরফ নছব। এর বিস্তারিত পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। যেহেতু ১৪টির মধ্যে ১৩টিরই নছব এবং জার ভার্সন একই, সেহেতু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে শুধু أَنَا এর ক্ষেত্রে।

ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনাম:

ইসম এর সাথে সর্বনাম সংযুক্ত হলে সংযুক্ত সর্বনামটির স্ট্যাটাস হবে জার। সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রথমে ইসমটিকে হালকা করতে হবে, অতপরঃ সর্বনামটির জার ভার্সনটি সংযুক্ত করতে হবে। যেমন : رَبٌّ + هِيَ = رَبُّ + ها = رَبُّها

هُوَ এর নছব এবং জার হতে পারে هُ অথবা هِ। এখানে "ه" এর উপর দাম্মাহ/পেশ অথবা কাসরা/যের আসবে আগের বর্ণটির হারাকাহ্'র উপর নির্ভর করে। যদি আগের বর্ণে কাসরা/যের বা ইয়া'র উপর সুকুন/যজম থাকে তবে "ه" এর নিচে কাসরা/যের হবে। অন্যথায় দাম্মাহ/পেশ হবে। هُوَ এর জন্য هُ বা هِ هُما এর জন্য هُما বা هِما هُمْ এর জন্য هُمْ বা هِمْ এবং هُنَّ এর জন্য هُنَّ বা هِنَّ হবে। هِيَ এর জন্য ها এর কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন :وَعْدُهُما, بَيْتِهِنَّ, حَمْدِهِ, قَوْمِهِما

أَنَا এর জার ভার্সন ي সংযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতি:

তাজবিদের নিয়ম অনুসারে উচ্চারণের সহজতার জন্য "ইয়া যজম/সুকুন" এর আগে দাম্মাহ বা ফাতহা ব্যবহার করা যায় না। ফলে ইয়া যে ইসমটির সাথে সংযুক্ত হয় সেটির শেষ বর্ণের হরকতটিকে কাসরা হতে হয়। ফলে উক্ত ইসমটি ইয়া সংযুক্ত অবস্থায় জার মনে হয়। অথচ সেটি রফা বা নছবও হতে পারে। বাক্যে ব্যবহারে পরিস্থিতি বলে দেয় উক্ত ইসমটির স্ট্যাসাস রফা হবে না নছব হবে না জার হবে।

رَبٌّ + هُوَ = رَبُّ + هُ = رَبُّهُ ، رَبًّا + هُوَ = رَبَّ + هُ = رَبَّهُ ، رَبٍّ + هُوَ = رَبِّ + هِ = رَبِّهِ

رَبٌّ + أَنا = رَبُّ + ي = رَبُّي رَبِّي ، رَبًّا + أَنا = رَبَّ + ي = رَبَّي رَبِّي ، رَبٍّ + أَنا = رَبِ + ي = رَبِّي رَبِّي

مُؤَنَّثٌ স্ত্রী বাচক Feminine				বচন	مُذَكَّرٌ পুরুষ বাচক Masculine			
তার রব Her Rabb	রব্বু হা	رَبُّهَا	هَا	এক	هُ	رَبُّهُ	রব্বু হু	তার রব His Rabb
তাদের (দু'জনের) রব Their (F) (both)'s Rabb	রব্বু হুমা	رَبُّهُمَا	هُمَا	দ্বি	هُمَا	رَبُّهُمَا	রব্বু হুমা	তাদের (দু'জনের) রব Their (both)'s Rabb
তাদের রব Their (F) Rabb	রব্ব হুন্না	رَبُّهُنَّ	هُنَّ	বহু	هُمْ	رَبُّهُمْ	রব্বু হুম	তাদের রব Their Rabb
আপনার রব Your (F) Rabb	রব্বু কি	رَبُّكِ	كِ	এক	كَ	رَبُّكَ	রব্বু কা	আপনার রব Your Rabb
তোমাদের (দু'জনের) রব Your (F) (both)'s Rabb	রব্বু কুমা	رَبُّكُمَا	كُمَا	দ্বি	كُمَا	رَبُّكُمَا	রব্বু কুমা	তোমাদের (দু'জনের) রব Your (both)'s Rabb
আপনাদের রব Your (All) (F) Rabb	রব্বু কুন্না	رَبُّكُنَّ	كُنَّ	বহু	كُمْ	رَبُّكُمْ	রব্বু কুম	আপনাদের রব Your (All) Rabb
আমার রব My Rabb	রব্ব বি	رَبِّي	ي	এক	ي	رَبِّي	রব্ব বি	আমার রব My Rabb
আমাদের রব Our Rabb	রব্বু না	رَبُّنَا	نَا	বহু	نَا	رَبُّنَا	রব্বু না	আমাদের রব Our Rabb

কুরআন মাজিদে দ্বি-বচন এবং স্ত্রী-বাচক শব্দের ব্যবহার কম, তবে স্ত্রী-বাচক এক বচনের ব্যবহার অধিক। তাই প্রাথমিক অনুশীলনের সুবিধার্থে দ্বি-বচন এবং স্ত্রী-বাচক একবচন ছাড়া অন্য স্ত্রী-বাচক শব্দগুলো বাদ দিয়ে উপরের টেবিলটি সংক্ষিপ্ত করা হলো।

স্ত্রী বাচক Feminine مُؤَنَّثٌ				বচন	পুরুষ বাচক Masculine مُذَكَّرٌ			
তার রব Her Rabb	রব্বু হা	رَبُّهَا	هَا	এক	هُ	رَبُّهُ	রব্বু হু	তার রব His Rabb
তাদরে রব Their (F) Rabb	রব্বু হুন্না	رَبُّهُنَّ	هُنَّ	বহু	هُمْ	رَبُّهُمْ	রব্বু হুম	তাদরে রব Their Rabb
আপনার রব Your (F) Rabb	রব্বু কি	رَبُّكِ	كِ	এক	كَ	رَبُّكَ	রব্বু কা	আপনার রব Your Rabb
আপনাদরে রব Your (All) (F) Rabb	রব্বু কুন্না	رَبُّكُنَّ	كُنَّ	বহু	كُمْ	رَبُّكُمْ	রব্বু কুম	আপনাদরে রব Your (All) Rabb
আমার রব My Rabb	রব্ব ই	رَبِّي	ي	এক	ي	رَبِّي	রব্ব ই	আমার রব My Rabb
আমাদরে রব Our Rabb	রব্বু না	رَبُّنَا	نَا	বহু	نَا	رَبُّنَا	রব্বু না	আমাদরে রব Our Rabb

সাধারণ ইসম এবং সর্বনামের স্ট্যাটাস বা অবস্থার সারাংশ ছক:

সংযুক্ত সর্বনাম	শেষাংশের সমাহার (স্ত্রীবাচক বহুবচন)	শেষাংশের সমাহার (পুরুষবাচক বহুবচন)	শেষাংশের সমাহার (দ্বিবচন)	শেষাংশের আওয়াজ (আংশিক নমনীয়)	শেষাংশের আওয়াজ (সম্পূর্ণ অনমনীয়)	শেষাংশের আওয়াজ (সম্পূর্ণ নমনীয়)	
هُوَ	مَسلِماتٌ	مُسلِمُوْنَ	مُسلِمَانِ	يُوسُفُ	مُوسَى	مُسلِمٌ	رفع
ـهُ	مَسلِماتٍ	مُسلِمِيْنَ	مُسلِمَيْنِ	يُوسُفَ	مُوسَى	مُسلِماً	نصب
ـهُ	مَسلِماتٍ	مُسلِمِيْنَ	مُسلِمَيْنِ	يُوسُفَ	مُوسَى	مُسلِمٍ	جر

অনুশীলন ৩.৯ : ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনাম

ইসম এর সাথে সর্বনামটি যুক্ত করুন		ইসম-সর্বনাম বাক্যাংশ থেকে তাদের আলাদা করুন	
বাক্যাংশ ?	পৃথককৃত	পৃথককৃত	বাক্যাংশ
	قُلُوبٌ + هُمْ		أَوْلِيَاؤُهُمْ
	رَسُوْلٌ + هُوَ		أَوْلَادَهُنَّ
	أَيْمانٌ +أَنْتُمْ		وَرَحْمَتُهُ
	رَبٌّ + هِيَ		مَوْتِهَا
	أَمْرٌ + أَنْتَ		أَزْوَاجَهُنَّ
	بَيْتٌ + أَنْتُنَّ		وَالِدَتِي
	نارٌ + أَنْتُما		أَمْوَالَهُمْ
	نارٌ + أَنا		قَلْبِي
	رَسُوْلٍ + هُمْ		وَالِدِهِ
	قَوْمٍ + هُما		وَلِوَالِدَيْكَ
	حَمْدٍ + هُوَ		إِخْوَانُهُمْ
	بَيْتٍ + هُنَّ		صُدُورِكُمْ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ ৬৪:১৫ নিঃসন্দেহ তোমাদের ধনদৌলত ও তোমাদের সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর আল্লাহ্, তাঁরই কাছে রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

অধ্যায় ৪ : বাক্যাংশ – পর্ব ১ (مُرَكَّبَة ناقِصَة) ইসমের স্ট্যাটাসের ব্যবহার

ইসমের বাকি ৩টি বৈশিষ্ট্য অধ্যয়নের পূর্বে আমরা কিছুক্ষণের জন্য একটি বিরতি নেব। এই বিরতিতে আমরা কিছু বাক্যাংশ অধ্যয়ন করার চেষ্টা করব যা আমাদের দেখাবে ইসমের স্ট্যাটাসের ব্যবহারিক বিষয়গুলো। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব যেসব ইসমের নছব এবং জারের একই চেহারা থাকে সেগুলো কিভাবে আলাদা করা যায়। এই বাক্যাংশগুলো শেখার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব কখন ইসমের স্ট্যাটাস নছব হবে এবং কখন সেটা জার হবে।

৪.১ বাক্যাংশ কি ?

শব্দ বাক্যে একক ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে বা অন্য শব্দের সাথে বাক্যাংশ তৈরি করেও ব্যবহৃত হতে পারে। বাক্যাংশ হলো শব্দের চেয়ে সম্প্রসারিত কিন্তু পূর্ণ বাক্যের চেয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। দুই বা ততোধিক শব্দ যখন একসাথে পরস্পরের মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশ করে না তখন সেই শব্দমালা একটি বাক্যাংশ তৈরি করে। একটি বাক্যাংশে শব্দগুলোর মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়। কোনো কোনো বাক্যাংশের শব্দগুলো হতে পারে "ইসম" ও "হরফ" এবং অনেক বাক্যাংশ শব্দগুলো শুধুই

ইসম। শুধু একাধিক "হরফ" শব্দ দিয়ে বাক্যাংশ তৈরি হয় না। প্রাথমিকভাবে ৫টি বাক্যাংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। তবে এই পর্বে পর পর তিনটি বাক্যাংশ অধ্যয়ন করা হবে। এই বাক্যাংশগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ইসম-ইসম বাক্যাংশ এবং (২) হরফ-ইসম বাক্যাংশ। বাক্যাংশগুলো বাক্যে একক সত্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বাক্যাংশ সংযুক্ত হয়ে বাক্যাংশ চেইন গঠন করে। সে ক্ষেত্রেও এই বাক্যাংশ চেইন একক সত্তা হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। ইসমের স্ট্যাটাসের ব্যবহার পর্যবেক্ষনের জন্য তিনটি বাক্যাংশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রথমটি ইসম-ইসম বাক্যাংশ এবং অন্য দুটি হরফ-ইসম বাক্যাংশ।

(১) ইদাফা الإضافة : ইসম-ইসম বাক্যাংশ।
(২) জার ও মাজরুর الجار والمَجْرُورُ : হরফ-ইসম বাক্যাংশ।
(৩) হরফ নছব এবং তার ইসম حَرْفُ النَّصْبِ واسْمُها : হরফ-ইসম বাক্যাংশ।

৪.২ ইদাফা (الإضافة)

৪.২.১ ইদাফার অর্থ এবং গঠন

ইদাফা হলো এমন একটি বাক্যাংশ গঠন যা মালিকানা বা অধীনস্থ সম্পর্ক বর্ণনা করে। বাংলায় দুই শব্দের মধ্যে "এর" যুক্ত করে এটি প্রকাশ করা হয়। যেমন, "আল্লাহ্-এর ঘর" বা "আল্লাহর ঘর"। "এর" এর আগে যে বিশেষ্যটি থাকে তা হল মালিক বা সত্ত্বাধিকারী এবং পরের বিশেষ্যটি যার মালিকানা তা নির্দেশ করে। ফলে "আল্লাহ্-এর ঘর" একটি ইদাফা নির্দেশ করে। ইদাফার দুটি অংশ রয়েছে। "এর" এর আগের অংশকে দ্বিতীয় অংশ বলে যাকে নাম হলো মুদাফ ইলাইহি। "এর" এর পরের অংশটিকে প্রথম অংশ বলা হয় এবং যাকে বলা হয় মুদাফ। আরবীতে বাংলার হিসেবে উল্টা করে লেখা হয়। আক্ষরিকভাবে "আল্লাহ্ এর ঘর" বাক্যাংশকে আরবিতে লেখা হয় "ঘর আল্লাহ্-এর"। অতএব আরবি লেখা হিসেবে উক্ত বাক্যাংশ দ্বিতীয় অংশ হল স্বত্তাধিকারী এবং প্রথম অংশ হল যার মালিকানা। ফলে উক্ত :বাক্যাংশে "ঘর" শব্দটি মুদাফ যা প্রথমে বসবে এবং "আল্লাহ্" শব্দটি মুদাফ ইলাইহি যা পরে বসবে। ইংরেজীতে আরবীর মত লেখা যায়

আল্লাহর বই		
আল্লাহ	এর	বই
মুদাফ ইলাইহি		মুদাফ
مضاف إليه		مضاف

The book of Allah/ Allha's book		
the book	of	Allah
মুদাফ		মুদাফ ইলাইহি
مضاف		مضاف إليه

ইংরেজীতে সাধারণত বাংলার মত লেখা হয়। যেমন the book of Allah কে সাধারণভাবে লেখা হয় Allah's book । আরো উদাহরণ হতে পারে the house of Allah and Allah's house, Pen of mine and my pen, Messenger of Allah and Allah's messenger ইত্যাদি।

নিচের শব্দগুলোতে কোনটি মুদাফ এবং কোনটি মুদাফ ইলাইহি তা নির্দেশ করুন:

আমার বাড়ী	একটি ফিকহ্ –এর বই	তার মতামত
ইংল্যান্ডের রাণী	তাদের কান্না	বাংলাদেশের রাজধানী
তার পরিকল্পনা	জঙ্গলের রাজা	আমাদের মা

৪.২.২ ইদাফার ব্যাকরণ

ইদাফা গঠনে তিনটি ব্যাকরণিক শর্ত পূরণ করতে হয়:
১) মুদাফ-কে অবশ্যই হালকা হতে হবে।
২) মুদাফ "আল" নিতে পারবে না।
৩) মুদাফ ইলাইহি-এর স্ট্যাটাস হতে হবে "জার"।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুদাফ এবং মুদাফ ইলাইহি সবসময় পাশাপাশি থাকবে, তাদের মাঝে অন্য কোনো শব্দ আসতে পারবে না। ইদাফা সংক্রান্ত একটি বিশেষ নোট: আংশিক নমনীয় ইসমগুলো সাধারণত জার অবস্থায় যবর নিয়ে থাকে। কিন্তু দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত ইসমগুলো সম্পূর্ণ নমনীয় হয়ে জার অবস্থায় যের নিয়ে থাকে। প্রথমত সেই আংশিক নমনীয় ইসমগুলোর আগে যদি "আল" সংযুক্ত হয় এবং দ্বিতীয়ত সেই আংশিক নমনীয় ইসমগুলো যদি মুদাফ হয়। এই আলোচনায় উল্লেখিত দ্বিতীয় বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্মরণ করুন যে. মুদাফ ইলাইহি-কে অবশ্যই জার হতে হবে। দেখা যাক ইসম কিভাবে বিভিন্নভাবে জার স্ট্যাটাস প্রদর্শন করে:

সংযুক্ত সর্বনাম	শেষাংশের সমাহার (স্ত্রীবাচক বহুবচন)	শেষাংশের সমাহার (পুরুষবাচক বহুবচন)	শেষাংশের সমাহার (দ্বিবচন)	শেষাংশের আওয়াজ (আংশিক নমনীয়)	শেষাংশের আওয়াজ (সম্পূর্ণ অনমনীয়)	শেষাংশের আওয়াজ (সম্পূর্ণ নমনীয়)	
ـهُ	مُسلِماتٍ	مُسلِمِينَ	مُسلِمَيْنِ	يُوْسُفَ	مُوْسَى	مُسلِمٍ	جر

কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

মুদাফ ইলাইহি
মুদাফকে অনুসরণকারী জার হয়েছে ← | رَسُوْلُ | اللهِ | → মুদাফ
হালকা
- "আল" নেই

আল্লাহ্ – এর রাসুল

মুদাফ ইলাইহি
আংশিক নমনীয় শব্দ, ফলে যবর নিয়ে জার স্ট্যাটাস প্রকাশ করছে ← | جُنُوْدُ | إِبلِيْسَ | → মুদাফ
হালকা
- "আল" নেই

ইবলিসের বাহিনী

মুদাফ ইলাইহি
আংশিক নমনীয় ফলে ফাতহা নিয়ে জার স্ট্যাটাস প্রকাশ করছে। ← | مُسلِمُوْ | مَكَّةَ | → মুদাফ
হালকা হয়েছে "নুন" অপসারণে
- "আল" নেই

মুসার কাওম

মুদাফ ইলাইহি
অনমনীয় শব্দ, ফলে স্ট্যাটাস পরিবর্ত-নের বাহ্যিক প্রকাশ নেই। ← | قَوْمُ | مُوْسى | → মুদাফ
হালকা
- "আল" নেই

মুসার কাওম

নোট: যখন একটি আংশিক নমনীয় বা অনমনীয় শব্দের আগে একটি শব্দ থাকে যা হালকা এবং তাতে "আল" নেই সেক্ষেত্রে একটি ইদাফা তৈরি হয়েছে বলা যেতে পারে, যদিও পরের শব্দটির স্ট্যাসাস তাৎক্ষণিকভাবে জার মনে নাও হতে পারে।

মুদাফ ইলাইহি
সংযুক্ত সর্বনাম যার স্ট্যাটাস জার। ← | رَبَّـ | نا | → মুদাফ
হালকা
- "আল" নেই

মুসার কাওম

নোট: সংযুক্ত সর্বনাম যখন ইসমের শেষে যুক্ত হয় তখন সেটি একটি ইদাফা তৈরি করে।

স্মরণ করুন যে, ইসম হালকা হবার পিছনে গুটিকয়েক কারন রয়েছে। আপনি যদি একটি ইসমকে হালকা হিসেবে পান এবং সেটির সামনে "আল" নেই এবং তার পাশেই আরেকটি ইসম রয়েছে তবে উক্ত দুটি ইসম ইদাফা গঠনের সম্ভবনা রয়েছে যদিও পরের ইসমটির তাৎক্ষণিকভাবে আপনার কাছে জার নাও মনে হতে পারে।
একটি ইসম জার হবার দুটি কারণ রয়েছে: (১) যদি এটি মুদাফ ইলাইহি হয় (২) যদি এটি হরফ জারের পরে বসে।
আগের আলোচনায় ইদাফার বিষয়টি বিভিন্নভাবে এসেছিল। এখন সেই বিষয়গুলো আবার স্মরণ করা যেতে পারে।

(১) ইসম হালকা হবার একটি কারন হল যখন এটি মুদাফ হয়।

(২) আংশিক নমনীয় ইসমগুলো যদি মুদাফ হয় তবে সেগুলো সম্পূর্ণ নমনীয় হয়ে যায়।

(৩) মুদাফ ইলাইহি যদি নির্দিষ্ট হয় তবে মুদাফ ইসমটিও নির্দিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হবে, যা নির্দিষ্ট হবার ৭টি কারনের একটি।

৪.২.৩ ইদাফা চেইন:

চলুন একটি বাক্যাংশ বিবেচনা করি – “ আমার মায়ের খাবার” । লক্ষ্য করুন উক্ত বাক্যাংশে দুটি বাক্যাংশ রয়েছে – আমার মা + মায়ের খাবার । ফলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম বাক্যাংশে “মা” শব্দটি মুদাফ এবং দ্বিতীয় বাক্যাংশে সেটি মুদাফ ইলাইহি । “মা” শব্দটি দুইটি বাক্যাংশের কমন ফ্যাক্টর। ফলে এখানে দুটি ইদাফা একত্রিত হয়ে একটি ইদাফা চেইন তৈরি হয়েছে। এইভাবে দুইয়ের অধিক ইদাফা পাশাপাশি বসে ইদাফা চেইন তৈরি করতে পারে।

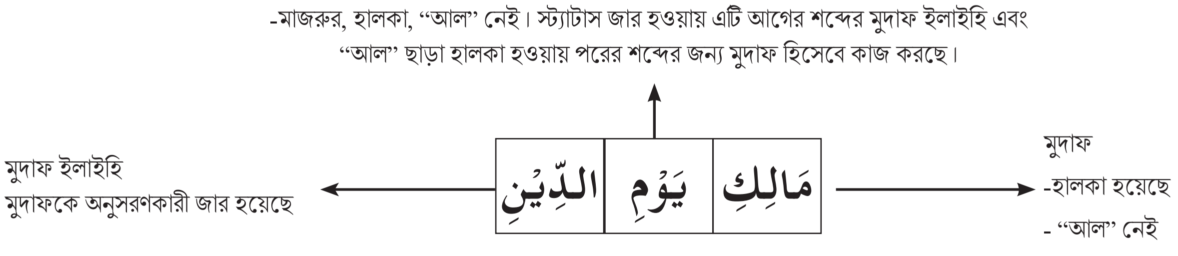

বিচারের দিনের অধিপতি
the Master of the Day of Judgement

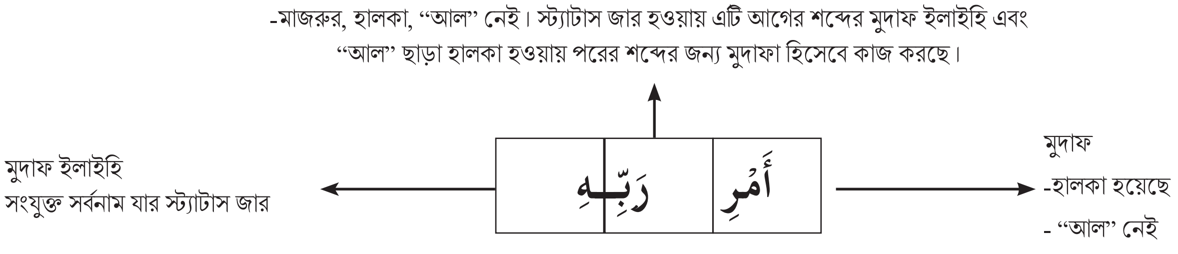

তার রাব্বের আদেশ
His Master’s command

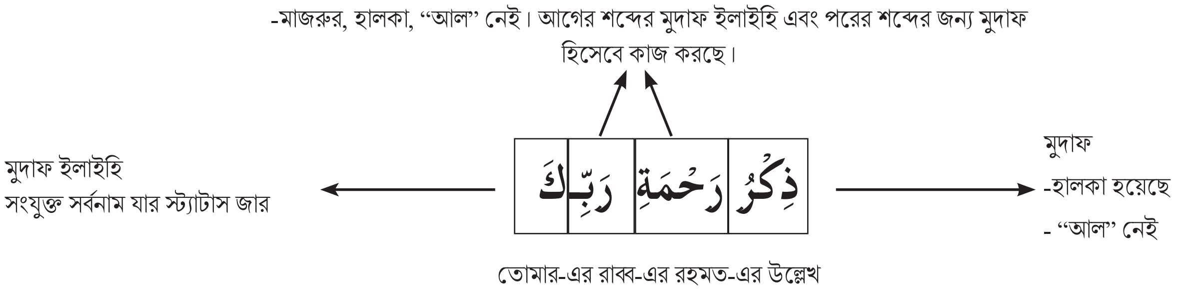

তোমার-এর রাব্ব-এর রহমত-এর উল্লেখ
The mention of the mercy of Master of yours

ইদাফা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়:

(১) প্রথম শব্দটি কি হালকা ?

(২) প্রথম শব্দটি কি “আল” ছাড়া ?

(৩) ঠিক পরের শব্দটি কি মাজরুর ?

উপরের তিনটি প্রশ্নের সবগুলোর উত্তর যদি হয় “হ্যাঁ” তবে এটি ইদাফা অন্যথায় নয়।

- স্মরণ করুন যে ইদাফার যে কোনো স্ট্যাটাস হতে পারে, মুদাফের স্ট্যাটাসটি ইদাফার স্ট্যাটাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- স্মরণ করুন যে আংশিক নমনীয় ইসম ফাতহা নিয়ে জার হয়।
- স্মরণ করুন যে অনমনীয় ইসম জার স্ট্যাটাস দেখাতে পারে না। যদি প্রথম শব্দটি মুদাফের মত মনে হয় তবে পরের শব্দটি যদি অনমনীয় হয় তাহলে সেটিকে জার হিসেবে বিবেচনা করে ইদাফা গঠন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

অনুশীলনী ৪.১ নিচের বাক্যাংশগুলো কি ইদাফা ? যদি হয় তাহলে মুদাফ (এম) এবং মুদাফ ইলাইহিকে (এমআই) হিসেবে লেবেল করুন:

হ্যাঁ / না	مُرسِلُو النَّاقَةِ	হ্যাঁ / না	عَصْفٍ مَأْكُولٍ	হ্যাঁ / না	كِتابُ اللهِ
হ্যাঁ / না	مَوْجٌ كالجِبالِ	হ্যাঁ / না	عِنْدَ رَبِّهِم	হ্যাঁ / না	قَوْمَ يُونُسَ
হ্যাঁ / না	أَمرِ رَبِّهِ	হ্যাঁ / না	جاءَ الْحَقُّ	হ্যাঁ / না	مِنْ قَوْمِ مُوسَى
হ্যাঁ / না	كِتابٌ مَرْقُومٌ	হ্যাঁ / না	بَعْدَ الْذِّكْرى	হ্যাঁ / না	غَيْبُ السَّمٰواتِ

৪.২.৪ স্পেশাল ইদাফা

আরবিতে বেশকিছু শব্দ রয়েছে যারা সবসময় মুদাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সেগুলো মালিকানা সংক্রান্ত অর্থ প্রকাশ করে না। এই শব্দমালা অর্থ সহ **মুখস্ত** করতে হবে।

মধ্যকার between	بَيْنَ	সামনে in front of	أَمامَ	উপরে above	فَوْقَ
চারপাশে around/ surrouding	حَوْلَ	পিছনে behind	خَلْفَ	নিচে under	تَحْتَ
কাছে/আছে with/at/by	عِنْدَ	ঠিক সামনে right in front of	قُدّامَ	আগে before	قَبْلَ
সাথে/সমর্থনে with/ in support of	مَعَ	অনেক পিছনে far behind	وَراءَ	পরে after	بَعْدَ
বিশেষভাবে হতে especially from	مِنْ لَّدُنْ	উপস্থিতিতে in the presence of	لَدَى	পাশাপাশি/এছাড়া/হীনতর beside/other than/less than	دُونَ

উপরের ছকের শব্দগুলো মানছুব বা নছব অবস্থায় থাকে যদি না তাদের আগে হরফ জার আসে। স্পেশাল মুদাফের এই শব্দগুলোর আরবি টার্ম হলো জরফ (ظَرْف), যার অর্থ সময় এবং/বা স্থান। লক্ষ্য করুন যে, লাদুন (لَدُنْ) সবসময় মিন (مِنْ) এর পরে আসে। মিন এখানে হরফ জার। লাদুন এবং মিন একসাথে মিলে একটি জরফ তৈরি করে।

কিছুটা some of	بَعْضُ	যে কোনো, কোনটি any, which	أَيُّ	সব, প্রত্যেক all, each, every	كُلُّ
মতো like	مِثْلُ	একই the same	نَفْسُ	ব্যাতীত other than, non	غَيْرُ

উপরের স্পেশাল মুদাফগুলো সময় বা স্থান নির্দেশ করে না এবং এগুলো যেকোন স্ট্যাটাসে আসতে পারে।

৪.২.৫ বিশেষ ৫টি ইসম

৫টি বিশেষ ইসম রয়েছে যারা সাধারণত মুদাফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এদের বিশেষত্ব হলো এরা যখন একবচনে মুদাফ হিসেবে আসে তখন এগুলোর শেষাংশগুলো বিশেষভাবে তাদের স্ট্যাটাস প্রকাশ করে। বিভিন্ন স্ট্যাটাসে মুদাফ হিসেবে তাদের শেষাংশগুলো হবে:

- রফা বা মারফুউ অবস্থায় সাধারণত শেষ হবে দাম্মাহ বা পেশ এবং তারপর “ওয়া”, অর্থাৎ “ওয়া” মাদ দিয়ে শেষ হবে।
- নছব বা মানছুব অবস্থায় সাধারণত শেষ হবে ফাতহা বা যবর এবং তারপর “আলিফ”, অর্থাৎ “আলিফ” মাদ দিয়ে শেষ হবে।
- জার বা মাজরুর অবস্থায় সাধারণত শেষ হবে কাসরা বা যের এবং তারপর “ইয়া”, অর্থাৎ “ইয়া” মাদ দিয়ে শেষ হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এগুলো হবে যখন এই ইসমগুলো মুদাফ হিসেবে ইদাফা বাক্যাংশে আসবে। যদি এগুলো মুদাফ না হয় তবে অন্যান্য সাধারণ ইসমের মতো এগুলো স্ট্যাটাস প্রদর্শন করবে। যদি দ্বিবচন এবং বহুবচন হয় তখনও সাধারণ ইসমের মতো এগুলো স্ট্যাটাস প্রদর্শন করবে। যেমন: عَلَىٰ أَبَوَيْكَ   عَلَىٰ إِخْوَتِكَ

শব্দগুলো যখন মুদাফ (مضاف)			অর্থ	নন মুদাফ অবস্থা
জার (جر)	নছব (نصب)	রফা (رفع)		
أَبِي	أَبا	أَبُو	পিতা	أَبٌ
أَخِي	أَخا	أَخُو	ভাই	أَخٌ
حَمِي	حَما	حَمُو	শ্বশুড়	حَمٌ
فِي	فا	فُو	মুখ	فَمٌ
ذِي	ذا	ذُو	অধিকারী	---

লক্ষ্য করুন উপরের ছকের শেষ শব্দটির নন-মুদাফ ফর্মটি নেই। ফলে এই শব্দটি শুধুমাত্র মুদাফ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। শব্দটির স্ত্রী-বাচক ভার্সন হলো (ذاتُ / ذاتَ / ذاتِ) । এই ভার্সনগুলোও শুধুমাত্র মুদাফ হিসেবে আসে; তবে এগুলো সাধারণ ইসমের মত স্বাভাবিকভাবে স্ট্যাটাস প্রদর্শন করছে।

অনুশীলনী ৪:২ নিচের ছকে মুদাফের নিচে একটি এবং মুদাফ ইলাইহির নিচে দুটি আন্ডারলাইন করুন। মুদাফটির স্ট্যাটাস নির্ণয় করুন :

রা / ন / জা	إِلَى ذِي العَرْشِ	রা / ন / জা	مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْبًا	রা / ন / জা	وَاللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ
রা / ন / জা	كانَ ذا قُرْبَى	রা / ন / জা	لَيُسُفُ وأَخُوهُ	রা / ন / জা	بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ

৫টি বিশেষ ইসম: কুরআন থেকে উদাহরণ:

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ (১২:০৮) যখন তারা বললঃ অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ (১২:৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললঃ হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি। এই আমাদের প্রদত্ত পন্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ।

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ (৫:৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ (১২:৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেনঃ যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলিঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ (১২ :৯০) হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে।

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٤١﴾ (১৩: ৪১)সত্যের আহবান একমাত্র তাঁরই এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায়। অথচ পানি কোন সময় পৌঁছাবে না। কাফেরদের যত আহবান তার সবই পথভ্রষ্টতা।

অধ্যায় ৫ : আরবি হরফ

৫.১ ভূমিকা

আরবিতে হরফ হলো এমন একটি শব্দ যা কোনো সম্পূণ অর্থ বহন করে না যতক্ষণ না তার পরে অন্য একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় হরফটি সাধারণত শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়ে অর্থবোধক হয়ে উঠে। যেমন মসজিদের দিকে। এখানে “দিকে” শব্দটি হলো হরফ। আরবিতে এটি হবে إلى المسجد , যেখানে إلى হলো হরফ, যা বসেছে المسجد শব্দের আগে। বিভিন্ন ধরনের হরফ রয়েছে। কিছু হরফ শুধুমাত্র ইসম এর সাথে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু ফি'ল এর সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

<u>ইসম সাথে ব্যবহৃত হরফ:</u>

হরফ জার [ب ت ك ل و مِنْ فِيْ عَنْ حَتّٰى عَلٰى إِلٰى]

এবং হরফ নছব [إِنَّ أَنَّ كَأَنَّ بِأَنَّ لَـٰكِنَّ لَعَلَّ لَيْتَ]

<u>ফি'ল এর সাথে ব্যবহৃত হরফ:</u>

হালকা করণ (মানছুব) হরফ: [أَنْ لَنْ لِكَيْ (لِ, كَيْ, لِكَيْ) إِذًا / إِذَنْ حَتّٰى]

হালকাতম করণ (মাজযুম) হরফ: [إِنْ لَمْ لَمَّا لِ (وَلْ , فَلْ, لِ)]

<u>প্রশ্ন-বোধক হরফ:</u> (أَ هَلْ)

<u>সংযুক্তির হরফ:</u> (أَوْ أَم وَ ثُمَّ بَلْ)

<u>শর্তের হরফ:</u> (إِنْ مَنْ ما إذا لَوْ)

<u>নিরপেক্ষ হরফ:</u> (إِنَّما لَكِنْ)

প্রথমত আমরা ইসম এর সাথে ব্যবহৃত হরফগুলোর সাথে পরিচিত হবো। এগুলো ইসমের আগে বসে হরফ-ইসম বাক্যাংশ গঠন করে। ইসমের সাথে ব্যবহৃত হরফগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) হরফ জার – এই হরফগুলো সাথের ইসমকে জার করে দেয়, (২) হরফ নছব – এই হরফগুলো এর সাথে সম্পর্কিত ইসমকে নছব করে বাক্যাংশটি গঠন করে। এখানে শুধু কুরআনে ব্যবহৃত হরফগুলো বিবেচনায় আনা হবে।

৫.২ হরফ জার:

আরবি ভাষায় ১৭টি হরফ জার থাকলেও কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ১১টি। এগুলো হলো:

(ب ت ك ل و مِنْ فِيْ عَنْ حَتّٰى عَلٰى إِلٰى)

ইসমের সাথে মিলে এইসব হরফ যে বাক্যাংশ তৈরি করে তাকে **<u>জার-মাজরুর</u> [الجار والمَجْرُورُ]** বাক্যাংশ বলা হয়। এই বাক্যাংশ

গঠনের নিয়ম হলো: হরফ জার এর সাথে সম্পর্কিত ইসমটি এর ঠিক পরেই অবস্থান করবে, ইসমটির স্ট্যাটাস জার হবে এবং এই ইসমটিকে মাজরুর বলা হয় । দূরের কোনো ইসমের সাথে এটি বাক্যাংশ গঠন করে না। এই হরফগুলো ফি'ল বা অন্য কোনো হরফের আগে বসে না।

আরবি ভাষায় ১৭টি হরফ জার

I swear by وَ	For (possession) لَ	Like (comparison) كَ	I swear (by Allah only) تَ	With بَ

Except خَلا	Since مُذْ	Since/For مُنْذُ

Except عَدا	From مِنْ	Except حاشا	May be رُبَّ

To/Towards إلى	Until حَتَّى	On/Upon/Against عَلى	About/Away from عَنْ	In فِي

**প্রথম সারির শব্দগুলো এর পরে আসা ইসমটির সাথে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

হরফ জার সংক্রান্ত বিশেষ নোট:

- যখন সর্বনামের সাথে যুক্ত হয় তখন ل উচ্চারিত হয় لَ অন্যথায় উচ্চারণ لِ। যেমন: لَكُمْ বনাম لِرَسُولٍ
- হরফ জারের ل এর সাথে জোর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ل কনফিউজ করা যাবে না। জোর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ل এর পরের ইসমটি জার হয় না। যেমন: لَنَحْنُ - অবশ্যই, আমরা শপথ করছি, আমরা....। لَنا – আমদের জন্য [হরফ জার]
- শপথের জন্য ব্যবহৃত و এবং সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত و এর মধ্যে কনফিউজড হওয়া যাবে না।
- যখন مِنْ এবং عَنْ সংযুক্ত হয় ما এর সাথে তখন লেখা হয় مِمَّا এবং عَمَّا। যদি ما এর অর্থ "কি" হয় অর্থাৎ প্রশ্নবোধক, সেক্ষেত্রে আলিফ মাদ থাকবে না। হবে مِمَّ এবং عَمَّ। عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (৭৮:১), فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (৮৬:৫)
- যখন عَلَى এবং إِلَى হরফ জার সর্বনামের সাথে সংযুক্ত হয় তখন عَلَى এবং إِلَى এর শেষে আলিফ মাকসুরাটি ي হয়ে উচ্চারিত হয় عَلَيْهِ إِلَيْهِ।

কুরআন থেকে উদাহরণ:

উদাহরণ	অর্থ	হরফ	উদাহরণ	অর্থ	হরফ
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ	From হতে	مِنْ	بِسْمِ اللَّهِ	with, in সাথে, মধ্যে	ب
فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا	In মধ্যে	فِي	قَالُوا تَاللَّهِ	oath শপথ	ت
رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	About সম্পর্কে	عَنْ	كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ	like মতো	ك
حَتَّىٰ حِينٍ	until যতক্ষণ	حَتَّى	لِّكُلِّ هُمَزَةٍ	For জন্য	ل
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	On উপরে	عَلَى	وَالْعَصْرِ	oath শপথ	و
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	to, toward দিকে	إِلَى			

অনুশীলনী ৫.১ : হরফ জার বাক্যাংশগুলো সনাক্ত করুন:

১	بِالْحَقِّ	২	كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ	৩	بِحَمْدِ رَبِّكَ	৪	بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
৫	لِّكُلِّ هُمَزَةٍ	৬	مِّنْ خَوْفٍ	৭	فِي جِيدِهَا	৮	فِي دِينِ اللَّهِ
৯	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ	১০	عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	১১	وَمِن شَرِّ	১২	مَعَ الْعُسْرِ
১৩	بِأَصْحَابِ الْفِيلِ	১৪	لِرَبِّكَ	১৫	حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ	১৬	مَنْ أَعْطَىٰ

৫.৩ হরফ নছব:

আরবি ব্যাকরণে এই হরফগুলো অন্য নামে [الْحُروف الْمُشَبَّهَة بِالْفِعْل ক্রিয়ার মতো অব্যয়সমূহ] পরিচিত হলেও এই কোর্সে দ্রুত বোঝার জন্য এর নামকরণ করা হয়েছে হরফ নছব। কুরআন মজিদে ব্যবহৃত এই হরফগুলো হলো:

[إِنَّ أَنَّ كَأَنَّ بِأَنَّ لَٰكِنَّ لَعَلَّ لَيْتَ]

ইসমের সাথে মিলে এইসব হরফ যে বাক্যাংশ তৈরি করে তাকে **হরফ নছব এবং তার ইসম** [حَرْفُ النَّصْبِ واسْمُها] বাক্যাংশ বলা হয়। এই বাক্যাংশ গঠনের নিয়ম হলো: (১) হরফ নছব এর সাথে সম্পর্কিত ইসমটি এর ঠিক পরে থাকতে পারে অথবা দূরেও অবস্থান করতে পারে এবং (২) ইসমটি নছব হবে। হরফ নছব এর ইসম যদি দূরে অবস্থান করে তবে দুইয়ের মাঝে কি থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তীতে জানা যাবে, ইন-শায়া আল্লাহ্।

উদাহরণ	অর্থ	হরফ	উদাহরণ	অর্থ	হরফ
ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ২:১৭৬ তা এই কারণে যে, আল্লাহ যথার্থরূপে কিতাব নাযিল করেছেন।	because যেহেতু, কারণ, কেননা, দরুন, সে-কারণে	بِأَنَّ	১০৩:২ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ নিঃসন্দেহ মানুষ আলবৎ লোকসানে পড়েছে, --	certainly, for sure অবশ্যই, নিশ্চয়ই	إِنَّ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ২:২৪৩ কিন্তু অধিকাংশ লোকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।	however কিন্তু, যা-হউক, তৎসত্ত্বে	لَٰكِنَّ	৮০:২৫ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ (নিশ্চয়) যে আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি।	(certainly) that (নিশ্চয়ই) যে	أَنَّ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ২:১৮৫....আর তোমরা যাতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।	so that, hopefully, maybe যাতে, আশা করা যায়, হতে পারে/সম্ভবতঃ	لَعَلَّ	৪১:৩৪.... كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ সে যেন ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু।	as though, as if এমন যেন, এমন যে	كَأَنَّ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ৭৮:৪০ আর অবিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে -- ''হায় আমার আফসোস! আমি যদি ধুলো হয়ে যেতাম!''	alas (express regret) হায়রে (খেদ-প্রকাশ)	لَيْتَ			

অনুশীলনী ৫.২ : হরফ নছব বাক্যাংশগুলো সনাক্ত করুন:

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا	১	إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ	২	إِنَّهَا عَلَيْهِم	৩	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ	৪
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ	৫	لَن نَّدْعُوَ	৬	إِنَّ شَانِئَكَ	৭	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم	৮
إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا	৯	لَهُ وَلِيًّا	১০	وَصَدَّقَ	১১	أَن لَّن يَقْدِرَ	১২
إِنَّا جَعَلْنَا	১৩	إِنَّ الْإِنسَانَ	১৪	مَن بَخِلَ	১৫	نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ	১৬
أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ	১৭	أَنَّ مَالَهُ	১৮	إِنَّ هَٰذَا	১৯	إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	২০

হরফ নসবের সাথে সম্পর্কিত ইসমটির অনুবাদ: হরফ নসবের সাথের সম্পর্কিত ইসমটি নছব ফর্মে হবে, কিন্তু অনুবাদ করতে হবে রফা ফর্মের অর্থে। যেমন সর্বনামের ক্ষেত্রে বাংলায় "আমি" হল রফা, "আমাকে" হল নছব এবং "আমার" হল জার। এখন হরফ নছব ইন্না-এর অর্থ হল নিশ্চয়ই। ইন্না + আনা = ইন্না + নি = ইন্নানি (إِنَّنِي / إِنِّي) - এর অনুবাদ কি হবে? নছব অর্থে অনুবাদ করলে হবে "নিশ্চয়ই আমাকে" কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ হবে "নিশ্চয়ই আমি"। একই ভাবে ইন্নাহু (إِنَّهُ) -এর অনুবাদ হবে "নিশ্চয়ই সে", এটির অনুবাদ হবে না " নিশ্চয়ই তাকে"। হরফ নসবের ইসমটি অর্থগত ভাবে রফা কিন্তু লিখতে হয় নছব ফর্মে। বাক্য গঠন অধ্যায়ে বিষয়টি আবার আলোচিত হবে, ইন-শায়া-আল্লাহ্। এটি একটি ব্যতিক্রমভাবের নিয়ম এবং আরবি ব্যাকরণে এই ধরনের ব্যতিক্রম নিয়মের ব্যবহার রয়েছে।

৫.৪ হরফ জার এবং হরফ নছব এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম

হরফ জার এর সাথে সর্বনামের জার ভার্সন যুক্ত হবে এবং হরফ নছব এর সাথে সর্বনামের নছব ভার্সন যুক্ত হবে। ১৪টি সর্বনামের মধ্যে ১৩টি সর্বনামেরই জার এবং নছব ভার্সন একই। শুধু أَنَا এর ক্ষেত্রে জার হলো ي এবং নছব হলো نِي।

সর্বনাম أَنَا –এর নছব ফর্ম হলো نِي এবং نَحْنُ এর নছব ফর্ম نا। যখন হরফ নছব এর সাথে এই সর্বনাম দুটি সংযুক্ত হয় তখন এগুলোকে সম্পূর্নভাবে লেখা যায় অথবা ن কে বাদ দেয়া যায়। إِنَّنِي অথবা إِنِّي এবং إِنَّنَا অথবা إِنَّا। দুইটির ব্যবহার কুরআনে রয়েছে। যেমন:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا ৩:১৬ ''যারা বলে -- 'আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয়ই ঈমান এনেছি,....

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ ৯৭:১ নিঃসন্দেহ আমরা এটি অবতারণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে৷

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ২০:১২ ''নিঃসন্দেহ আমি, আমিই তোমার প্রভু, অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল,...

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ ২০:১৪ ''নিঃসন্দেহ আমি, আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেজন্য আমার উপাসনা করো, আর আমাকে মনে রাখার জন্যে নামায কায়েম করো৷

১১টি হরফ জার এর মধ্যে ৭টির সাথে সংযুক্ত সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। পূর্বে আলোচিত সর্বনামের সংক্ষিপ্ত ছকের আলোকে ৭টি হরফ জার এবং হরফ নছব এর সাথে সংযুক্ত সর্বনামের ব্যবহার অনুশীলনের জন্য লিপিবদ্ধ করা হলো, যা কুরআনে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে।

৫.৪.১ হরফ জার [حرف جار_সম্বন্ধসূচক অব্যয়] এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম:

إِلَى to, toward দিকে	عَلَى On উপরে	فِي In মধ্যে	بِ with, in সাথে, মধ্যে	عَنْ About সম্পর্কে	مِنْ From হতে	لِ For জন্য	
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	السَّلَامُ عَلَيْكُمْ	فِي سَبِيلِ اللهِ	بِسْمِ اللهِ	رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.	
إِلَيْهِ	عَلَيْهِ	فِيهِ	بِهِ	عَنْهُ	مِنْهُ	তার জন্য	لَهُ
إِلَيْهِم	عَلَيْهِم	فِيهِم	بِهِم	عَنْهُم	مِنْهُم	তাদের জন্য	لَهُم
إِلَيْكَ	عَلَيْكَ	فِيكَ	بِكَ	عَنْكَ	مِنْكَ	তোমার জন্য	لَكَ
إِلَيْكُم	عَلَيْكُم	فِيكُم	بِكُم	عَنْكُم	مِنْكُم	তোমাদের জন্য	لَكُم
إِلَيَّ	عَلَيَّ	فِيَّ	بِي	عَنِّي	مِنِّي	আমার জন্য	لِي
إِلَيْنَا	عَلَيْنَا	فِينَا	بِنَا	عَنَّا	مِنَّا	আমাদের জন্য	لَنَا
إِلَيْهَا	عَلَيْهَا	فِيهَا	بِهَا	عَنْهَا	مِنْهَا	তার (স্ত্রী) জন্য	لَهَا

৫.৪.২ হরফ নছব [الْحُروف الْمُشَبَّهَة بِالْفِعْل ক্রিয়ার মতো অব্যয়সমূহ] এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম:

لَيْتَ alas (express regret) হায়রে (এক্সপ্রেস খেদ)	لَعَلَّ so that, hope- fully, maybe যাতে, আশাকরা যায়, হতে পারে/সম্ভবতঃ	لٰكِنَّ however কিন্তু, যা-হউক, সত্বেও	بِأَنَّ because যেহেতু, কারণ, কেননা, দরুন, সে-কারণে	كَأَنَّ as though, as if এমন যেন, এমন যে	أَنَّ that যে	إِنَّ certainly, for sure অবশ্যই, নিশ্চয়ই	
قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ	ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ	ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ	كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ	أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ	إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ	
لَيْتَهُ	لَعَلَّهُ	لٰكِنَّهُ	بِأَنَّهُ	كَأَنَّهُ	أَنَّهُ	নিশ্চয়ই সে	إِنَّهُ
لَيْتَهُمْ	لَعَلَّهُمْ	لٰكِنَّهُمْ	بِأَنَّهُمْ	كَأَنَّهُمْ	أَنَّهُمْ	নশ্চিয়ই তারা	إِنَّهُمْ
لَيْتَكَ	لَعَلَّكَ	لٰكِنَّكَ	بِأَنَّكَ	كَأَنَّكَ	أَنَّكَ	নিশ্চয়ই তুমি	إِنَّكَ
لَيْتَكُمْ	لَعَلَّكُمْ	لٰكِنَّكُمْ	بِأَنَّكُمْ	كَأَنَّكُمْ	أَنَّكُمْ	নিশ্চয়ই তোমরা	إِنَّكُمْ
لَيْتَنِي	لَعَلِّي	لٰكِنَّنِي	بِأَنَّنِي	كَأَنَّنِي	أَنَّنِي / أَنِّي	নিশ্চয়ই আমি	إِنَّنِي / إِنِّي
لَيْتَنَا	لَعَلَّنَا	لٰكِنَّنَا/لٰكِنَّا	بِأَنَّنَا	كَأَنَّنَا	أَنَّنَا / أَنَّا	নিশ্চয়ই আমরা	إِنَّنَا / إِنَّا
لَيْتَهَا	لَعَلَّهَا	لٰكِنَّهَا	بِأَنَّهَا	كَأَنَّهَا	أَنَّهَا	নিশ্চয়ই (সে (স্ত্রী	إِنَّهَا

অনুশীলনী ৫.৩: হরফ জার এবং হরফ নছব এর সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলো একসাথে অনুবাদ করুন:

আপনার জন্য	لَكَ	১		عَلَيَّ	২		بِي	৩
	عَنَّا	৪		كَأَنَّهُمْ	৫		إِنَّنِي	৬
	إِنَّهُ	৭		بِهِ	৮		إِلَيهَا	৯
	فِيَّ	১০		إِنَّا	১১		لَعَلَّكُمْ	১২

ব্যাকরণিক তাৎপর্য - ০২

দুইজন মিলে একটি দল

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

সূরা আশ-শো'আরা ২৬:১৬ অতএব তোমরা দুইজন ফেরআউনের কাছে যাও এবং বল (তোমরা দুইজন), নিশ্চয় আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল।

إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

رَسُوْلَانِ – رَسُوْلَا

আল্লাহ্ মুসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ)-কে ফিরাউনের কাছে গিয়ে বলতে বলছেন যে, আমরা আলআমিনের রাব্বের রাসুল। এখানে যেহেতু দুইজনকে বলা হচ্ছে সেহেতু ইস্‌ম এবং ফি'লগুলোতে দ্বিবচন ব্যবহৃত হবার কথা। সেই অনুযায়ী দুটি ফি'ল শব্দে (فَقُولَا فَأْتِيَا) দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে। হরফ নছবের সাথে ব্যবহৃত সর্বনামটিও দ্বিবচন ধরা যায় (إِنَّا)। এর পরের ইসমটি দ্বিবচন আশা করা হয়েছিল [إِنَّا رَسُولَا رَبِّ الْعَالَمِينَ] (رَسُوْلَا)। কিন্তু এখানে একবচন (رَسُولُ) ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনের সমালোচকরা এটি ভুল বলার চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য দ্বিবচনের স্থলে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত তাঁরা দুইজন হাজির হয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের বক্তব্য এক এবং ভিন্ন। ফলে তাঁদের দুইজনের মধ্যে ভিন্ন কিছু পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত ফিরাউনের প্রসাদে মুসা (আঃ) পূর্বে রাজপুত্রের মর্যাদায় লালিত পালিত হয়েছিলেন। হারুণ (আঃ)-এর স্ট্যাটাস সেটা নয়। কিন্তু তাঁরা এখন দুইজনই আল্লাহর রাসুল হিসেবে হাজির হয়েছেন। কাজেই, তাঁদের উভয়কেই প্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। ফলে এখানে একবচনের ব্যবহার বক্তব্যটি সম্পন্ন করছে।

অনুশীলনী ৫.৪: সংযুক্ত সর্বনাম এবং হরফ সনাক্তকরণ- কুরআন থেকে

নিচে কুরআন থেকে নেয়া অংশে হরফ জার-কে "J ", হরফ নছব-কে "N" লিখে মার্ক করুন এবং সংযুক্ত সর্বনামগুলো সার্কেল করুন।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ
هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ
عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلٰٓى
اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ۬ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۗ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا
نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا
الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ
فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ
لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ
مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَآ اَضَآءَ
لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

বাইয়্যিনাহ্

ড্রীম বাঙলা

প্রথম পর্ব : দ্বিতীয় সেকশন

বইটির লেকচার রেকর্ডিং ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে
লেকচার রেকর্ডিং এর সূচিপত্র এবং লেকচার অনুযায়ী
বইটির সফট কপি পেতে পারেন নিচের ওয়েব লিংকে

http://albalaghulmubin.org

উস্তাদ নোমান আলী খাঁনের বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম ক্যারিকুলাম অনুসারে

বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম বাঙলা

ক্লাসিক্যাল আরবির মৌলিক বিশ্লেষণ (কুরআনিয় আরবি ব্যাকরণ)

প্রথম পর্ব : দ্বিতীয় সেকশন

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**অধ্যায় ৯: আরবি শব্দের অর্থ শেখা**	১১২
২	৯.১ ইসম এবং ফি'ল–এর অর্থ	১১২
৩	৯.১.১ ইসম–ফি'ল শব্দের মডেল	১১৪
৪	৯.১.১.১ মিনি সর্ফ টেবিল	১১৪
৫	৯.১.২ কুরআনে বেশি ব্যবহৃত কিছু সাধারণ তিন বর্ণের মুজাররাদের মিনি সর্ফ টেবিল	১১৭
৬	৯.১.৩ মুজাররাদের মিনি সর্ফ থেকে নমুনা সংক্ষিপ্ত মেগা সর্ফ	১১৮
৭	৯.১.৪ মাজিদ ফিহি ফি'ল	১১৯
৮	৯.১.৪.১ তিন বর্ণের মুজাররাদ এবং মাঝিদ ফিহি–এর মডেল ছক	১১৯
৯	৯.১.৪.২ কুরআন মাজিদে বেশি ব্যবহৃত মাঝিদ ফিহি ফর্মগুলোর পরিসংখ্যন	১২১
১০	৯.১.৪.৩ বিভিন্ন মুজাররাদ থেকে মাঝিদ ফিহি–এর গঠন এবং অর্থের বিভিন্নতা	১২২
১১	৯.১.৪.৪ তিন বর্ণের মাঝিদ ফিহি–এর নমুনা মিনি সর্ফ টেবিল	১২৩
১২	৯.১.৪.৫ কুরআনে বেশি ব্যবহৃত কিছু সাধারণ তিন বর্ণের মাঝিদ ফিহি–এর মিনি সর্ফ টেবিল	১২৪
১৩	৯.১.৫ ফি'ল ইসম মডেল থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন ধরনের ইসম	১২৫
১৪	৯.১.৫.১ ইসম জরফ (إِسْم ظَرْف)	১২৫
১৫	৯.১.৫.২ ইসম আলা বা যন্ত্র বিশেষ্য اسم آلة	১২৭
১৬	৯.১.৫.৩ ইসম ছিফাহ্ বা বিশ্লেষণমূলক বিশেষ্য اسم صفة	১২৭
১৭	৯.১.৫.৪ ইসম মুবালাগা বা অতিশয়োক্তি বিশেষ্য اسم مبالغة [Hyperbolized Noun]	১২৮
১৮	৯.১.৫.৫ ইসম তাফদিল বা তুলনামূলক ডিগ্রী ইসম	১২৮
১৯	৯.১.৫.৬ ইসম তাসগির বা ক্ষুদ্রতম ভার্সন প্রকাশক ইসম اسم تصغير সঙ্কুচিত বিশেষ্য	১৩০
২০	৯.১.৫.৭ মুজাররাদ থেকে উদ্ভুত ৫ ধরনের ইসমের ছাঁচ এবং উদাহরণ	১৩০
২১	৯.২ ফি'ল – ইসমের বিভিন্ন সর্ফ মডেল	১৩১
২২	৯.৩ ইসম أسماء এবং ফি'ল أفعال শব্দগুলোর মধ্যে দ্রুত পার্থক্যকরণ কিছু টিপস্	১৩২
২৩	৯.৪ অভিধান থেকে ক্রিয়ামূল মিলিয়ে শব্দের অর্থ বের করা।	১৩২
২৪	**অধ্যায় ১০ : আরবি বাক্য**	১৩৩
২৫	১০.১ মৌলিক জুমলাহ্ ইসমিয়্যাহ্	১৩৩
২৬	১০.১.১ সাধারণ জুমলা ইসমিয়্যাহ্ الجُمْلَةُ الاسْمِيَّةُ এর কাঠামো	১৩৩

২৭	১০.১.২ যখন মুবতাদার বিপরীতে শুধু মুতায়াল্লিক বিল খবর থাকে কিন্তু খবর প্রকাশ্যে থাকে না	১৩৫
২৮	১০.১.৩ হরফ নছব মুবতাদা বাক্যে উহ্য খবর	১৩৬
২৯	১০.১.৪ হরফ নছব মুবতাদা বাক্যে জোর প্রদানের “লাম”-এর ব্যবহার	১৩৬
৩০	১০.১.৫ বাক্যে আল্লাহ্’র গুনবাচক নামের ব্যবহার	১৩৬
৩১	১০.১.৬ জুমলাহ্ ইসমিয়্যাহ্’র কাঠামোগত ক্রমে ব্যতিক্রম বাক্য	১৩৬
৩২	১০.১.৭ মালিকানা নির্দেশ করতে মুতায়াল্লিক বিল ফিল মুবতাদার আগে বসে এবং মুবতাদাটি হয় নাকিরাহ্	১৩৮
৩৩	১০.১.৮ জুমলাহ্ ইসমিয়্যাহ্’র ভিন্ন অনুবাদ	১৩৯
৩৪	১০.২ জুমলাহ্ ফি’লীয়্যাহ্ **جملة فِعلِيَّة**	১৩৯
৩৫	১০.২.১ জুমলাহ্ ফি’লীয়্যাহ্ –এর কাঠামো	১৩৯
৩৬	১০.২.২.জুমলাহ্ ফি’লীয়্যাহ্ –এর অংশগুলোর ক্রম	১৪২
৩৭	১০.৩ যৌগিক বাক্য **Embedded Sentence**	১৪৪
৩৮	১০.৩.১ যৌগিক বাক্যের কাঠামো চিত্র	১৪৫
৩৯	**অধ্যায় ১১: কর্মবাচ্য ফি’ল الفِعلُ المَبنِيُّ لِلمَجهُولِ এর পরিচিতি**	১৪৬
৪০	১১.১ সূচনা	১৪৬
৪১	১১.২ কর্মবাচ্য বাক্যের কাঠামো	১৪৬
৪২	১১.৩ :সকর্মক **Transitive مُتَعَدّ** বনাম অকর্মক **Intransitive لازِم**	১৪৭
৪৩	১১.৪ কর্তৃবাচ্য বনাম কর্মবাচ্য	১৪৮
৪৪	১১.৫ কর্মবাচ্যের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব	১৪৮
৪৫	১১.৬ কর্তা (ফাইল **فاعل**) বনাম কৃত (নায়েবুল ফাইল **نائب الفاعل**)	১৫০
৪৬	১১.৭ জুমলাহ্ ফি’লীয়্যাহ্ এবং কর্মবাচ্য	১৫০
৪৭	১১.৭.১ অতীতকাল কর্মবাচ্য ফি’ল কিভাবে তৈরি করা হয়	১৫০
৪৮	১১.৭.২ অনাতীতকাল কর্মবাচ্য ফি’ল কিভাবে তৈরি করা হয়	১৫২
৪৯	১১.৭.৩ কর্মবাচ্য ফি’ল সনাক্ত করার কিছু টিপস	১৫৩
৫০	১১.৭.৪ কর্মবাচ্য ফি’ল এর ইরাব বিশ্লেষণ	১৫৩
৫১	১১.৭.৫ দুইটি মাফউল বিহি নিতে সক্ষম সকর্মক ক্রিয়া **الفعل المتعدى لمفعولين**	১৫৪
৫২	১১.৮ কর্মবাচ্য ফি’ল এর সারাংশ	১৫৪
৫৩	১১.৯ কুরআনে বেশি ব্যবহৃত কিছু মুজাররদ এবং মাযিদ ফিহি ফি’ল এর কর্তৃবাচ্য-কর্মবাচ্য রূপের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ	১৫৭

৫৪	**অধ্যায় ১২: অসম্পূর্ণ ফি'ল (الأَفْعالُ الناقِصَةُ)**	১৫৮
৫৫	১২.১ সূচনা	১৫৮
৫৬	১২.২ কানা এবং এর ভগ্নিরা Kana and her sisters كان وأخواتها	১৫৮
৫৭	১২.২.১ বিভিন্ন হরফ বা অব্যয় এর সাথে كَانَ কানা'র ব্যবহার	১৫৯
৫৮	১২.২.২ কানা'র كَانَ ব্যাকরণ	১৫৯
৫৯	১২.৩ অসম্পূর্ণ ফি'ল –এর সর্ফ ছক	১৬১
৬০	১২.৪ অসম্পূর্ণ ফি'ল–এর বাক্যের অংশগুলো ক্রম এবং ব্যতিক্রম	১৬৩
৬১	১২.৫ অসম্পূর্ণ ফি'ল এর যৌগিক বাক্য	১৬৩
৬২	১২.৬ কানা كان বাক্যের অনুবাদ	১৬৪
৬৩	১২.৭ কানা كان বাক্যের না–বোধক	১৬৪
৬৪	১২.৭.১ كَانَ বাক্যের না–বোধক টেম্পলেট	১৬৫
৬৫	১২.৮ كان و أخواتها কানা এবং এর ভগ্নিদের সম্পূর্ন তালিকা	১৬৫
৬৬	১২.৯ كان وأخواتها এর সারাংশ	১৬৬
৬৭	**অধ্যায়: ১৩ ইসম মাউসুল এবং সিলাতুল মাউসুল** اِسْمُ مَوْصُولٍ وَ صِلَةُ الْمَوْصُولِ	১৬৭
৬৮	১৩.১ ইসম মাউসুল ইসমগুলোর (الأسماء الموصولة) তালিকা	১৬৭
৬৯	১৩.২ ইসম মাউসুলের ব্যবহার	১৬৭
৭০	১৩.৩ একটি বাক্যে ইসম মাউসুলের ভূমিকা নির্ণয়করণ	১৭১
৭১	১৩.৩.১ বাক্যাংশে ইসম মাউসুল.....	১৭১
৭২	১৩.৩.২ বাক্যের কাঠামোতে ইসম মাউসুল....	১৭২
৭৩	১৩.৪ ইসম মাউসুলের স্ট্যাটাস	১৭৩
৭৪	১৩:৫ عائد সনাক্ত করণ	১৭৩
৭৫	১৩.৫.১ সংযুক্ত (ATTACHED)	১৭৩
৭৬	১৩.৫.২ বিযুক্ত (DETACHED)	১৭৩
৭৭	১৩.৫.৩ ভিতরে (INSIDE)	১৭৩
৭৮	১৩.৫.৪ উহ্য (Implied)	১৭৪
৭৯	১৩.৬ عائد এর গঠন	১৭৪
৮০	**অধ্যায় ১৪. আরবি বাক্যের আরো ধরন: সূচনা এবং নমুনা উদাহরণ**	১৭৫
৮১	১৪.১ শর্ত সম্বলিত বাক্য جملة شرطِيَّةٌ : সূচনামূলক আলোচনা	১৭৫
৮২	১৪.২ আদেশ/নিষেধ এর জবাব	১৭৬
৮৩	**অধ্যায় ১৫: সর্ফে ব্যতিক্রমসমূহ: সূচনামূলক আলোচনা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**	১৭৭
৮৪	১৫.১ সূচনা	১৭৭
৮৫	১৫.১.১ সর্ফে স্বরবর্ণ সংক্রান্ত কিছু বিষয়	১৭৮

৮৬	১৫.২ مِثَال স্বরবর্ণ ক্রিয়ামূলের শুরুতে	১৭৮
৮৭	১৫.২.১ মুজাররদের প্রথম বর্ণটি যখন স্বরবর্ণ ওয়াও (و)	১৭৮
৮৮	১৫.৩ أَجْوَف ক্রিয়ামূলের মধ্য বর্ণটি স্বরবর্ণ	১৭৯
৮৯	১৫.৩.১ মুজাররদ আজওয়াফ সর্ফ সাগীর টিপস্	১৭৯
৯০	১৫.৪ نَاقِص ক্রিয়ামূলের শেষ বর্ণটি স্বরবর্ণ	১৮০
৯১	১৫.৪.১ মুজাররদ নাকিস সর্ফ সাগীর টিপস্	১৮০
৯২	১৫.৫ لَفِيْف ক্রিয়ামূলের ২টি বর্ণ স্বরবর্ণ	১৮০
৯৩	১৫.৫.১ لَفِيْفُ مَفْرُوق ক্রিয়ামূলের ف এবং ل বর্ণ ২টি স্বরবর্ণ	১৮০
৯৪	১৫.৫.২ لَفِيْفُ مَقْرُون ক্রিয়ামূলের ع এবং ل বর্ণ ২টি স্বরবর্ণ	১৮১
৯৫	১৫.৬:مُضَاعَف ক্রিয়ামূলের মধ্যে ع বর্ণ এবং ل বর্ণ একই	১৮১
৯৬	১৫.৬.১ মুজাররদ মুদাআফ সর্ফ সাগীর টিপস্	১৮১
৯৭	১৫.৭ مَهْمُوز ক্রিয়ামূলের বর্ণগুলোর মধ্যে রয়েছে ء	১৮২
৯৮	১৫.৭.১ মুজাররদ ক্রিয়ামূলে হামজা	১৮২
৯৯	১৫.৭.১ (ক): যখন প্রথম বর্ণটি (ف كلمة) হয় ء	১৮২
১০০	১৫.৭.১ (খ): যখন দ্বিতীয় বর্ণটি (ع كلمة) হয় ء	১৮২
১০১	১৫.৭.১ (গ): যখন শেষ বর্ণটি (ل كلمة) হয় ء	১৮২
১০২	১৫:৮ বহুল ব্যবহৃত ব্যতিক্রম সর্ফ শব্দের এর মিনি সর্ফ টেবিল	১৮৩
১০৩	**অধ্যায়: ১৬ বিবিধ প্রাসংগিক বিষয়সমূহ**	১৮৪
১০৪	১৬.১ হরফ জার-এর লক্ষণীয় তিনটি বিশেষ বিষয়	১৮৪
১০৫	১৬.২ ইসমের অনমনীয় এবং আংশিক নমনীয়তা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নোট	১৮৫
১০৬	১৬.২.১ সম্পূর্ন অনমনীয় (مَبْنِيّ)	১৮৫
১০৭	১৬.২.২ আংশিক নমনীয় শব্দসমূহের (الْمَمْنُوعُ مِنَ الصَّرْفِ) পূর্ণতালিকা	১৮৫
১০৮	১৬.৩ জুমলাহ্ ফি'লীয়্যাহ্: সহজ প্রশ্নবোধক শব্দ	১৮৮
১০৯	১৬.৪ জুমলাহ্ ফি'লীয়্যাহ্ 'য় সাধারণ না-বোধক প্রকাশ	১৮৮
১১০	১৬.৫ قَدْ এর ব্যবহার	১৮৯
১১১	১৬.৬ سَـ এবং سَوفَ এর ব্যবহার	১৯০
১১২	১৬.৭ ইসমের ভগ্নবহুবচনের প্যাটার্নসমূহ	১৯০
১১৩	১৬.৮ আরবি সংখ্যার সাথে সূচনামূলক পরিচিতি	১৯২
১১৪	১৬.৯ আরবি ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত পরিভাষা তালিকা	১৯৪

সূরা ফাতিহার তাফসীর নোট:

সংযোজনী -৯

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝١ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ۝٣

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ۝٤

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۝٦ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ۝٧

যাবতীয় প্রশংসা এবং ধন্যবাদ আল্লাহ তা'আলার যিনি আলামিনের রাব্ব *। যিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভালবেসে, যত্ন সহকারে দেখাশোনা করে দয়া করছেন। যিনি বিচার দিনের অধিপতি। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখান, সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যারা গজব অর্জনকারী এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

* আলআমিন অর্থ মানুষ, মালাইকা এবং জীনদের সবধরনের জগত সমূহ। রাব্ব হচ্ছেন তিনি যিনি প্রভু, প্রতিপালক, অনুগ্রহদাতা, সবকিছুর ধারক, সবকিছুর উপর প্রতাপশীল।

কিসের ভিত্তিতে আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি, কিভাবে আল্লাহ্ ব্যাখ্যা করেছেন কেন আমাদের মুসলিম হওয়া উচিত, কোন বিষয়গুলো আমাদের এই বিশ্বাসে সন্তুষ্ট করবে। কুরআনে এই বিষয়ে অনেক যুক্তি-তর্ক এবং প্রমাণ আল্লাহ্ উপস্থাপন করেছেন। এই সবের সবচেয়ে প্রথম এবং মৌলিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে সুরা আল ফাতিহায়।

সূরা ফাতিহা সম্পর্কিত কিছু প্রাথমিক তথ্য

কুরআনের প্রথম সূরা

এটিই কুরআনের সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ নাজিলকৃত ও সংকলিত সূরা। এই সূরাটির আগে আর কোন সূরাই সম্পূর্ণরূপে নাজিল করা হয়নি। সূরা ফাতিহার আগে কিছু সূরার অংশবিশেষ নাজিল করা হয়েছিল। সর্বপ্রথম নাজিল করা হয়েছিল সূরা আলাকের (সুরা#৯৬) প্রথম পাঁচটি আয়াত। দ্বিতীয়ত নাজিল করা হয়েছিল সূরা কলম (সুরা#৬৮) এর প্রথম সাত আয়াত। তৃতীয়ত সূরা মুজাম্মিলের (সুরা#৭৩) প্রথম সাত অথবা দশ আয়াত নাজিল করা হয়। চতুর্থত নাজিল করা হয়েছিল সূরা মুদ্দাসসির (সুরা#৭৪) এর প্রথম সাত আয়াত।

এই সূরার আরও কিছু নাম

কুরআনের যেমন অনেক নাম আছে তেমনি সূরা ফাতিহারও অন্যান্য আরও অনেক নাম আছে। বিখ্যাত মুফাসসির জালাল উদ্দিন আল সুয়ুতি এই সূরার কম করে হলেও ২৫টি নাম উল্লেখ করেছেন। এই সূরাটি সবচেয়ে বেশী পরিচিত সূরা ফাতিহা নামে। ফাতিহা এসেছে মূল বর্ণ ফা-তা-হা (ف ت ح) থেকে। ফাতাহা- ইয়াফতাহু অর্থ কোন কিছু খোলা। মিফতাহ হল চাবি যা দিয়ে তালা খোলা হয়। কুরআন শুরু হয় এই সূরা দিয়ে। হতে পারে এই কারণেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে কিতাবের ফাতিহা (বইয়ের সুচনা)।

যেহেতু এই সুরাটিই কুরআনের দর্শন (ফালসাফা) ও প্রজ্ঞার (হিকমাহ) ভিত্তি সেহেতু এটি আরও তিনটি নামে পরিচিতঃ উম্মুল কুরআন (কুরআনের মাতা বা সারমর্ম), উম্মুল কিতাব (কিতাবের মাতা বা সারমর্ম) এবং আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি)। আমাদের সলাহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই সূরার আরও কিছু নাম আছে যেমন আস-সলাহ, আল-হামদ (প্রশংসা), আশ-শুকুর (কৃতজ্ঞতা), আল-মুনাজাত, আস-সুআল (জিজ্ঞাসা) আমরা সলাতে এই সূরাটি পড়ি এবং এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদেরকে সঠিক পথ দেখানোর আবেদন করি এবং তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি; এজন্যই এই নামগুলো।

সূরা হিজর এর ৮৭ নং আয়াতে এই সুরাকে সাবা' মিন আল-মাসানি (সাতটি সবসময় পুনরাবৃত) এবং আল-কুরআন-কে আল-আজিম (মহিমাময় কুরআন) নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝٨٧ ১৫:৮৭ আর নিশ্চয়ই তোমাকে আমরা দিয়েছি বারবার-পঠিত সাতটি, আর এক সুমহান কুরআন। We have given you the Seven Oft-repeated and the Magnificent Qur´an (al-Hijr, 15:87).

এর অর্থ দাঁড়ায় সাত আয়াতের এই সূরাটি যা প্রতিটি সলাতে পড়া হয় সেটি হল সম্পূর্ণ কুরআনের ব্যাখ্যা। বিষয়টি আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। তাহলো: প্রতি সলাহর প্রতি রাকাহয় সুরা ফাতিহা পড়া হয়। বেশীরভাগ রাকাহতে সুরা ফাতিহা পড়ার পর কুরআনের কিছু অংশ পঠিত হয়। ফলে সলাহয় সুরা ফাতিহা কুরআনের অন্যান্য অংশের উপর লেন্সের মতো কাজ করে। অর্থাৎ সলাহয় কুরআনের যেকোন অংশ পড়ার আগে সুরা ফাতিহা অনুধাবন করে তারপর সেই আলোকে কুরআনের পঠিত অংশগুলো অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সলাহ্ হলো আল্লাহর সাথে মানুষের মিটিং এবং যার মধ্যে কুরআন পাঠ অন্যতম প্রধান অংশ। সূরা ফাতিহায় প্রথম তিন আয়াতে যেন আল্লাহ্ কথা বলছেন এবং শেষের ৪ আয়াতে মানুষ তার বিপরীতে কথা বলছে এবং দোয়া করছে।

এই সূরার আরও কয়েকটি নাম হল আশ-শিফা (নিরাময়); আর-রুকিয়া (প্রতিকার), আল-কাফিয়াহ (পর্যাপ্ত) এবং অন্যান্য। কোনকিছুর অনেক নাম থাকার অর্থ হল জিনিসটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও গুণাবলি

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও গুণাবলি বর্ণনা করে এমন অসংখ্য হাদিস আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে যখন রাসুলুল্লাহ (স) জিবরা'ঈল (আ) এর সাথে ছিলেন তখন তিনি উপর থেকে একটি গুঞ্জন শুনতে পেলেন। জিবরাঈল (আ) আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, " এটি জান্নাতের একটি দরজা খোলার শব্দ যেটি আগে কখনও খোলা হয়নি। সেই দরজা দিয়ে একজন মালাক নেমে রাসুল (স) এর কাছে এসে বললেন, "সুসংবাদ নিন দুইটি আলোর যা আপনি ব্যতিত আর কোন নবীকে দেওয়া হয়নি—সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দুই/তিন আয়াত। আপনি এর একটি বর্ণও পড়তে পারবেন না কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হবেন।"

বর্ণিত আছে যে রাসুল (স) বলেছেন, "শপথ তাঁর, যার হাতে আমার আত্মা! আল্লাহ কখনই তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর বা ফুরকানে এইরকম একটি সূরাও নাজিল করেন নি। আর সেটি হল বারংবার পুনরাবৃত সাতটি আয়াত (সাবা' মিন আল-মাসানি) যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।" ফুরকান হল কুরআনের আরেকটি নাম যার অর্থ এমনকিছু যা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত অন্য একটি হাদিস অনুযায়ী, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,"শপথ আল্লাহর, যিনি আমার জীবনের মালিক, তাওরাত, ইঞ্জিল বা দাউদের যাবুরে এমন কিছুই নেই যা কুরআনের প্রথম সূরার সাথে তুলনীয় হতে পারে, এমনকি কুরআনের অন্য কোন সূরাও এর তুল্য নয়।" এসকল হাদিস শুধু কুরআনেই নয় বরং পূর্বের সমগ্র স্বর্গীয় বাণীর মাঝে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব তুলে ধরে।

আমাদের সালাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ হল সূরা ফাতিহা। উবাদা বিন আস-সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কেউ যদি সালাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে তবে তার সালাতই হবে না।" অন্য একটি বর্ণনায়, আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন যে রাসুল (স) বলেছেন, "কেউ যদি কোন সলাহ আদায় করে যেখানে সে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়েনি তাহলে তার সেই সলাহ অসম্পূর্ণ।"

আল্লাহর সাথে কথোপকথন

হাদীস: আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল (অথচ) তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করল না, সে সালাত হবে অসম্পূর্ণ-অপূর্ণ তিনবার বললেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা ইমামের পিছনে থাকি (তখন কি সূরা ফাতিহা পাঠ করব?) তিনি বললেনঃ তখন মনে মনে তা পাঠ করো। কারণ আমি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ [قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ] আমি সলাহকে আমার ও আমার বান্দার মধ্য অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তা সে পাবে।

[فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي]

বান্দা যখন বলে (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন: সকল প্রশংসা-ধন্যবাদ জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার হামদ করেছে,

[وَإِذَا قَالَ: { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي]

আর যখন সে বলে (আর রাহমানির রাহীম : তিনি পরম দয়াময় অসীম দয়ালু) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন: আমার বান্দা আমার গুণাবলী বর্ণনা করেছে।

[وَإِذَا قَالَ:{ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قَالَ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي – وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي]
অতঃপর যখন সে বলে (মালিকি ইয়াওমিদ্দিন : প্রতিফল দিবসের মালিক) তিনি বলেন: আমার বান্দা আমার মহিমা – সম্মানের বর্ণনা করেছে। আর অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: আমার বান্দা (তার সকল কাজ) আমার উপর সমর্পন করেছে।

[فَإِذَا قَالَ:{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ]
আর যখন সে বলে (ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাসতায়িন: আমরা কেবল আপনারই দাসত্ব করি এবং কেবল আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি) আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন: এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তা সে পাবে।

فَإِذَا قَالَ:{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ]
[} قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

আর যখন সে বলে: (ইহদিনাস্ সিরাত আল মুসতাকিম, সিরাতাল লাজিনা আনআমতা আলাইহিম, গইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া আলাদ্দ-লীন: আমাদের সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি নি'য়ামত দান করেছেন; যারা অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের পথ নয় এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথও নয়) তখন তিনি বলেন: এটি কেবল আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তা সে পাবে।

সূত্র: সহীহ মসলিম: অনুচ্ছেদ – প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব, সহীহ তিরমিযী ২/২৯৫৩, সহীহ ইবন মাজা ১/৮৩৮ এবং ৩/৩০২২, সহীহ আবূ দাউদ ১/৮২১, সহীহ নাসায়ী ১/৯০৮।

উপরোক্ত হাদিসে কুদসি থেকে বোঝা যায় যে, এই সূরাটির তিলাওয়াত হল আল্লাহর সাথে কথোপকথন। আর সলাহ আমাদেরকে আল্লাহর উপস্থিতিতে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দেয়। দার্শনিক কবি আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল তাঁর 'সালাতের অর্থ' নামক একটি বক্তব্যে বলেছিলেন যে সালাতের সময় সসীম অহং (বান্দার) অসীম অহং (আল্লাহর) এর মুখোমুখি হয়। সূরা তা-হায় মুসা (আ) এর সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ বলছেন,

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾
২০:১৪ ''নিঃসন্দেহ আমি, আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, সেজন্য আমার উপাসনা করো, আর আমাকে মনে রাখার জন্যে সলাহ্ কায়েম করো।

এই সূরার শব্দগুলো যদি কারো জিহ্বা থেকে উচ্চারিত না হয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারিত হয় তবেই সে বুঝতে পারে যে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। এটাই হল সালাতের চরম পরাকাষ্ঠা, যেন বান্দা মিরাজে গিয়ে আল্লাহর সাথে মুখোমুখি কথা বলছে। একটি হাদিসে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "আস-সালাতু মিরাজ উল-মুমিনিন।" "সালাত হল মুমিনের মিরাজ।" আত্মার সংযোগবিহীন এবং লোকদেখানো প্রথা যা আত্মিক ছোয়া থেকে বঞ্চিত এমন নয়, বরং বিশ্বাসের (ইয়াকীন) গভীরতা থেকে উৎসারিত আল্লাহর সর্বাত্মক জ্ঞান ও উপস্থিতির উপরে আস্থা রেখে আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে। সুপরিচিত জিব্রাইলের হাদীসে এই বিষয়টাকে ইহসান হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার মানে হলো এমনভাবে আল্লাহর প্রার্থনা করতে হবে যেন আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। যদিও আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না তথাপি তিনি কিন্তু আপনাকে দেখছেন।

এই সূরাটি যারা কুরআন তিলাওয়াত অথবা কুরআন বিষয়ক পড়াশুনা শুরু করে তাদেরকে একটি বিশেষ নির্দেশনা দেয়। তাদের উচিৎ এই বইটি পড়ার আগে মন থেকে সকল পূর্ববর্তী ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করা, শুধুমাত্র সত্য ও সঠিক পথের অনুসন্ধান করা এবং সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। এই সূরাটি শুরু হয়েছে যার কাছে আবেদন করা হবে তার প্রশংসা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে পথপ্রদর্শনের অনুরোধ দিয়ে। সমগ্র কুরআন হল এই আবেদনের উত্তর। উত্তরটি শুরু হয়েছে নিম্নোক্ত শব্দাবলি দিয়েঃ

الم ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
২:১ আলিফ, লাম, মীম। ২. ঐ গ্রন্থ, এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তকীদের জন্য পথপ্রদর্শক,

যা নির্দেশ করে মানুষ পথপ্রদর্শনের জন্য যে প্রার্থনা করেছে তা এই বইয়ে প্রদত্ত হয়েছে।

সুরা ফাতিহার প্রথম তিন আয়াত - এটি আল্লাহর পরিচয় এবং কুরআনের সুচনা।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

প্রকৃতপক্ষে, সলাহর প্রতি রাকাহতে পঠিত এই সুরাটি আমাদের জন্য অনেক কিছু যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সূচনামূলক পরিচয় এবং একই সাথে কুরআনের সূচনা। প্রথম তিনটি আয়াত মিলে একটি বাক্য যাতে আল্লাহ্ নিজেকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। কোনো অ-মুসলিম আল্লাহ্ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তার জন্য এই প্রথম তিনটি আয়াতই যথেষ্ট হবে। একজন মুসলিম দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সলাহতে প্রায় ৩২ বার এই সুরাটি পড়ে থাকে। ফলে একজন মুসলিমের মনে আল্লাহর এই পরিচয়টি সবসময় জাগ্রত থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি ? কিভাবে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারি ? তাও এই সুন্দর সুরাটিতে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বাক্য হলো আলহামদুলিল্লাহ্।

الْحَمْدُ لِلَّـهِ

আলহামদুলিল্লাহ্ এর অর্থ সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য।

হামদ= প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

আলহামদু লিল্লাহি (الْحَمْدُ لِلَّهِ) নিজেই একটি পূর্ণ বাক্য যার অর্থ সকল হামদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা) আল্লাহর জন্য। 'হামদ' শব্দটির পূর্বের আলিফ-লাম (ال) হল একটি পদাশ্রিত নির্দেশক যা এর পরবর্তী বিশেষ্যটিকে নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত করেছে। এছাড়াও (ال) 'সমগ্র' অর্থও প্রকাশ করে। আর তাই الْحَمْدُ অর্থ সব ধরনের প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা। হামদের অনুবাদে সাধারণত প্রশংসা লিখা হয়। তবে তা হল এই শব্দটির একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ। প্রশংসার সঠিক আরবি শব্দটি হল 'সানা'। প্রশংসা (সানা) ও কৃতজ্ঞতা (শুকুর) একত্রে মিলিত হলে 'হামদ' এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে। দুনিয়াতে মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা প্রশংসা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে থাকে। তোষমদের মধ্যে তা বিরাজমান। কিন্তু হামদ এর মধ্যে যে প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার কথা বলা হয় সেখানে মিথ্যা কিছুই নেই সবই প্রকৃত। তাই আল হামদু – এর অর্থ দাঁড়ায় সকল প্রকৃত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা।

حَمْد শব্দটির বিশেষ বিশ্লেষণ

সংজ্ঞা :الثناء على المحمود بالفضيلة

এক দিকে এটি প্রশংসা এবং অন্যদিকে এটি কৃতজ্ঞতা।

১. حَمْد শব্দটির ক্রিয়ামূল ح م د এর অন্যকিছু তাৎপর্য

- إِحْتَمَدَ – কোন কিছু প্রচন্ডভাবে জ্বলছে।
- حَمَدَ – ব্যবহৃত হয় জ্বলন্ত আগুনের ক্ষেত্রে।
- مَحْمِدَة – গরম অথবা গরম খাবার।
- حَمَدٌ – উতপ্ত হয়েছে এবং ক্রোধ পেয়ে বসেছে।

ইবন আল-ফারিস এর মতে অনেকগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যেগুলো অন্য দুটি ক্রিয়ামূলের সমাহারে গঠিত।

- مَدَّ + حمى = حمد – কোন কিছু প্রচন্ডভাবে জ্বলছে।
    - সম্প্রসারণ + জ্বর = حَمْد
    - কারো প্রশংসা করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আপনার অন্তরে যে আবেগ সঞ্চারিত হয় তা যেন জ্বলন্ত আগুনের (حمى) মত উতপ্ত যা আপনার ভিতরে জ্বলছে এবং আপনি সেটা আর ধারণ করতে পারছেন না, ফলে এটি আপনার ভিতর থেকে সম্প্রসারিত (مد) হয়ে বের হয়ে আসছে কিছু কথায় এবং অভিব্যক্তিতে।
    - حَمْد শব্দের মধ্যে আবেগের তীব্রতার বিষয়টি উতপ্ত বা গরম হয়ে উঠার সাথে সম্পর্কিত।

২. الْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর ব্যাকরণগত সূক্ষ্মতা

ক) প্রত্যেকটি ইসম বাচক বাক্যে একটি মুবতাদা (مبتدأ), খবর (خبر) এবং মুতায়াল্লিক বিল খবর (متعلق بالخبر) থাকে।

- মুবতাদা হল বাক্যের উদ্দেশ্য, খবর হল বিধেয় যা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয় এবং মুতায়াল্লিক বিল খবর হল খবরের ভিতরের খবর বা খবর সম্পর্কিত।

- একটি বাক্যে মুবতাদা অবশ্যই থাকতে হয়, তবে খবর ও মুতায়াল্লিক বিল খবর-এর মধ্যে উভয়ই অথবা অন্তত একটি থাকতে হয়।

- তবে যদি খবর অনুপস্থিত থাকে কিন্তু মুতায়াল্লিক বিল খবর থাকে, সেক্ষেত্রে খবরটি উহ্য রয়েছে বলে ধরে নিতে হয় এবং এই উহ্য খবরটি মুবতাদা এবং মুতায়াল্লিক বিল খবরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনেক কিছু হতে পারে। খবরটি অনিবার্য হওয়ায় এটিকে উহ্য রাখা হয়।

- মূলত খবরের সম্ভাব্য পরিধিটি সম্প্রসারিত করার জন্য খবরটিকে উহ্য রাখা হয়ে থাকে। বিষয়টি আলহামদু লিল্লাহ্ বাক্যের মধ্যে রয়েছে।

- আলহামদু লিল্লাহ্ বাক্যে মুবতাদা হল "আলহামদু" এবং মুতায়াল্লিক বিল খবর হল "লিল্লাহ্"। ফলে এর মাঝে অনেকগু-লো সামঞ্জস্যপূর্ণ খবর থাকে পারে। সম্ভাব্য উহ্য খবর হতে পারে, "নিবেদিত" বা "প্রযোজ্য" বা "বর্তমান" বা "নির্ধারিত" বা "অধিকারভূক্ত" ইত্যাদি। যা বাক্যটির তাৎপর্য সম্প্রসারিত করে।

- সম্ভাব্য উহ্য খবরগুলো বিবেচনা করলে আলহামদু লিল্লাহ্ বাক্যটির অনুবাদ হতে পারে: ১) সকল হামদ আল্লাহর জন্য নিবেদিত, (২) সকল হামদ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য, (৩) সকল হামদ আল্লাহর জন্য বর্তমান, ৪) সকল হামদ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, (৫) সকল হামদ আল্লাহর জন্য অধিকারভূক্ত।

- উহ্য খবরের পরিধি আরো বাড়তে পারে যেমন: الحمد ثابِتٌ لله وحقٌّ لله। সকল হামদ্ কেবলমাত্র সত্যিকার অর্থ আল্লাহর জন্যই রয়েছে।

- প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা কেবল সত্যই আল্লাহর প্রাপ্য।

- আলহামদুলিল্লাহর ধারণাটি আমাদের ঈমানের মূল অংশে থাকবে।

- আল্লাহতে ঈমান আনার প্রথম ব্যবহারিক নিদর্শন হল আমরা সকল কিছুর জন্য ক্রেডিট বা কৃতিত্ব দেই তাঁকে। সবকিছুই বিভিন্নভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে।

- উপরের বিষয়টি আলহামদুলিল্লাহ্-এর মূলে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে।

- এটি একটি শক্তিশালি ধারণা কারণ অনেকে আল্লাহতে বিশ্বাস করে কিন্তু তারা আলহামদুলিল্লাহ্-এর ধারণাটি ধারণ করে না এবং তারা সব ভাল বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্-কে কৃতিত্ব দিতে চায় না। তারা সব ভাল কিছুর মূলে যে আল্লাহর বিশেষ অবদান রয়েছে তা শতভাগ মানতে চায় না।

- ইসলামের ব্যাপারে ব্যবহারিক অ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি: আমরা সমস্ত ভাল বিষয়াবলী এবং সমস্ত প্রশংসনীয় জিনিস এবং সমস্ত সৌন্দর্য এবং আশ্চর্য, সমস্ত স্বাদ, সমস্ত উপভোগ, প্রতিটি হাসি, সব কিছুর উৎস আল্লাহর কাছে ফিরে যায়।

-তথ্যমূলক বাক্য (جُمْلَة خَبَرِيَّة)

- আপনি ভাল মুডে থাকুন বা না থাকুন আগুন সবসময়ই উতপ্ত। আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন আগুন উতপ্ত। অর্থাৎ "আগুন উতপ্ত" একটি তথ্যমূলক সত্য বাক্য।

- অন্যকথায় তথ্যমূলক সত্য বাক্য আপনার মতামতের উপর নির্ভর করে না। এগুলো ইসমবাচক বাক্য অর্থাৎ জুমলাহ্ ইসমিয়্যাহ হয়ে থাকে।

- যদি এটি জুমলাহ্ ফি'লীয়্যাহ অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক বাক্য হত তাহলে বাক্যটি হতে পারত:

- أَحْمَدُ لله আমি আল্লাহর হামদ করি।

- نَحْمَدُ لله আমরা আল্লাহর হামদ করি।

- اِحْمَدْ لله তুমি আল্লাহর হামদ করো! (আদেশবাচক)

- উপরের বাক্যগুলো এবং আলহামদু লিল্লাহ্ বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হল যে, উপরের বাক্য অনুযায়ী আমি বা আমরা বা আপনি যদি আল্লাহর হামদ না করি তাহলে হামদ সংগঠিত হবে না। অথচ আলহামদু লিল্লাহ্ বাক্যের হামদ কারো করার উপর নির্ভরশীল নয়।

- ক্রিয়াবাচক বাক্যে কর্তা এবং কাল বা সময় রয়েছে। ফলে কাজটি কর্তার উপর নির্ভরশীল এবং কালের উপরও নির্ভরশীল। কিন্তু ইসমবাচক বাক্য কর্তা বা কালের উপর নির্ভরশীল নয়।

- যখন আল্লাহ বলছেন আলহামদু – হামদ শব্দের সামনে আল রয়েছে ফলে এটি একটি ইসম শব্দ যা কর্তা বা কালের উপর নির্ভরশীল নয়।

খ) আলহামদুলিল্লাহ্ এর দ্বিতীয় ব্যাকরণিক তাৎপর্য

- যদি আল না থাকে তাহলে কি পার্থক্য তৈরি হয়?

- হামদুন শব্দে সামনে আল যুক্ত হওয়াতে আলহামদু শব্দটি তৈরি হয়েছে, যা নির্দেশ করে সব হামদ অর্থাৎ কোন হামদ অবশিষ্ট থাকবে না অন্য কারো জন্য। আল উঠে গেলে শব্দটি ফিরে যাবে আগের ফর্মে- হামদুন। যা সব হামদ নির্দেশ করে না, কিছু কিছু হামদ। ফলে হামদুন লিল্লাহ বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে কিছু কিছু হামদ আল্লাহর এবং বাকী কিছু হামদ অন্য কারো থাকতে পারে। কিন্তু সেটা সত্য নয়, সত্য হল সব হামদ আল্লাহ্ জন্য।

গ) খতিব খুদবা শুরুর সময় বলেন, إِنَّ الْحَمْدَ لله - নিশ্চয়ই সকল হামদ আল্লাহর।

- ভাষাগতভাবে যখন ইন্না ব্যবহৃত হয় তখন তাৎপর্যটি সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

- এসংক্রান্ত দুই ধরনের আরবি বাক্য বিবেচনা করা যেতে পারে: খবরিয়্যাহ এবং ইনশায়িয়্যাহ্।

- তথ্যবাচক (خَبَرِيَّة) বনাম আবেগবাচক (إِنْشَائِيَّة) বাক্য।

- যে বাক্যটি শুধু তথ্য বহন করে বনাম যে বাক্যটি তথ্যের পাশাপাশি আবেগ প্রকাশ করে।

- ইতপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আলহামদুলিল্লাহ্ একই সাথে তথ্যবাচক এবং আবেগবাচক বাক্য। এটি সত্য তথ্য প্রকাশ করছে এবং মাঝে মাঝে আমরা এটি অনুভব করি এবং প্রশান্ত ও কৃতজ্ঞ হয়ে বলে উঠি আলহামদুলিল্লাহ্।

- যখন বাক্যের শুরুতে ইন্না ব্যবহৃত হয় তখন এটি শুধুমাত্র তথ্যবাচক বাক্য হয়। এটির দ্বারা আবেগ প্রকাশ করা যায় না। কারণ কারো সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সঠিক তথ্যের সাথে ইন্না ব্যবহার করে বাক্য গঠন করা হয়।

- ইন্না না থাকার কারনে আলহামদুলিল্লাহ্ দুই ধরনের বাক্য হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

- কেন আলহামদু লিল্লাহ্ ((الحمد لله বাক্যটি আসশুকরু লিল্লাহ (الشُّكْرُ لله) বাক্য থেকে শ্রেষ্টতর ?
  - শোকর/কৃতজ্ঞতা আলহামদুর একটি অংশ। আলহামদুর অন্য অংশ হল প্রশংসা।

- যদি বলা হয় কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা আল্লাহর জন্য (الْمَدْحُ والشُّكْرُ لله) , তাহলে এটি কি আলহামদুলিল্লাহ্ (الحمد لله) বাক্যের মতই হবে ?
  - না, এটি আলহামদুলিল্লাহ্ বাক্যের সমকক্ষ হবে না। কারণ যখন বলা হয় প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য তখন উল্লেখিত দুটি বিষয় একসাথে আবার আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যখন আলহামদু বলা হচ্ছে তখন দুই বিষয় একইসাথে ঘটছে বলে বিবেচিত হবে।

الْحَمْدُ لِلهِ

- আলহামদুলিল্লাহ্ (الحمد لله) বনাম আলহামদু লিলখলিক (الحمد لِلخالق) বা আলহামদু লিররহমান (الحمد لِلرحمان) বা আলহামদু লিররাহীম (الحمد لِلرحيم)।
  - যখন লামের পরে আল্লাহর যেকোন গুনবাচক নাম ব্যবহৃত হয় তখন শুধু সেই গুনের বিপরীতে হামদ প্রকাশ হল।
  - যখন লামের পরে আল্লাহ্ শব্দটি ব্যবহার করা হল তখন তাঁর সবগুলো গুণবাচক নামের বিপরীতে হামদ করা হল।

তাসবীহ বনাম হামদ

- আমরা বলি সুবহানাল্লাহ্ এবং আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ্।
- আল্লাহ্ কুরআনে বলছেন, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ১৭:৪৪ ... আর এমন কিছু নেই যা তাঁর হামদের সাথে তাসবীহ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ অনুধাবন করতে পার না।
  - সমস্ত যা কিছু অস্তিত্বে রয়েছে তারা সবাই আল্লাহর পরিপূর্ণতা ঘোষণা করে এবং অন্যদিকে তাঁর হামদের মাধ্যমে তাঁর তাসবীহ করছে, অন্যকথা বলা যায় যে, আমরা সুবহানাল্লাহ বলছি তবে সুবহানআল্লাহ নিজে আসলে আল্লাহর তাসবীহ পূরণ করছেন না। আপনাকে হামদ করে এটি সম্পূর্ন করতে হবে। হামদ হল একটি মাধ্যম যা আল্লাহর পরিপূর্ণ্যতা ঘোষণা সম্পন্ন করে।
  - হামদের অনুভূতি বহন করা ব্যতীত আল্লাহ্ তাসবীহ পরিপূন্য হবে না। সত্য তথ্য হিসেবে আল্লাহর পরিপূন্যতা ঘোষণা করা যেতে পারে কিন্তু সেই নিখুঁত আল্লাহর কাছ থেকে প্রশংসীয়ভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত অনুগ্রহ কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে ? নিশ্চই না, ফলে তার নিখুঁততা ঘোষণার সাথে সাথে প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ হামদ করতে হবে।
  - একজনকে নিখুঁত বলা হচ্ছে কিন্তু সেই নিখুঁততার বিষয়টির স্বাদ না পেলে সেটা কিভাবে এবং কি মাত্রায় নিখুঁত তা কি অনুধাবন করা যাবে ? নিখুঁততা অনুভব করলেই দেখা যাবে উপকৃত হচ্ছি। ফলে নিখুঁততা ঘোষণার পরিপূন্যতা আসে হামদের মাধ্যমে, অর্থাৎ প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে।
  - যদি আপনার ভিতরে তা না থাকে তবে আপনি কখনই পৌঁছাতে পারবেন না সেখানে যেখানে আল্লাহর চাচ্ছেন আপনি পৌঁছান।

الْحَمْدُ لِلهِ বাক্যটি সব ধরনের শিরকের মূলোৎপাটন করে। জাগতিক বা আধ্যাত্মিক সকল ভাল কিছুর প্রকৃত উৎস আল্লাহ। সূর্য দেয় উষ্ণতা ও আলো, পানি মেটায় তৃষ্ণা। কিন্তু এসকল কিছু সৃষ্টি করে আল্লাহই তাদেরকে তাদের কর্মোপযোগী গুণ দান করেছেন। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে সৃষ্টির নয় বরং এদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের।

لِلهِ (লিল্লাহি) শব্দটির সাথে যুক্ত পদান্বয়ী অব্যয় (হরফে জার) لِ আল্লাহর সুমহান নামের পূর্বে বসে দুইটি অর্থ প্রকাশ করে— একটি হল ইস্তিহকাক (অধিকার) এবং অন্যটি হল তামলিক (মালিকানা)। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধুই আল্লাহর অধিকার এবং তা শুধু আল্লাহরই।

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

আপনি কোনকিছুর প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু কৃতজ্ঞ নাও থাকতে পারেন। আবার হয়ত কৃতজ্ঞ হলেন কিন্তু প্রশংসা করলেন না। কিন্তু হামদ দ্বারা উভয়টিকেই বুঝায়। যেমন, রাস্তায় একটি সুন্দর গাড়ী দেখলেন, আপনি সেটার প্রশংসা করতে পারেন কিন্তু সেটিকে কি ধন্য-বাদ দেবেন ? গাড়ীটির চালক যদি আপনাকে আপনার গন্তব্যে পৌঁছে দেয় সেক্ষেত্রে আপনি গাড়ীর চালককে ধন্যবাদ জানাবেন। প্রশংসা করলেন গাড়ীটির এবং ধন্যবাদ দিলেন গাড়ীর চালককে আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য। ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা মূর্তি বানাতেন। পিতা হিসেবে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও তাঁর পিতার কাজের প্রশংসা করেননি। একইভাবে ফিরাউনের প্রাসাদে মুসা (আঃ) বড় হয়েছিলেন। মুসা (আঃ) ফিরাউনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু ফিরাউনের কর্মকান্ডের প্রশংসা করেননি।

আল্লাহর প্রতিটি বিষয়ে প্রশংসার বিষয় রয়েছে এবং আপনি আমি সেটা থেকে উপকৃত হই বিধায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। হামদ্ শব্দটিতে প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা অন্তর্নিহিত রয়েছে।

সকল হামদ (প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা) আল্লাহর। আল্লাহর হামদ্ জগতজুড়ে সবসময়ই ছিল এবং থাকবে। এটি আমাদের উপর নির্ভর করে না, সব সৃষ্টিই আল্লাহর হামদ করে। কেউ যদি আল্লাহর হামদ না করে তারপরও সকল হামদ্ আল্লাহ্। আল্লাহর হামদ করার মাধ্যমে আল্লাহর কোনো উপকার করা যায় না। যে আল্লাহর হামদ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্য তা করে থাকে। লুকমান হাকিম তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝেছিলেন যে:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

৩১:১২ আর ইতিপূর্বে আমরা লুকমানকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এই বলে -- ''আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ! আর যে, কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো কৃতজ্ঞতা দেখায় নিজেরই জন্যে, আর যে-কেউ অকৃতজ্ঞতা দেখায় আল্লাহ্ তো তবে স্বয়ংসমৃদ্ধ, নিরবিচ্ছিন্নভাবে হামদ (প্রশংসা এবং ধন্যবাদ) প্রাপ্ত হচ্ছেন।''

এখন এই সংক্রান্ত ভিন্ন কিছু আলোচনা করা যাক:

অনেক সিনেমা যেমন মেট্রিক্স বা এক্সম্যান বা সুপারম্যান ইত্যাদির থিম হচ্ছে বহিঃর্বিশ্বের কোন শক্তি এই পৃথিবীর বিশৃংখল অবস্থা পরিবর্তন করতে পৃথিবীকে দখল করতে চাচ্ছে যারা অনেক বেশি শক্তিশালী। একই ভাবে টারমিনেটর সিনেমায় মেশিন বিশৃংখল অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে যাচ্ছে। ফলে তাদের দাস হতে না চাইলে মানুষকে প্রতিরোধ করতে হবে। যেহেতু দাসত্ব একটি অপমানকর বিষয়, সেহেতু এর বদলে আমরা মরতেও রাজি। আর তাই অধিকতর শক্তিশালী কারোর অস্তিত্ব আমাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। যারাই আমাদের উপর নিয়মনীতি চাপিয়ে দেয় অথবা আমাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তাদেরকে আমরা ঘৃণা করি। কিছু সিনেমায় এমনকি আল্লাহর মত শক্তিশালী চরিত্রও থাকে। ফলে যারা এইসব সিনেমা নিয়মিত দেখে তাদের অবচেতন মনে উপর থেকে আসা উচ্চতর ক্ষমতাশীলদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ রোপিত হয়। আল্লাহর ওহি উপর থেকে এসেছে এবং বিশৃংখল মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের কিছু বিধি নিষেধ দেয়া হয়েছে। ফলে এইসব সিনেমার দর্শকদের অনেকে অবচেতন মন থেকেই আল্লাহর ধারণা মেনে নিতে চায় না। কিন্তু এসব সিনেমা বা স্বভাবজাত চিন্তার সাথে পার্থক্য এখানেই যে আমরা মুসলিমরা আল্লাহর দাস, কুরআন আমাদের উপর কিছু নিয়ম আরোপ করেছে এবং এসব মান্য করার মধ্যে আমাদের কল্যাণ রয়েছে অন্যথায় আমাদের অকল্যাণ হবে।

ভবিষ্যৎ রহস্য উন্মোচক কিছু সিনেমা আছে যেগুলো দেখায় কোন দৈত্যাকার উল্কা বা কোন আক্রমণ বা অন্য কোন কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধর্মেও শেষ বিচারের দিনে পৃথিবী ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে যেদিন সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু এই সিনেমাগুলো সবসময় কি দেখায়? তারা দেখায় যে কিছু মানুষ বেঁচে যাচ্ছে। তাদের থিম হল মানুষের আত্মা চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এমনকি এই পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়েও যায় আমরা অন্য কোন গ্রহ খুঁজে পাব (আফটার আর্থ)। এইভাবে এসব সিনেমা দেখায় মানুষ যেকোনো ধরনের বিপর্যয়, তা যতো শক্তিশালী হউক না কেন তা মোকাবিলা করতে সক্ষম। ফলে এই সিনেমাগুলো মানুষের মনে ধারণার জন্ম দেয় যে, কুরআনে বর্ণিত বিচারের দিনের পরিস্থিতি আসলেও মানুষ সেটা থেকে রেহাই পাবার কৌশল বের করবে।

এই আলোচনাটি এখানে এজন্যই আনা হলো যে, এই ধরনের সিনেমা, গল্প এবং বর্ণনা একটি ধারণার দিকে উদ্বুদ্ধ করে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন একটি রাগী সত্ত্বা যিনি মানুষকে শাস্তি দিতে চান, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, মানুষের উপর এমন সব নিয়ম-কানুন আরোপ করতে চান যা মানুষ অপছন্দ করে অথচ মানুষ চায় স্বাধীনতা, মানুষ বলতে থাকে কেন আল্লাহ্ শুধু আমাদের উপর আদেশ এবং নিষেধ আরোপ করছেন ফলে মানুষকে যদি স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে হয় তাহলে এই "আল্লাহ্" কনসেপ্ট/ধারণা থেকে মুক্তি পেতে হবে। সুরা ফাতিহা সেই ধারণার বিপরীতে বলছে আল-হামদুল্লিল্লাহ্। মানুষের তাৎক্ষণিক বুঝে আসুক বা না আসুক সমস্ত কল্যাণ আসে সুন্দরতম ভাবে আল্লাহর তরফ থেকে। ফলে মানুষের আল্লাহর প্রশংসার করা উচিত এবং একইসাথে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যদিও মানুষ সেটা নাও করে তারপরও সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই।

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা-এটা সহজাত

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্য। এটা স্বাভাবিকভাবেই আসে এবং হামদ করার জন্য আমাদেরকে বাধ্য করা হয় না। এটা সহজাত। এবং এরপর আমরা বলি আমরা শুধুমাত্র আপনার ইবাদাত করি ও আপনারই নিকট সাহায্য চাই। সুতরাং সুরা ফাতিহায় আল্লাহ আমাদেরকে এটা করতে বাধ্য করছেন না। আল্লাহ বলছেন না যে আমার ইবাদাত কর, আমার দাসত্ব কর, আমার প্রশংসা কর ইত্যাদি। সুরা ফাতিহা যেন আমাদের ভেতরের কণ্ঠস্বর যেটি সহজাতভাবেই এই কথাগুলো বলছে। এটি বাহিরের কোনো উপসংহার নয়, এটি প্রত্যেকটি মানুষের উপলব্ধির সারাংশ যা তার ভিতরে বিদ্যমান, যা সুরা ফাতিহা সুন্দরতম ভাবে উপস্থাপন করছে।

এসংক্রান্ত আরেকটি উদহারণ: কিছু ভিডিও গেম (আরপিজি-রোল প্লেইং গেইম) আছে যেগুলোতে মানব চরিত্রের একটা ধারা থাকে৷ সেখানে কিছু নির্দিষ্ট অস্ত্র বা কম্বো বা প্রারম্ভিক সক্ষমতা থাকে এবং সেই চরিত্রটিকে আঙ্গুলের সদ্ব্যবহার করে সামনে এগিয়ে যেতে হয়৷ সে যত আগাতে থাকে ততই তার পদন্নোতি হতে থাকে ও বোনাস অর্জন করে ফলে কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার সক্ষমতা বাড়তে থাকে। এভাবে করে সে উপরের স্তরে উন্নীত হতে থাকে৷ ঠিক যেমন মানুষকেও কিছু মৌলিক মানসিক-আধ্যাত্মিক গুণ/সক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের রুহের কিছু আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে যা আমাদেরকে একজন শোভন মানুষ হওয়ার ক্ষমতা দেয়৷ এই ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষ ভাল এবং মন্দ সনাক্ত করতে পারে। এটা এমন নয় যে আমরা জন্মের পরে এই গুণগুলো আয়ত্ত করি৷ বরং, এটা আমাদের ভেতরেই প্রোগ্রাম করা আছে৷ অতএব আমাদের মাঝে সহজাত ভালোত্ব আছে, এটি নিয়ে মানুষ জন্মায়। অন্যান্য ধর্ম যেমন খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে পাপের মাঝেই তাদের জন্ম৷ কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জীবনের সূচনার প্রোগ্রামিং ভাল৷ প্রত্যেকটি মানুষের ভিতর সুন্দরকে সুন্দর হিসেবে অনুভব করা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে।

এর প্রমাণ কি? যদি কেউ আমাদের কোন উপকার করে তাহলে আমরা ন্যূনতম তাকে মুখে অথবা অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই৷ আমরা প্রশংসা করি অথবা কৃতজ্ঞ থাকি৷ এর পাশাপাশি সুন্দর কিছু দেখলে আমরা তার প্রশংসা করি। যেমন ধরুন আমরা এমনকি বিধর্মী হলেও আমাদের মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি৷ আর এজন্য আমাদেরকে শুধুমাত্র একজন ভদ্র মানুষ হতে হবে৷ একইভাবে আমরা আমাদের বাবাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তিনি মাকে সাহায্য করেছিলেন৷ অতঃপর আমরা তাদের প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাই; অর্থাৎ নানা-নানি, দাদা-দাদিকে যাদের কারণে আপনার বাবা-মা শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং উপার্জনের পথ পেয়েছিলেন৷ সুতরাং এটি একটি চেইনের মত, আপনি একজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, তারপর আরেকজনকে, তারপর আরেকজনকে৷ সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে যে এই চেইনটি অবশ্যই কোন কিছুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং সেটি হল আল্লাহ৷ এ সকল কল্যাণের উৎস হলেন আল্লাহ৷ আমরা যা কিছুর জন্য সত্যি-কারভাবে কৃতজ্ঞ হই সব আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়৷ কুরআন মানুষের মাঝে এই গুণটি সমুন্নত থাকুক সেটাই চায়, কৃতজ্ঞতাবোধ যা প্রত্যেক ভাল মানুষের মাঝেই থাকে৷

কিছু মানুষের এই ভদ্রতাটুকুও থাকে না, আর তারা মনে করে যে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন৷ তাই অন্যদের কথা ভাবার তাদের প্রয়োজন নেই এবং তারা মনে করে তাদের যা কিছু আছে সবই তাদের প্রাপ্য ছিল। এই ধরনের মানুষ ইসলাম বুঝবে না৷ তারা তাদের মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে৷ কিছু মানুষের কৃতজ্ঞতাবোধ হারিয়ে যাওয়ার কারণ তাদের সর্বগ্রাসী হতাশা৷

এখন দেখা যাক প্রশংসার বিষয়টি। কখন আমরা প্রশংসা করি ? যখন ভাল বা সুন্দর কিছু দেখি তখন আমরা প্রশংসা করি। অনেকক্ষেত্রে প্রশংসা করার পাশাপাশি ধন্যবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন হয় না। ভাল, সুন্দর, অসাধারণ কিছু অবলকন করে সে বিষয়ে প্রশংসা করা মানুষের একটি মৌলিক গুণ। মানুষ অনেক সময় তার আশেপাশের জগৎ নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় অর্থাৎ সেখানে সে ভাল কিছু দেখে না। দুটি কারণে এটি হতে পারে। প্রথমত সে নিজেকে নিয়ে খুব বেশী ব্যস্ত এবং দ্বিতীয়ত কোনো কিছুর মধ্যে সুন্দর এবং ভালো কিছু পর্যবেক্ষণ করার সক্ষমতা সে হারিয়েছে, সে সবসময় মন্দ দিকটি খুঁজে। তারা তাদের চারপাশের সৌন্দর্যকে মূল্যায়ন করে না৷ অথবা তারা সবকিছুই নিজের সামর্থ্য দিয়ে বিচার করায় স্বার্থপর ও আত্মনিমগ্ন হয়ে যায়৷ তার জন্য ইসলামের বার্তা কোনোই অর্থ বহন করবে না। তারা হামদ্ করতে পারবে না। কারণ হামদ্ করতে হলে প্রশংসা করার সক্ষমতার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতাবোধের প্র-য়োজন রয়েছে। কিছু মানুষের মধ্যে সর্বদা ঋণাত্মক মনোভাব কাজ করে। তারা কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। তারা হামদ করতে অক্ষম। এই অক্ষমতা মানুষের অর্জন। কেনানা সে জন্ম নিয়েছিলো হামদ করার সক্ষমতা নিয়ে। হামদ্ এর মূল বিষয় হলো মানুষ জীবন সম্বন্ধে পজেটিভ হবে। বাড়ীর বাইরের গাছটি দেখে সে তার সৌন্দর্য্য উপভোগ করবে। আমরা তাহলে কিভাবে এই হামদের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলি ? সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করার এবং তা উপভোগ করার সক্ষমতা আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন।

বিজ্ঞান অনেককিছু ব্যাখ্যা করতে পারে। বিজ্ঞান এখনো ব্যাখ্যা করতে পারেনি আমাদের জিহ্বার স্বাদের ভিন্নতার বিষয়গুলো। আল্লাহ আমাদেরকে স্বাদেন্দ্রিয় দিয়েছেন যেন আমরা খাবার উপভোগ করতে পারি ও তারিফ করতে পারি৷ এগুলো ছাড়াও আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে এই ইন্দ্রিয়টি দিয়েছেন উপভোগ করার জন্য৷ আল্লাহ আমাদেরকে এই সুন্দর পৃথিবী দিয়েছেন এবং চোখ দিয়েছেন এটি দেখার জন্য ও এর রঙগুলো দেখার জন্য৷ বেঁচে থাকার জন্য আমাদের এগুলোর প্রয়োজন ছিল না৷ কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে এই ক্ষমতাটি দিয়েছেন৷ আল্লাহ আমাদেরকে একটি ইন্দ্রিয় দিয়েছেন গন্ধ নেওয়ার জন্য৷ বেঁচে থাকার জন্য এটারও দরকার ছিল না৷ কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে এটি দিয়েছেন যেন আমরা জিনিসগুলো মূল্যায়ন করতে পারি৷ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য একটি সমতল ভূমিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পৃথিবীকে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন, বিভিন্ন ভূমির বিন্যাসের মাধ্যমে সুন্দর করেছেন। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার এবং এগুলো অনুভব করার বিশেষ সক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ শুধু আমাদের জীবন দেন নি, তিনি আমাদের জীবনকে সুন্দর করেছেন। এগুলোর মূল্যায়ন করা উচিত। অনেকে এগুলোর তারিফ করে না। আল্লাহ্ সুরা মুলকে বলেছেন:

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ ৬৭:২৩ বলো -- ''তিনিই সেইজন যিনি তোমাদের বিকশিত করেছেন, আর তোমাদের জন্য বানিয়ে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ৷ তোমরা যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর সে তো যৎসামান্য!''

ইসলামের প্রথম যুক্তি হলো যদি আপনি আপনার আশেপাশে বিষয়গুলোর তারিফ করতে পারেন তাহলে কুরআন পাঠ করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন। যাদের মধ্যে কোনোকিছু তারিফ করার মানসিকতা নেই তারা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে ইসলাম-কুরআন তাদের কাছে হবে অর্থহীন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাফির এর একটি অর্থ হল যে ব্যক্তি অবিশ্বাস/অস্বীকার করে এবং আরেকটি অর্থ হলো যে কৃতজ্ঞ নয়৷ ফলে ভাল-সুন্দর কোনো কিছুকে তারিফ করা এবং কৃতজ্ঞতাবোধের সহজাত নিজের অনুভূতিকে যে লুকিয়া রাখে সেই অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসী এবং তাকে কাফির বলা হয়। আল্লাহ্ আমাদেরকে অনেক অনেক নিয়ামত দিয়েছেন, দিয়েছেন অনেক ক্ষমতা৷ ফলে আমাদের আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং একই সাথে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই হলো আল-হামদুলিল্লাহ্ [الْحَمْدُ لِلَّهِ]।

رَبِّ الْعَالَمِينَ

সমস্ত হামদ্ আল্লাহর জন্য এবং কে এই আল্লাহ্ যার জন্য হামদ্ করতে হবে তা বোঝার জন্য প্রথম তাঁর বর্ণনা যা আমাদের বুঝতে হবে তা হল তিনি হলেন আলআলামিনের রাব্ব। রাব্ব হল আল্লাহর প্রথম বর্ণনা যা মানুষকে বুঝতে হবে। আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। কিন্তু এই তালিকার বাইরে রাব্ব হল এর মধ্যকার কিছু গুণবাচক নামের সমন্বয়ে একটি যৌগিক গুণবাচক বর্ণনা। এটি মানুষের সাথে আল্লাহর প্রাথমিক এবং মৌলিক সম্পর্কটি বর্ণনা করে। আল্লাহ্ সব মানুষের রূহগুলো একসাথে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই রূহদের আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে তাঁর রুবুবিয়াহর বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং রূহ জগতকে প্রশ্নে করেছিলেন যে, "আমি কি তোমাদের রাব্ব নই?" এর জবাবের আমাদের রূহ গুলো শুধু বলেনি যে, "হ্যাঁ" তারা আরো বাড়িয়ে বলেছিল যে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি"। অতএব আমাদের রূহগুলো আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে জানে এবং এর বিপরীতে তাদের অবস্থান যে আবদ বা দাস তাও সুস্পষ্টভাবে জানে। আর সেই জন্যই তার বলছিলে যে আমার সাক্ষ্য দিচ্ছি। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ৭:১৭২ আর স্মরণ করো! তোমার প্রভু আদমের বংশধরদের থেকে -- তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে -- তাদের সন্তান-সন্ততি এনেছিলেন, আর তাদের নিজেদের সম্বন্ধে তাদের সাক্ষ্য দিইয়েছিলেন -- "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?'' তারা বলেছিল -- "হাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি৷'' এজন্য যে পাছে তোমরা কিয়ামতের দিনে বলো -- "আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলাম,''

ফলে রাব্ব সংক্রান্ত মানুষের জ্ঞান তার সোর্স কোডে দেয়া আছে এবং সেটি নিয়ে সে দুনিয়াতে এসেছে। তিনি শুধু মানুষের রাব্ব নন, তিনি তাঁর সব সৃষ্টির রাব্ব। রাব্ব শব্দটি এক শব্দে বাংলায় অনুবাদ সম্ভব নয়। এই শব্দটিকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ মুসলিমদের প্রতিদিনের সলাতগুলোতে এটি সর্বোচ্চ বার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উচ্চরিত হয়। সুরা ফাতিহার বাইরে প্রতিটি রুকু এবং সিজদাতে বলতে হয় সুবহানা রাব্বি (سُبْحَانَ رَبِّي)- আমি আমার রাব্বের পরিপূন্যতা ঘোষণা করছি অর্থাৎ আমার রাব্বের কোন ধরনের ত্রুটি নেই। এই শব্দটি رَبَّ ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে।

رَبَّ - এর অর্থ

- ক্রিয়াপদ হিসাবে এটি ব্যবহার করা হয় যখন আপনি কোনও কিছুর যত্ন নেন বা আপনি কোনও কিছুর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং এটি একরকম পরিপক্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি এটি বিকাশের সুযোগ দিয়ে দেন।
- কিছু ঠিক করা এবং কোনও জিনিস রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- যে কেউ আপনার সিদ্ধান্তের যত্ন নেয় এবং আপনার বিষয়গুলির যত্ন নেয় এবং তার জন্য দায়বদ্ধ এবং আপনি যা করেন তার জন্য দায়বদ্ধ।

- আল্লাহ হলেন রাব্ব, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির বিষয়াদি স্থির করেন।
- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য রাব্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয় না যদি তা **مضاف** না হয়।
    - **الرَّبُّ** এবং **رَبٌّ** শব্দ দুটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।
        - কিন্তু আপনি মানুষের ক্ষেত্রে ইদাফা ব্যবহার করে বলতে পারেন। যেমন **رَبُّ الْبَيْتِ** – ঘরটির রাব্ব বা মনিব, যা মানুষ বা আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন সুরা ইউসুফে ব্যবহৃত হয়েছে:
            - **إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ** ১২:২৩ আমার প্রভু নিশ্চয়ই আমার আশ্রয়স্থল অতি উত্তম বানিয়েছেন। এখানে রাব্ব মুদাফ হয়ে ইদাফা ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটি ইউসুফ (আঃ) এর মনিবকেও নির্দেশ করছে বলে ধরে নেয়া যায়।
            - **اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ** ১২:৪২ ''তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলো।''। এখানে রাব্ব মুদাফ হয়ে ইদাফা ফর্মে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটি কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মনিবকে নির্দেশ করছে।
- **رِبِّيُّونَ** - ধার্মিক - এমন কেউ যিনি সর্বদা তার রাব্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন।
    - وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ৩:১৪৬ আর আরো কত নবী যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ছিল প্রভুর অনুগত বহু লোক, আর আল্লাহ্‌র পথে তাদের উপরে যা বর্তেছিল তার জন্য তারা অবসাদগ্রস্ত হয় নি, আর তারা দুর্বলও হয় নি, আর তারা নিজেদের হীনও করে নি। আর আল্লাহ্ ভালোবা-সেন ধৈর্যশীলদের।
- **رَبَّانِيّ** - ধার্মিক মানুষ, সম্ভবত ইহুদীর ধার্মিক ব্যক্তিত্ব রেবাই/রাব্বিস শব্দের উৎস শব্দ।
    - وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ৩:৭৯ বরং -- ''তোমরা রব্বানী হও, কেননা তোমরা কিতাব শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলে ও অনুশীলন করে চলছিলে।''
    - إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ৫:৪৪ নিঃসন্দেহ আমরা অবতীর্ণ করেছি তওরাত, যাতে রয়েছে হেদায়ত ও দীপ্তি। তার দ্বারা নবীগণ, যাঁরা ইসলামী ধর্মমত পোষণ করেন, বিধান দিয়েছিলেন তাদের যারা ইহুদীয় মত পোষণ করে, আর রব্বিসব ও পুরো-হিতরা আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তারা সংরক্ষণ করতো তারদ্বারা, আর তারা সে-সবের সাক্ষী ছিল।
    - لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ৫:৬৩ রব্বিগণ ও পুরোহিতরা কেন তাদের নিষেধ করে না তাদের পাপপূর্ণ কথাবার্তা বলাতে আর তাদের গ্রাস-করণে অবৈধভাবে লব্ধ বস্তু। অবশ্যই গর্হিত যা তারা করে যাচ্ছে।
- **رَبَّ الضَّيْعَةَ** - কেউ কোনও গ্রামের যত্ন নিল তখন সে যেন উক্ত গ্রামের রুবুবিয়া করেছিল।
- **رَبَبْتُ** - আমি কারও রাব্ব ছিলাম অর্থ আমি তাদের দায়িত্বে ছিলাম।
- **أَرْضٌ مَرَبّ** - প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ করে একটি **مربّ** জমি যাতে বৃষ্টিপাত বজায় রাখে এবং যত্ন নেয়া হতে থাকে এবং কখনই খরার মুখোমুখি হয় না।
    - এই কারণেই বৃষ্টি নিয়ে আসা মেঘগুলিকে **رباب** বলা হয়।
- রাব্ব শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় যার অর্থের মধ্যে রয়েছে:
    - যিনি প্রভু/মালিক (ফলে আলামিনের সবাই তাঁর ক্রীতদাস/গোলাম) [**الْمَالِكُ**]
    - যিনি অতি যত্ন সহকারে লালন-পালন এবং সমস্ত চাহিদা পূরন করেন [**الْمُرَبِّ**]
    - তিনি যিনি অনুগ্রহ-উপহার দান করেন। [**الْمُنْعِمُ**]
    - যিনি সবকিছু নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেখা-শোনা ও রক্ষনাবেক্ষন করে যাচ্ছেন। [**الْقَيُّومُ**]
    - যিনি সমস্ত কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী [**السَّيِّدُ**]
    - যিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। [**الْمُرْشِدُ**]

- ○ যিনি মহান প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন। [الْمُعْطِيْ]

- রাব্ব শব্দটি কুরআনের মূল কথা।
- পুরো কুরআনের সংক্ষিপ্তসার কি?
- আল্লাহকে رب হিসাবে গ্রহণ করুন এবং নিজেকে তাঁর عبد হিসাবে মেনে নিন।
- আল্লাহর অনেক নাম রয়েছে তবে সেই নাম যা তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের সংজ্ঞা দেয় তা হল রাব্ব। অন্য সমস্ত কিছু সেই সম্পর্ককে আরও বাড়িয়ে তোলে।
    - ○ এর অর্থ আপনি আল্লাহর কাছে অনেক কিছুই তবে প্রথম এবং সর্বাগ্রে আপনি عبد।
    - ○ হ্যাঁ তিনি আপনাকে তৈরি করেছেন তবে এটি সম্পর্কের কেন্দ্র নয়। এটি এর অন্যতম দিক।
- মক্কার মুশরিকদের যখন জিজ্ঞাস করা হত "কে সৃষ্টি করেছেন মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবী, আর সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন?" -- তারা নিশ্চয়ই বলত -- "আল্লাহ্।" (২৯:৬১)। তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হত, "'কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন ও তার দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পরে সঞ্জীবিত করেন?' তারা নিশ্চয়ই বলত -- "আল্লাহ্।" (২৯:৬৩)।
    - ○ ২৯:৬১ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
    - ○ ২৯:৬৩ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
    - ○ কিন্তু তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হত "কে মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবীর রাব্ব?", তারা উত্তর দিত না। কারণ তারা আল্লাহ্-কে রাব্ব হিসেবে মানতে চাইত না। কেননা তাঁকে রাব্ব হিসেবে মেনে নিলে আবশ্যই তাদের আবদ হতে হত। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দিতে বললেন:
    - ○ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ১৩:১৬ বলো -- "কে মহাকাশমন্ডল ও পৃথিবীর প্রভু?" বল -- "আল্লাহ্।" বল, "তবে কি তোমরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে অভিভাবক-রূপে গ্রহণ কর তাদের যারা তাদের নিজেদের জন্যে কোনো লাভ কামাতে সক্ষম নয় আর ক্ষতিসাধনেও নয়?" বলো -- "অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি এক-সমান অথবা অন্ধকার আর আলোক কি সমান-সমান? অথবা তারা কি আল্লাহ্‌র এমন অংশী দাঁড় করিয়েছে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সৃষ্টি তাদের কাছে সন্দেহ ঘটিয়েছে?" বল -- "আল্লাহ্ই সব-কিছুর সৃষ্টিকর্তা, আর তিনি একক, সর্বাধিনায়ক।"

কল্পনা করুন আমাদের বাবা একটি নতুন বাইসাইকেল বা একটি প্লেস্টেশন বা আমরা পছন্দ করি এমন কিছু আমাদেরকে দিয়ে কিছু নির্দেশনা দিলেন এবং বললেন সেটাকে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করতে। আর আমরা সেগুলো অনুসরণ করলাম না। এটা কি তাকে দুঃখ দিবেনা? ভাবুন তো যখন আমরা সেই জিনিসটি প্রথম হাতে পাই তখন কি করি? আমরা বাবাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সাথে জিনিসটির প্রশংসা করি।

সে সকল দক্ষতার (দেখা, শোনা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা, মস্তিস্ক দিয়ে চিন্তা করা, হাতের কাজ, পায়ের কাজ ইত্যাদি) কথা ভাবুন যেগুলো আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। প্রতিনিয়ত ও ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ সবকিছুই আমাদের জন্য করছেন। এতো কিছুর প্রাপ্তির পর আমরা কি ন্যূনতম হামদ্-এর কাজটি করবো না ? আমাদের জন্য কেউ কিছু করলে (যেমন আমাদের মা আমাদের জন্য অনেক কিছু করেন, যদিও তারা বিনিময়ে কিছু চান না) আমাদের উচিৎ তাদেরকে মূল্যায়ন করা, সম্মান করা ও তাদের জন্য কিছু করা। আল্লাহর কাছে থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য উপহারগুলোর মূল্যায়ন আমাদের করা উচিত।

ধরুন আপনি কাউকে কোন উপহার দিলেন এবং সে ধন্যবাদ দেওয়ার বদলে সেটার ব্যাপারে অভিযোগ করলো। আপনি রেগে যাবেন বা বিক্ষুব্ধ হবেন এবং বলবেন যে ভাল হত যদি আমি এটা এমন কাউকে দিতাম যে এটার মূল্যায়ন করে। অথচ আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েই

যাচ্ছেন যদিও আমরা প্রচণ্ড অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ শুধু আমাদের চারপাশের জিনিসেরই মালিক নন, তিনি আমাদেরও মালিক। আমরা আমাদের নিজেদের স্রষ্টা নই। আল্লাহই আমা-দেরকে শরীর, মন ও হৃদয় দিয়েছেন। এবং শুধু আমাকেই নয়, প্রত্যেকটি মানুষ এমনকি আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীকেই তার অস্তিত্ব দিয়েছেন। আমাদের শরীরের প্রতিটি অংগ আল্লাহর মালিকানাধীন এবং আমরাও। ফলে আল্লাহ্ সাথে আমাদের একটি সম্পর্ক রয়েছে তা হলো তিনি হলেন রাব্ব এবং আমরা প্রত্যেকে তাঁর আবদ অর্থাৎ দাস।

'রাব্ব' প্রধানত 'মালিক' অর্থ প্রকাশ করে। যিনি সম্পত্তির মালিক তিনি রব্বুল মাল। যিনি একটি বাড়ির মালিক তিনি রব্বুল দার। 'রাব্ব' এর আরেকটি অর্থ 'প্রতিপালক'। যিনি কোনকিছুর মালিক তিনি সেটা রক্ষণাবেক্ষণও করেন। এটি শতভাগ আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ মানুষেরও মালিকানাধীন অনেক কিছু থাকে কিন্তু সে কি তার মালিকানাধীন সবকিছুর প্রয়োজন অনুযায়ী দেখাশোনা করে? লক্ষ্য করুন আমাদের মালিকানাধীন মোবাইলটির দিকে। নতুন অবস্থায় আমরা খুবই দেখাশোনা করতাম। কিন্তু যতো পুরানো হচ্ছে ততই এর রক্ষানাবেক্ষনের প্রতি আমাদের অনিহা দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ হলেন সমগ্র জগতের প্রতিপালক। রাব্ব শব্দের আরো গুণ রয়েছে। রাব্ব শব্দটির পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো: [الرَّبُّ هُوَ المَالِكُ وَالمُرَبِّ وَالمُنعِمُ وَالْقَيُّومُ وَالسَّيِّدُ] যিনি প্রভু/মালিক (ফলে আলামিনের সবাই তাঁর ক্রীতদাস/গোলাম) { المَالِكُ }, যিনি অতি যত্ন সহকারে লালন-পালন এবং সমস্ত চাহিদা পূরন করেন { المُرَبِّ }, যিনি উপহার প্রদান করে থাকেন { المُنعِمُ }, যিনি সবকিছু নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেখা-শোনা ও রক্ষনাবেক্ষন করে যাচ্ছেন { الْقَيُّومُ }, যিনি সমস্ত কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী { السَّيِّدُ } । উল্লেখিত ৫টির সাথে অনেক আলিম আরো দুটি মাত্রা যুক্ত করেছেন - যিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। [الْمُرْشِدُ] এবং যিনি মহান প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন। [الْمُعْطِي]।

বস্তুত, আল্লাহর রাব্ব হওয়ার ধারণাটি তাঁর খালিক বা সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ধারণাটির পূর্বেই আসে। কুরআনের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত আয়াতটি হল,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ ৯৬:১. তুমি পড়ো তোমার রাব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, -- ২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক রক্তপিন্ড থেকে।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেকথা বলার পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি আমাদের রাব্ব বা প্রভু। সূরা বাকারায় আছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝٢١ ২:২১ ওহে মানবজাতি! তোমাদের রাব্বের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও, যাতে তোমরা ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করো।

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহকে প্রথমে রাব্ব (প্রতিপালক) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর বলা হয়েছে তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। যদিও ক্রমানুসারে প্রতিপালনের পূর্বেই আসা উচিৎ সৃষ্টির কথা। এই বিপরীত ক্রমটি কোন কারণ ছাড়া বা ভিত্তিহীন নয়। আল্লাহর বাণী (কালামুল্লাহ) এই কুরআন কখনই প্রজ্ঞাবর্জিত হতে পারে না। মানব মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই পৃথিবীতে একটি নবজাতক শিশুর প্রথম অনুভূতিটি হল চাহিদার অনুভূতি। জন্মের সাথে সাথেই শিশুর মস্তিষ্কে চাহিদার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। শিশুটিকে খাওয়াতে হয় এবং তাকে সুরক্ষিত রাখতে হয়। এ কারণে প্রতিপালনই হয়ে পড়ে তার প্রাথমিক চাহিদা। পরিণত হওয়ার পরে সে স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে। তার প্রতি পিতা-মাতার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণই একটি শিশুর প্রথম প্রতীতি। আর তাই একটি মানবশিশুর শুকুর এর প্রথম প্রকাশ হল পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। কাজেই রাব্বের রুবুবিয়্যাহ তাঁর খালিক বা স্রষ্টা গুণের পূর্বেই আসে।

الْعَالَمِينَ (আল-আ'লামিন) কি? এটা الْعَالَم (আল-আ'লাম) এর বহুবচন। একবচনে এর প্রচলিত অনুবাদ ' জগৎটি' বহুবচনে অর্থ জগৎসমূহ। মূল বর্ণ (ع ل م) থেকে উদ্ভূত ক্রিয়ামূল 'আ'লিমা'র অর্থ 'জানা'। 'ইলম' মানে 'জ্ঞান' বা 'শিক্ষা'। অন্যান্য অনেক অর্থের পাশাপাশি 'আলিমা' দ্বারা আরও বুঝায় চিহ্ন, নিদর্শন, প্রতীক বা নিশান। একই মূল থেকে উদ্ভূত আরেকটি শব্দ 'আ'লামাহ' যা দ্বারা বুঝায় কোন কিছুর পরিচয়সূচক চিহ্ন। সমগ্র সৃষ্টি—'আ'লাম' (বিশ্বজগৎ, মহাবিশ্ব) হল একটি আ'লামাহ বা চিহ্ন যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা যায়।

عَالَم শব্দটির দুই ধরনের বহুবচন হতে পারে عالَمُونَ বা عالَمِينَ এবং عَوالِمُ। প্রথমটি নিয়মিত বহুবচন, যা ‘‘আকল’’ বা মানুষ/মালাইকা/জ্বিন সংক্রান্ত। দ্বিতীয়টি ভগ্ন বহুবচন, যা ‘‘গইর আকল’’ মানুষ/মালাইকা/জিন ছাড়া অন্যান্যের জন্য প্রযোজ্য। এখানে عالَمِينَ নির্দেশ করে মানুষ, মালাইকা, জিন –দের সবধরনের জগতসমূহ। সুরার বিষয়বস্তু যাদের ‘‘আকল’’ আছে তাদের সংক্রান্ত।

ফলে عالَمِينَ শব্দটির ব্যবহার যথার্থ। যদিও আল্লাহ্ عَوالِمُ -এরও রাব্ব।

একবচনে আ'লাম শব্দটি বিভিন্ন ধরনের জগতকে নির্দেশ করে যেমন আ'লাম আল-উযুদ (এই পৃথিবী, এই জীবন), আ'লাম আল-আখিরাহ (পরোজীবন), আ'লাম আল-হাইয়ান (জীবজগৎ), আ'লাম আল-নাবাত (তৃণজগৎ), আ'লাম আল-মাআ'দিন (পানিজ-গৎ), আলাম আল-খালক, আলাম আল-আমর, আলাম আদ-দুনিয়া, আ'লাম আল-বারযাখ, আ'লাম আল-ইনস, আ'লাম আল-জিন, আ'লাম আল-আরওয়াহ এবং আরও অসংখ্য। আমরা এমনকি জানিওনা আরও কত জগৎ আছে। কিন্তু এখানে الْعَالَمِينَ শব্দটি সকল মানুষ-মালাইকা-জ্বিন দের জগৎসমূহ-কে নির্দেশ করে।

যখন আপনার এমন কিছু থাকে যা আপনার কোন উপকার করে না অথবা আপনি যা আশা করেন তা করেনা, আপনি সেটাকে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেন বা বদলে ফেলেন। যেমন হতে পারে আপনার কোন গ্যাজেট (মোবাইল বা ঘড়ি ইত্যাদি) কাজ করা বন্ধ করে দিলে অথবা আপনার আছে এমন কিছু যা তার কাঙ্ক্ষিত কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। অতীতকালের একটি উদহারণ দেয়া যাক। এক ব্যক্তির একটি ছাগী ছিল যা দুধ দিত। যেদিন দুধ দেয়া বন্ধ করলো সেইদিন দুপুরের খাবারের মেন্যুতে থাকলো সেই ছাগীর গোস্ত।

আমরা কি আল্লাহর জন্য কিছু করছি? আল্লাহর কি অধিকার আছে? আল্লাহ আমাদের বদলে অন্য কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের কাজে লাগে না এমন কিছুকে বদলে ফেলি। আল্লাহ যখন তা করেন তখন কেউই তাকে কোন প্রশ্ন করতে পারে না কারণ তাঁর সেই অধিকার ও ক্ষমতা দুটোই আছে। আল্লাহর সেই অধিকার আছে কিন্তু তিনি এখনও তা করছেন না; সম্ভাবনা আছে যে হয় আপনি ভাল কাজ করছেন অথবা তিনি আপনার ব্যাপারে এতই স্নেহশীল, যত্নবান ও ধৈর্যশীল যে আপনাকে সুযোগের পর সুযোগের পর সুযোগ দিতে চাচ্ছেন।

এমন কেউই নেই এমনকি আমাদের বাবা-মাও নয় যাকে আপনি বারবার হতাশ করবেন অথচ তিনি আপনাকে সুযোগ দিয়েই যাবে; শেষ পর্যন্ত মানুষ আপনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু আল্লাহ আপনার ব্যাপারে নিরাশ হননা যদিও আপনি তাঁকে অবহেলা করেন বা মূল্য না দেন অথবা তিনি কি চান সেটি জানার ব্যাপারেও অনাগ্রহী থাকেন।

الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٣

আর রাহমান অর্থ অত্যধিক মাত্রায় স্নেহশীল, যত্নবান এবং দয়াবান। আর রাহীম অর্থ সবসময় নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্নেহশীল, যত্নবান এবং দয়াবান।

رَحِمَ يَرْحَمُ رَحْمَةً راحِمٌ এই মুজাররাদের ইসম মুবালাগাহ হল رَحْمَٰن এবং ইসম ছিফাহ্ হল رَحِيم। ফলে,

- الرَّحْمَٰن হল তিনি এই মূহুর্তে সর্বোচ্চ পরিমাণ رَحْمَة করছেন। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় সর্বোচ্চ কিছু ক্ষনস্থায়ী হয়ে থেকে। ফলে এই رَحْمَة যেকোন সময়ে, যে কোন কারনে শেষ হয়ে যেতে পারে। যেমন প্রচন্ড পিপাসার্থ হলে হয় পানি পানে পিপাসা চলে যাবে নতুবা মৃত্যুবরণ করে পিপাসা চলে যাবে।
- অন্যদিকে الرَّحِيم হল তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে رَحْمَة করছেন। এখানে সর্বোচ্চ এবং এই মূহুর্তে কাজ করছে বিষয়টি নির্দেশ করে না।
- ফলে আল্লাহর এই দুটি গুণবাচক নাম পাশাপাশি বসে একটি অপরটির সীমাবদ্ধাতা দূর করে رَحْمَة -এর সর্বোচ্চ পর্যায় নির্দেশ করছে। ফলে এই দুটি গুণবাচক নাম পাশাপাশি বসে নির্দেশ করছে যে আল্লাহ্ এই মূহুর্তে সর্বোচ্চ পরিমাণ رَحْمَة করছেন এবং তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যহত থাকছে।
- رَحْمَة শব্দটি এক শব্দে বাংলা অনুবাদ করা সম্ভব নয়। ফলে এটিকে বিশেষভাবে বুঝতে হবে।

رَحْمَة - কোমলতা, সহানুভূতি, সমবেদনা , যত্ন নেয়া, ভালবাসা বা সংযোগের সাথে সম্পর্কিত

- কারো প্রতি তার হৃদয় নরম ছিল।
- এটি কারো প্রতি আপনার একরকম স্নিগ্ধতা বা সমবেদনা যা আপনাকে তার জন্য কিছু করতে অনুপ্রাণিত করে।
- রহমাহ্ বনাম নেয়মাহ্ - রহমাহ্ এমন এক ভালবাসা এবং করুনার কাজ যা তার আশু প্রয়োজন হয় এবং তাকে দেওয়া হয়।

নেয়মাহ্ শুধুমাত্র আশু প্রয়োজনের ভিত্তিতে দেয়া হয় না, সাধারণভাবে উপহার সরূপ দেয়া হয় যা থেকে বিভিন্ন সময়ে সে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে।

- রহম - সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে এর একটি ভিত্তি রয়েছে :

قَالَ اللّٰهُ أَنَا اللّٰهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

আমিই আল্লাহ, আমিই রাহমান৷ আমি আর-রহিম (মাতৃগর্ভ – যা থেকে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হয়) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম (রাহমান) থেকে এর নাম (রেহেম) উদগত করেছি৷ সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবে আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক রাখব আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলব৷ সহীহ, সহীহাহ ৫২০, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ১৯০৭ [আল মাদানী প্রকাশনী]

    - আল্লাহ তাঁর নাম আল-রাহমানকে গর্ভের নামের সাথে তুলনা করছেন।
    - আল্লাহর করুনার নিকটবর্তী চিত্রটি হতে পারে একটি মাতৃগর্ভের আভ্যন্তরীন অবস্থা যেখানে একজন মানুষের সৃষ্টি হয়।
        - গর্ভের অভ্যন্তরে, শিশুটিকে সবদিক থেকে রক্ষা করা হচ্ছে, এর পুরো পৃথিবী এই মায়ের ভালবাসা এবং যত্নের মধ্যে আবদ্ধ৷
        - মা তাকে কতটা ভালোবাসে সে সম্পর্কে শিশুর কোনই ধারণা নেই৷
        - শিশুটি যখন বড় হবে এবং তার সন্তানকে ভালবাসবে তখন সে সেটা বুঝতে পারবে।
        - শিশুটি প্রথম যে জিনিসটি জানে তা হল তার প্রয়োজন৷ এবং এমনকি মা এই শিশুটিকে দেখেনি তবে তিনি ইতিমধ্যে সন্তানের প্রেমে পড়েছেন৷
        - এবং শিশুটি এখনও মায়ের জন্য কিছুই করেনি৷ তবে প্রতিদিন যেতে থাকে এবং শিশুটি মায়ের কাছ থেকে আরও বেশি দাবি করে এবং মাকে আরও বেশি করে ব্যথা সহ্য করতে হয়৷ তিনি ক্রমাগত তার ত্যাগ বৃদ্ধি করছেন এবং প্রতিবার এর ফলে বাচ্চার প্রতি তার ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।
        - আল্লাহ করছেন এবং করছেন এবং করছেন এবং আমরা এই শিশু, শিশুদের মতো যারা এমনকি স্বীকৃতিও দেয় না এবং তিনি আরও বেশি করে করেন৷
        - এই সন্তানের সমস্ত প্রয়োজনের যত্ন মা নিচ্ছেন৷ এমন কোনও জিনিস নেই যা রেহম (গর্ভ) পরিপূরন করেনি। তার আবাসন, পরিষ্কার করা, খাওয়ানো, সুরক্ষা৷ সন্তানের মহাবিশ্বটি হল রেহম৷ আমাদের মহাবিশ্ব হল আল-রহমান৷ আমরা আল্লাহর রহমায় নিমগ্ন৷
    - আমরা আল্লাহর সাথে একজন মাকে এবং সন্তানের সাথে দাসের তুলনা করতে পারি না।
        - তবে আমরা একটি সম্পর্কের সাথে আরেকটি সম্পর্কের তুলনা করতে পারি এবং সেখানে আমরা কিছু সমান্তরাল খুঁজে পেতে পারি।
        - এর অর্থ এই নয় যে, সম্পর্কের উপাদানগুলির সাথে তুলনা করা হচ্ছে।
- রাহমান - এমন কিছু যা অবিলম্বে অবতরণ করছে।
- রহমাহ্ - আল্লাহ ঠিক এমন মুহুর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য যা দিয়েছেন এবং যার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে নাও থাকতে পারে। অর্থ আল্লাহর রহমত একটির সাথে অপরটি তুলনা করা যায় না। বিভিন্ন সময়ে এটি নেমে আসে। এটি সাধারণ দয়া নয়।
    - আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে, প্রতিটি উপলক্ষে, প্রতি উদাহরণস্বরূপ, প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি মুহুর্তের জন্য পৃথকভাবে তাঁর করুনা প্রদর্শন করেন৷

رَحْمَة এসেছে রাহম শব্দটি থেকে যার অর্থ মায়ের গর্ভ।

গর্ভের শিশু জানেওনা যে তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে অথচ মা অনেক কষ্ট সহ্য করে। শিশুটি মায়ের জন্য কিছুই করেনা কিন্তু মা শিশুটির জন্য সবকিছুই করেন। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কও অনুরূপ। আল্লাহকে দেওয়ার মত আমাদের কিছুই নেই অথচ আল্লাহ প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য কত কিছু করছেন! একটি শিশু সম্পূর্ণরূপে তার মায়ের যত্নের উপর নির্ভরশীল। শিশুটি যত বড় হতে থাকে মাকে তত বেশি নিঃশেষ করতে থাকে আর মাও তাকে তত বেশি ভালবাসতে থাকে। যদিও শিশুটি মাকে কষ্ট দেয় তবুও মা শিশুটিকে ভালবাসেন। এটা অনেকটা আমাদের প্রতি আল্লাহর ভালবাসার মতই। রাহমান অর্থ আল্লাহর ভালবাসা অত্যধিক কিন্তু অনন্ত নয়। ইবনে আব্বাসের বর্ণনামতে আল্লাহ আমাদের সবার জন্যই রাহমান কিন্তু বিচার দিনের আগে পর্যন্ত। কারণ রাহমান চিরস্থায়ী হতে পারেনা। এটা সকল মানবজাতির জন্য।

রহীম অর্থ স্নেহশীল, যত্নশীল ও দয়াশীল। এটা বিশেষত বিশ্বাসীদের জন্য। তারমানে এটা জান্নাতের জন্য যেখানে আল্লাহর ভালবাসা ও যত্ন হবে অবিরত। আল্লাহ বলেন তিনি রব্বুল রহিম থেকে জান্নাতে বিশ্বাসীদেরকে সালাম জানাবেন।

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ ৩৬ :৫৭ তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলফসল, আর তাদের জন্য রইবে যা তারা কামনা করে। ৫৮. অফুরন্ত ফলদাতা প্রভুর তরফ থেকে সম্ভাষণ হচ্ছে -- ''সালাম''।

ধরুন আমাদের বাবা-মা আমাদেরকে শুধু দিয়েই যাচ্ছেন দিয়েই যাচ্ছেন, আমাদের সব চাহিদা পূরণ করছেন। হঠাৎ একদিন তারা আমা-দেরকে কিছু একটা দিলেন না আর আমরা সেটার জন্য পাগল হয়ে গেলাম। কেন আমরা পাগলামি করলাম ? যদি আল্লাহ আমাদেরকে কোন পরীক্ষা করেন বা কোন কঠিন অবস্থায় ফেলেন তাহলে আমরা কেন পাগল হয়ে যাই এবং অকৃতজ্ঞ বনে যাই? আর রাহমান বলার পর আল্লাহ শাস্তির উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ বলছেন ন্যায়বিচারের কথা। এটাই আল্লহর দয়া।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই এখানে মালিকি ইয়াওমিদ্দিন বলা হয়েছে।

আমাদের মনে প্রায়ই এ ধরনের প্রশ্ন আসে যে পৃথিবীতে এত অবিচার কেন? আল্লাহ কেন অবিবেচক? (সুবহানাল্লাহ্ !) কেন আমার সাথে এরকম এরকম ঘটলো? এই পৃথিবীকে নিখুঁত হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি। কুরআন প্রকাশ্যেই সেই ঘোষণা দেয়। আপনি কখনই এই পৃথিবীতে নিখুঁত ন্যায়বিচার পাবেন না। এমনকি আমরা যদি শরিয়াহ্ আইন অনুসরণ করি তারপরও এটা আমাদেরকে নিখুঁত ন্যায়বিচার নাও দিতে পারে। কারণ একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষীও মিথ্যা বলতে পারে। ধরুন একজন ৫০টি খুন করেছে, তাকে আপনি সর্বোচ্চ কি শাস্তি দিতে পারেন? আপনি তাকে ৫০ বার মারতে পারবেন না! তাই কুরআন দাবী করছে এমন একদিন আসবে যেদিন নিখুঁত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর মানুষ যা করেছে তার সম্পূর্ণ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে । আপনি যদি বিচার দিনে বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারবেন না। কারণ যদি কোন বিচার দিন না থাকে তাহলে আমরা এই অবিচার পূর্ণ পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকব। আর এই পৃথিবী অন্যায্য হওয়ার অর্থ হল আল্লাহ অন্যায্য (সুবহানাল্লাহ্ !), যা হতে পারে না । সুতরাং বিচার দিনে বিশ্বাস মূলত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকেই শক্তিশালী করে।

দুনিয়াতে আমরা কিছু দুঃখ পাই যা আমাদের প্রাপ্য না, আবার কিছু আনন্দও পাই যা আমাদের কর্মের কামাই না, এর সবকিছুরই বিনিময় আমরা পাব। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ অসুস্থ হতেন তখন রাসুল (সাঃ) তাকে বলতেন যে لا بأس طهور ان شاء الله এটা পবিত্রতা অর্জনের একটা উপায় আর যদি সে পবিত্রতা অর্জন করে তাহলে সে জান্নাতে অনেক অনেক পুরষ্কার পাবে। যখন আমরা এই উপসংহারে পৌঁছাই তখন আমরা বলি যে আমরা খুশিমনে আপনার দাস হিসেবে নিজেকে নিবেদন করলাম। আমি আপনার কাছে অনেক ঋণী কিন্তু আমি জানিনা কিভাবে তা শোধ দিব। তাই সেটি করার জন্য আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি মনে করিনা যে আমি এতখানি করতে পারব। এজন্যই আল্লাহ আমাদেরকে অল্পকিছুই করতে বলেছেন কিন্তু গণনায় তা অনেকগুণ বেশি হবে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

এগুলো আল্লাহর প্রতি সম্বোধন করে আমাদের কথা...

সূরা ফাতিহার ১ম ভাগে আল্লাহ্ কথা বলছেন আমাদের প্রতি, এখানে যেন সেই কথাগুলো বুঝে আমরা কথা বলছি ।

কুরআন হলো আল্লাহর শিক্ষা দানের পদ্ধতি যাতে করে আমরা তাঁর সাথে কথোপকথন করতে পারি.....

কুরআনে শুধুমাত্র আল্লাহ্ আমাদের বলছেন না, কুরআন আমাদের আল্লাহর সাথে কথোপকথনে গুরুত্ব দিচ্ছে।

এটি এতইটা সুন্দর যে, সুরা ফাতিহায় আল্লাহ্ আমাদের আদেশ করে বলেননি যে :"ফা'বুদুনি" অতএব আমার ইবাদত করো !"।

লক্ষ্য করুন – কে আল্লাহ্ ? আলহামদুলিল্লাহ্, অর্থাৎ "সকল হামদ" তাঁর। তিনি আর রাহমান এবং আর রাহীম, তিনি মালিকি ইয়াওমিদ্দিন, অতএব আমি নিজে নিজে উপসংহারে এসেছি যে ইয়্যাকা না'বুদু।

যদি এটি একটি আদেশ হতো তাহলে আল্লাহ্ আপনাকে জোর করছেন, কিন্তু আল্লাহ্ আপনার উপলব্দি থেকে যা আসা উচিত তা বলে দিচ্ছেন। এটি থেকে শিক্ষা নেয়া যায় যে, "ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে এবং আপনাকে সেচ্ছায় আল্লাহর কাছে আসতে হবে।"

আপনাকে "ইয়্যাকা না'বুদু" বলতে হবে, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজে থেকে উপসংহার না টানছেন, আপনাকে জোর করা যাবে না।

ইয়্যাকা না'বুদু-এর মধ্যে এই অসাধারণ অভিব্যক্তিটি লুকিয়ে আছে। এবং তারা উপলব্ধির পর বলবে "আমি আপনার দাস হবার জন্য তৈরি আছি।"

ইয়্যাকা অর্থ কি ? এটিকে প্রকৃতপক্ষে ইখতিসাস বলা হয়। অর্থাৎ এটি যুক্ত হওয়ায় ইয়্যাকা না'বুদু-এর অর্থ দাঁড়ায় "আমরা শুধুমাত্র আপনার দাসত্ব করি।"

ক্রীতদাস / গোলাম এর কাজ হলো তার প্রভু/মালিককে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। **কিন্তু আল্লাহ্ চান যে আপনি তাঁর ক্রীতদাস/গোলাম হবেন এবং তখন তিনি বলবেন কেন আপনি তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছেন না !** সম্পূর্ন উল্টো !! এখানে মালিক/প্রভু সবসময় ক্রীতদাস/গোলামকে সাহায্য করতে প্রস্তুত !!!

আল্লাহর ক্রীতদাসত্ব/গোলামি এর সাথে অন্য কোনো কারো/কিছুর ক্রীতদাসত্ব/গোলামি এর তুলনা করা যায় না, কারণ:

১) অন্য সব প্রভু/মালিক সাহায্য চায় কিন্তু আল্লাহ্ সাহায্য দিতে চান, সম্পূর্ণ বিপরীত।

২) অন্য সব প্রভু/মালিক ক্ষেত্রে তারা জোর করে ক্রীতদাসত্ব/গোলামি করায়, কিন্তু আল্লাহর ক্রীতদাসত্ব/গোলামি করা ঐচ্ছিক। আমরা কি ইয়্যাকা না'বুদু নিজ থেকে বলি নি ? অন্য কোনো প্রভু-ক্রীতদাসের সম্পর্কে কেউ নিজ থেকে ক্রীতদাস হতে চায় না তাদের বাধ্য করা হয়। কিন্তু আল্লাহর সাথে এই ক্রীতদাসত্ব হলো একমাত্র, যা এটি করা হয় সেচ্ছায় এবং এতে একটি শক্তিশালী শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে।

একজন ক্রীতদাস/গোলাম কে সারাদিন কাজ করতে হয় এবং সে বিরতি নিতে পারে না। যদি সে বিরতি নেয় তখন তার প্রভু তাকে আঘাত করে। অতএব সে কাজ করতেই থাকে।

এটি যদিও এমন যে আল্লাহ্ বলছেন যে, আল্লাহ্ মানুষকে ক্রীতদাসের মতো কাজ করার প্রবনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার অর্থ দাঁড়ায় আমরা যদি আল্লাহর গোলামি নাও করি, আমরা সবসময় অন্য কারো বা কিছুর গোলামি করব, তা হতে পারে টাকার গোলামি, অথবা আবেগের গোলামি অথবা কোনো সংস্কৃতির গোলামি অথবা অহংকারের গোলামি। কিন্তু এই সব ধরনের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যদি আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর গোলাম হতে পারি। অন্যথায় আমরা কোনো না কোনো কিছুর গোলাম হয়ে যাব।

ইয়্যাকা নাসতায়িন:

ইয়্যাকা নাসতায়িন, যখন আমরা তাঁর সাহায্য চাই। যখন আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, আল্লাহ্ আমাদের শেখাচ্ছেন এই শব্দটি যা নির্দেশ করে যে, আপনি ইতিমধ্যে চেষ্টিত আছেন কিন্তু আপনি অনুধাবন করছেন যে "এটি একা করা সম্ভব নয় এবং আমার অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।" আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার সাধ্যমতো প্রচেষ্টা না করবেন.... এটি নাসতায়িন শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। সাহাবারা বদরের প্রান্তরে যার যা কিছু ছিল তা নিয়ে যুদ্ধে হাজির হয়েছিলেন, তারপর আল্লাহর নির্দেশে মালাইকারা এসেছিল। ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনে ছোড়া হয়েছিল তারপর আল্লাহর নির্দেশে আগুন ঠান্ডা হয়েছিল। আপনাকে আপনার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দেখাতে হবে তারপর আল্লাহর সাহায্য আসবে।

نستعين ক্রিয়ার পর সাহায্যের কোনো বিষয় উল্ল্যেখ করা হয়নি। (we seek help, but in what?)

"ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতায়িন"-এর দিকে আবার দেখা যাক। আমি যদি কারো কাছে বলি সাহায্য চাই এবং শুধু বলি "সাহায্য চাই" তা উক্ত ব্যক্তিকে বিভ্রান্তির মধ্য ফেলে দেবে কারণ আমি কি ধরনের সাহায্য তা বর্ণনা করিনি।

কিন্তু ইয়্যাকা নাসতায়িন এর মাধ্যমে **যাঁর কাছে আমরা সাহায্য চাচ্ছি তিনি ভালো করে জানেন আমাদের কি সাহায্য প্রয়োজন** এমন কি যার অনেকটাই আমরা জানি না। ফলে আমরা তা বিস্তারিত করি না, কারণ আল্লাহ্ সে বিষয়ে জানেন।

এ সংক্রান্ত আরেকটি সুন্দর বিষয় রয়েছে, তাহলো **আমাদের এতো বেশী বিষয়ে জরুরী সাহায্য দরকার যে তার তালিকা করতে গেলে ফাতিহা অনেক লম্বা হয়ে যাবে।** ফলে সাহায্যের ব্যাকুল আকুতি এবং লম্বা তালিকা সবই কভার হয়ে যাচ্ছে "সাহায্য" শব্দের মধ্যে।

উপরোক্ত নাসতায়িন বলার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে পূর্বশর্ত হলো আমাদের চেষ্টিত থাকতে হবে। ফলে আমরা জানি সার্বিকভাবে আমরা কি ব্যাপারে চেষ্টিত, ফলে সেই বিষয়ে সাহায্য চাই। সার্বিকভাবে আমরা একনিষ্ঠভাবে শুরুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে চাই।

কেন ইয়্যাকা না'বুদু প্রথমে এবং ইয়্যাকা নাসতায়িন পরে ?

প্রথমতঃ, কেন মানবজাতিকে তৈরি করা হয়েছে ? ইবাদত করার জন্য।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ ৫১:৫৬ আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।

ফলে মানুষকে তার প্রকৃত মিশন বোঝা প্রয়োজন। এটি একটি খুবই মূল্যবান শিক্ষা। বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিম চায় আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করুক কিন্তু তারা ইবাদত করতে চায় না – "আমি চাই ইয়্যাকা নাসতায়িন অংশ কিন্তু ইয়্যাকা না'বুদু অংশ নয়"।

যখন আমরা আল্লাহর গোলাম হই, সেটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। যখন আমরা সাহায্য চাই তখন সেটি আমাদের জন্য। অতএব ইয়্যাকা না'বুদু আল্লাহর জন্য এবং ইয়্যাকা নাসতায়িন আমাদের জন্য। ফলে আল্লাহর জন্য যা তা আগে উল্লেখ করা উচিত এবং যা আমাদের প্রয়োজন তা পরে আসবে।

আরো জরুরী বিষয় হলো আমরা যা কিছু করি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহ্ আপনার বিশেষ যত্ন নেবেন।

প্রায়োগিকভাবে আমরা যখন দাস তখন আমাদেরকে ২৪ ঘন্টার প্রতিটি সেকেন্ডেই দাস থাকতে হবে৷ যেমন আমাদের যদি একটি মোবাইল থাকে তাহলে এটি ২৪ ঘন্টাই আমাদের দাস৷ এটি ৯টা-৫টা হিসেবে কাজ করেনা৷ কিন্তু বাস্তবে এটা করা আমাদের জন্য সম্ভব না৷ আল্লাহর সকল সৃষ্টিই প্রতিনিয়িত আল্লাহর কাছে মাথা নত করে, যেমন সূর্য্য নিরিবিচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলছে। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনা যদিও আমাদেরকেই আল্লাহ সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন৷ তাই আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং অতি সামান্য কিছু চেয়েছেন৷ শুধুমাত্র ৫ ওয়াক্ত সলাহ্, বছরে এক মাস সিয়াম, একবার হজ্জ, বছরে একবার যাকাত, আল্লাহ্ আদেশ-নিষেধ মেনে চলা.... আল্লাহ আমাদের কাছে খুবই কম চেয়েছেন৷ আর যা চেয়েছেন তাতে তাঁর কোনই প্রয়োজন নেই। বরং এর দ্বারা আমরাই উপকৃত হব এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম

ক্রীতদাস/গোলাম কি? একজন ক্রীতদাস/গোলাম যা তার প্রভু চায় তা করে। কিন্তু একজন ক্রীতদাস/গোলাম শুধুমাত্র তাই করে যা তার প্রভু চায় যদি সে জানে কি তার প্রভু চায়। যদি ক্রীতদাস/গোলামের কোনো ধারণা না থাকে, যদি প্রভু কখনো তাকে না বলে তাহলে সে বিভ্রান্তির মধ্যে থাকবে। অতএব ক্রীতদাস/গোলামের নির্দেশনা প্রয়োজন। আল্লাহর গোলামি করতে হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের নির্দেশনা প্রয়োজন।

ক্রীতদাস/গোলাম এবং নির্দেশনা এর মধ্যে সম্পর্কটা বোঝা জরুরী। প্রভু/মালিক এর কাছে থেকে নির্দেশনা ব্যতিরে একজন ক্রীতদাস/গোলাম হতে পারে না। ফলে গোলাম হতে হলে মালিক/প্রভুর কাছে থেকে নির্দেশনা চাইতে হবে।

এই দুটি বিষয় অবিচ্ছেদ্দ যার কারণে কুরআনে আল্লাহ্ যখনই রাব্ব এর কথা উল্লেখ করেছেন তার আশেপাশে হিদায়াত (পথ নির্দেশনা) এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ আছেন আমাদের সাথে, তিনি আমাদের গাইড করবেন, অতএব আমরা আল্লাহর কাছে দিক নির্দেশনা চাচ্ছি, ইহদিনা। কিন্তু আমাদের গাইড করবেন কিসের দিকে ?

তিনি বললেন “সিরাতাল মুসতাকিম” কিন্তু তিনি বলেননি “ইহদিনা ইলাস সিরাতিল মুসতাকিম” অথবা “ইহদিনা লিসসিরাতিল মুসতা-কিম” অথবা ইহদিনা বিস সিরাতিল মুসতাকিম”।

- যখন ইলা ব্যবহৃত হয় তার অর্থ দাঁড়ায় “আমাদের সোজা পথ এর দিকে গাইড করুন !”।
- যখন “লি” ব্যবহৃত হয় তার অর্থ দাঁড়ায় “আমাদের সোজা পথে গাইড করুন (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে সাথে থেকে) !”।
- যখন “বি” ব্যবহৃত হয় তার অর্থ দাঁড়ায় “আমাদের সোজা পথ মাধ্যমে গাইড করুন !”।
- কিন্তু এখানে তিনটির একটিও ব্যবহার করা হয়নি। তাহলে এর অর্থ কি দাঁড়ায় ?
- যখন কোনো অব্যয়ই ব্যবহার করা হয়নি তখন উপরের সবগুলো অর্থই নির্দেশ করে। অর্থাৎ এর অর্থ দাড়ায় **“আমাদের আপনি সোজা পথ দ্বারা সোজা পথের দিকে সর্বক্ষণ সাথে সাথে থেকে গাইড করুন !”**

কুরআনে ইলা, লি এবং বি এর সাথে হাদা ফি’ল এর ব্যবহারের কিছু উদহারণ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ৭:৪৩ সমুদয় প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্রই যিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন এই দিকে, আর আমরা নিজেরা সুপথ পেতাম না যদি আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখাতেন

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ২৪:৩৫ আলোকের উপরে আলোক! আল্লাহ্ তাঁর আলোকের দিকে যাকে ইচ্ছে করেন পথ দেখিয়ে নেন৷

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ২:২৬ এর দ্বারা তিনি অনেককে বিপথে চলতে দেন এবং অনেককে এর সাহায্যে সৎপথগামী করেন৷ তিনি কিন্তু ভ্রষ্টাচারী ভিন্ন কাউকেও এর মাধ্যমে বিপথে চলতে দেন না।

قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ২:১৪২ তুমি বলো -- “পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ্, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সহজ-সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন৷”

এখানে গন্তব্যের কথা উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র সোজা পথের কথা উল্ল্যেখ করা হয়েছে। যার অর্থ এই সোজা পথে উঠলেই গন্তব্য নিশ্চিত। এই সোজা পথ প্রাপ্তি এবং তাতে অটল থেকে গন্তব্যে পৌছা পর্যন্ত সর্বক্ষণ আমাদের আল্লাহর গাইড দরকার। এই ভ্রমণটি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে ৭:৪৩ “সমুদয় প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্রই যিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন এই দিকে, আর আমরা নিজেরা সুপথ পেতাম না যদি আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখাতেন”

হিদায়াত চাওয়াটা অনেকটা পানি খাওয়ার মতো। যতই পানি খাওয়া যাক না কেন কিছুক্ষণ পর পর আবার পিপাসা লাগে, এটি শরীরে ধারণ করে রাখা যায় না। ঠিক একই ভাবে কিছুক্ষণ পর পর আমাদের হিদয়াত চাইতে হয়। আর কুরআন মজিদ কে পানির সাথে তুলনা করা হয়। ৫ ওয়াক্ত সালাতে আমরা প্রতি রাকাহতে হিদায়েত চাই এবং তার পরেই কুরআন মজিদের কিছু অংশ পাঠ করি।

পথনির্দেশনা সংক্রান্ত তিনটি বিষয়:

প্রথমতঃ, আমরা আল্লাহর কাছে চাচ্ছি দিক-নির্দেশনা এবং জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা আল্লাহর সঙ্গ চাচ্ছি। আমরা সরল-সঠিক পথে একাকি যেতে পারব না, এই রাস্তায় যেতে সর্বক্ষণ আমাদের সাথে আল্লাহ্ কে প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ আমরা বলছি যে এই সরল-সঠিক পথের মাধ্যমেই আমরা কাংক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাব। হে আল্লাহ্, সরল-সঠিক পথটির মাধ্যমে আমাদের হিদায়ত দিন !

আল্লাহ্ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে এই সরল-সঠিক পথই আমাদের সাহায্য করবে।

সিরাত শব্দটির কোনো বহুবচন নেই। এটি শুধুমাত্র একটি সোজা রাস্তাকে নির্দেশ করে। এই সোজা পথটি বিস্তৃত, সোজা (কোনো বাঁক নেই), বিপদজনক। মুসতাকিম শব্দের অর্থ হলো সোজা, সিরাত শব্দের অর্থ সোজা পথ তাহলে মুসতাকিম কেন ব্যবহার করা হলো? কারণ মুসতাকিম অর্থ শুধুমাত্র সোজা নয় এটি অর্থ সোজা উপরের দিকে। এটি সোজা উপরের দিকে কারণ এটি এসেছে আল্লাহর দিক থেকে, সামনে না উপরের দিকে। এই শব্দটি এসেছে কিয়াম শব্দ থেকে যার অর্থ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। আল্লাহ্ দোকানদারদের প্রসঙ্গে বলেছেন যাদের ওজন যন্ত্র (দাড়ি-পাল্লা) রয়েছে এবং সে তা যেন তার হাত দিয়ে ধরে এবং তা সোজা উপরের দিকে ধরে রাখে। ১৭:৩৫ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

১৭:৩৫ আর পুরো মাপ দিয়ো যখন তোমরা মাপজোখ কর, আর ওজন করো সঠিক পাল্লায়। এটিই উত্তম আর পরিণামে শ্রেষ্ঠ।

আমি আল্লাহর কাছে একটি সোজা উপরের দিকমূখী একটি পথে হিদয়াত চাচ্ছি। অর্থাৎ এই পথে যতই আমি আগাতে থাকি ততোই আমি দুনিয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, এবং যতো উচ্চতর এর স্তর হবে ততো তাঁর নিকটবর্তী হওয়া যাবে। অনেক সময় সাধারণ মানুষ বলে থাকে ধর্মীয় গুরুরা কেন এতো কাঁদে? তারা তো অনেক ইবাদত করে। সাধারণ মানুষ এটি বুঝতে পারে না, যতো এই রাস্তায় চলা হয় ততো এটি বিপদজনক মনে হয়। যতো উপরে উঠা যায় ততো এটি কঠিন মনে হয়।

উর্দ্ধমূখী রাস্তার আরেকটি বিষয় হলো: যতো উপরে উঠা যায় নিচের সমন্ধে ততই পরিস্কার-পরিপূর্ন চিত্র দেখা যায়। এই হলো জ্ঞান চর্চার রাস্তা। কুরআন মজিদ হলো সমস্ত জ্ঞানের ধারক। তাই বলা হয় যত বেশী কুরআনের আয়াতের সাহাবী হওয়া যায় তত বেশী উপরে উঠা যায় এবং ততো বেশী সবকিছু পরিস্কার এবং পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায়।

ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম, নিজকেই অর্থাৎ রাস্তাটিকে বর্ণনা করছে এবং এটি উদ্ধমূখী। এটি একটি কঠিন যাত্রা এবং এটি দুনিয়া থেকে দূরে চলে যাচ্ছে।

আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছে অর্থটা কি? এর অর্থ দুনিয়া বিমূখীতা নয়। এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার অর্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম করার দরকার নেই, দুনিয়াতে সাফল্যের দরকার নেই, প্রয়োজন নেই সফল প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা বা সরকার বা অর্থনীতি গড়ে তোলা। **এর অর্থ, দুনিয়া থাকবে আপনার হতে মুঠোয় কিন্তু সেটা নেই আপনার হৃদয়ে।** আল্লাহ্ চাননি যে আমরা দুনিয়াকে পরিত্যক্ত করবো। তিনি চাননি যে আমরা না গড়ে তুলি সুন্দর পৃথিবী, উন্নত দেশ, উন্নত শহর, উন্নত অর্থনীতি। আল্লাহ্ বলেছেন: وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ১১:৬১ .. আর এতেই তোমাদের বসবাস করিয়েছেন। তিনি চান যে আপনি এই পৃথিবীকে গড়ে তোলেন। তিনি চান আপনি যাতে পৃথিবীর রক্ষনাবেক্ষন এবং উন্নয়ন করেন। কিন্তু তিনি শুধু চান যে আপনি এটাকে সবকিছু মনে না করেন এবং এটিকে সর্বশেষ গন্তব্য মনে না করেন। তিনি চান আপনি যাতে এই দুনিয়াতে কাজ করে সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু তা যাতে আপনাকে আখিরাতে সাফল্য এনে দেয়, তা যেন আখিরাতে আপনার দূর্ভোগের কারণ না হয়।

অনেক মানুষ আছে যারা শুধুমাত্র এই দুনিয়ার জন্যই ব্যস্ত থাকে, তারা বাঁচে দুনিয়ার অর্জনের জন্য, টাকা আরো টাকা। তাদের সারা জীবন ভাসে টাকার তালাশে। তাদের পরিকল্পনায় থাকে অনেক টাকা হলে বসে বসে খাব!! দেখা যায় যত টাকা বাড়ে তত ব্যস্ততা বাড়ে, অবসর আর হয় না। সেটা আল্লাহ্ আমাদের কাছে চান না। এই দুনিয়া আপনি উপভোগ করুন, তিনি এই দুনিয়ায় অনেক ভালো জিনিষ দিয়েছেন যা আপনি উপভোগ করতে পারেন, ভালো জীবন যাপন করুন। কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, কেন আমরা এখানে এসেছি। আমাদের কাছে কোনো অজুহাত নেই যে আমরা তাঁর ইবাদত করবো না।

ইহদিনা বলার মধ্যে একটি আবেগ রয়েছে। উদহারণ সরূপ আমি আপনার কাছে পানি চাইলাম। কিন্তু আমার পিপাসাটা তেমন তীব্র না। আপনি পানি দিতে দেরী করছেন আমি কিছু মনে করছি না। কিন্তু আমার যদি প্রচন্ড পিপাসা পায় তখন আমি আরো গুরুত্বের সাথে আপনার কাছে পানি চাইব। বলবো, “ দয়া করে তাড়াতাড়ি আমাকে পানি দিন!” যখন আপনি সত্যিকার অর্থে চাইবেন তখন ব্যাকুল হবেন।

যখন আপনি এবং আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম এ আসি, তখন কিভাবে আমরা চাই? আমরা কি

ব্যাকুলভাবে চাই এমন যেন এটি ছাড়া আমাদের চলবেই না, এটি ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না ?

আল্লাহ্‌ বলছেন আমাদের চাইতে সেই সব মানুষদের পথ যাদের তিনি অনুগ্রহ করেছেন। এদের বর্ননা আপনি কোথায় পাবেন ? কুরআনের অন্যান্য সুরাগুলোতে। যার অর্থ দাঁড়ায়, আমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করে আল্লাহ্‌ কে বলছি, হে আল্লাহ্‌ আমাকে উত্তরটা দিন ! তিনি আপনাকে উত্তরটা দিয়েছেন কুরআন এর বাকী সূরাগুলোতে। অতএব সত্যি বলতে আপনার দোয়া ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে সম্পূর্ণ কুরআন মজিদ নাজিলের মাধ্যমে। এখন প্রয়োজন কুরআন মজিদ বুঝে পড়া। সলাহয় সুরা ফাতিহায় হিদায়াত প্রাপ্তির এই ব্যাকুল অনুরোধ করার পর কুরআন মজিদের কিছু অংশ আমরা পাঠ করি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমরা সুরা ফাতিহাও বুঝি না এবং সুরা ফাতিহার পর সলাহয় যা পড়ি বা শুনি তাও বুঝি না, বোঝার চেষ্টা করি না। এ বিষয়ে আমাদের আল্লাহর কাছে থেকে বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন।

এ সংক্রান্ত আরেকটি প্রতিফলন হলো, যদি আপনি কুরআন মজিদ না পাঠ করেন তার অর্থ আপনি সূরা ফাতিহায় যা বলছেন তা আপনি মন থেকে বলছেন না। আপনি আল্লাহর কাছে চেয়েছেন, আল্লাহ্‌ তা দিয়েছেন, এবং আপনি সেটার সুবিধাটি নিতে পারছেন না। আপনি পানি চেয়েছেন, আপনাকে পানি দেয়া হলো, আপনি তা পান করছেন না। আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদেরকে দোষারোপ করতে পারি আর কাউকে নয়।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

যারা রাস্তাটিতে ছিলেন তাদের সংক্রান্ত এই আয়াত। আপনি যদি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন তাহলে ভবিষত চাকুরী/কাজের বিষয়ে কার কাছে উপদেশ নেবেন ? ক্লাসের বন্ধুদের কাছ থেকে না যারা ইতিমধ্যে পাস করে চাকুরী করছেন? আপনি অবশ্যই উপদেশ নেবেন যারা ইতিমধ্যে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করে কাজ করছেন তাদের কাছ থেকে। একই যুক্তিতে এই আয়াতে বলা হচ্ছে, ‘ও আল্লাহ্‌, আমাদের দেখান তাদের পথ যাদের আপনি সফল করেছিলেন বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে, সহজীকরণের মাধ্যমে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো অতীতকাল ব্যবহৃত হয়েছে “আন আমতা আলাইহিম”। যারা ইতিমধ্যে সফল হয়ে গেছে অর্থাৎ যারা এই পথে সফলভাবে শেষ পর্যন্ত যেতে পেড়েছে। এই পথের যাত্রা শেষ হয় মৃত্যুর মাধ্যমে। যারা এখনো হাঁটছে তারা আদর্শ নয়।

যখন আমরা আল্লাহর কাছে এটি চাই, তখন আমরা জানি যে আমাদের আদর্শ মানুষদের, যাদের আমরা অনুসরণ করতে চাই, যাদের আমরা বিশ্বাস করি, তারা এখন জীবিত নেই। এসব অনুকরণীয় মানুষগুলো কারা ? অতীতের এইসব মানুষ হলো তারা যাদের কাহিনী আল্লাহ্‌ তাঁর কিতাবে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাঁরা এতো অসাধারণ যে আল্লাহ্‌ তাদের কথা কুরআন মজিদে অন্তর্ভূক্ত করেছেন আমাদের অনুসরনের জন্য। যাতে করে এর মাধ্যমে আমরা হিদায়ত প্রাপ্ত হতে পারি। **অতএব কুরআন মজিদে বর্ণিত প্রত্যেকটি অতীতের ভালো মানুষে বিবরণ হলো “সিরাতাল লাজিনা আনআমতা আলাইহিম” এর জবাব।** এমনকি আনআমতা আলাইহিম বাক্যটি অসাধারণ। “সিরাতাল মুসতাকিম” এর মতো কঠিন এক রাস্তায় আপনি সহজ করে দিয়েছিলেন তাদের জন্য এবং আনআমতা শব্দ এসেছে আনাম শব্দ থেকে যার অর্থ নরম এবং সহজ।

হে আল্লাহ্‌ আমাদের একই রাস্তায় পরিচালিত করেন যা তাঁদের জন্য আপনি সহজ করে দিয়েছিলেন যা তাঁরা নিজ থেকে সহজ করতে পারতো না। আপনিই তাঁদের জন্য তা সহজ করে দিয়েছিলেন। অতএব আপনি যদি আমাকে সেই রাস্তায় পরিচালিত করেন তার অর্থ আমি তা নিজ থেকে করতে পারবো না এবং আপনিই তা আমরা জন্য সহজ করে দেবেন। এটিই হলো আনআমতা আলাইহিম এর ধারণা।

দাস হতে হলে আগে জানতে হবে যে প্রভু আমাদের কাছে কি চান। এজন্যই এখন আমরা আল্লাহর কাছে চাইছি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে কারণ আমরা জানিও না যে কি করতে হবে।

ভারসাম্যপূর্ণ রাস্তায় চলাচল

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষ হিসেবে আমরা সবাই পক্ষপাতদুষ্ট। আমাদের সবারই কিছু নির্দিষ্ট মানবীয় আবেগ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা থাকে।

১) মানব বিচারকেরা কখনই সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য থাকতে পারেননা। পুরুষেরা নারীদের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট আর নারীরাও পুরুষদের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট। উভয়েরই নিজের লিঙ্গের মানুষের প্রতি দুর্বলতা আছে। দ্বন্দ্ব সংঘাতের সময় তারা সাধারণত অন্য পক্ষকে সমর্থন দেয়না। (সামাজিক দ্বন্দ্ব)

২) মালিকেরা কর্মচারীদের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট এবং কর্মচারীরা মালিকের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট। মালিকেরা বেতন কমাতে চায় আর কর্মঘন্টা বাড়াতে চায়। অন্যদিকে কর্মচারীদের শ্রমিক সঙ্ঘ থাকে উল্টোটা করার জন্য। (অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব)

৩) সরকার ও নাগরিক: সরকার চায় বেশি ট্যাক্স, বেশি আইন ও নাগরিকদের স্বাধীনতা কমাতে। আক্ষরিক অর্থেই তারা একনায়কতন্ত্র চায়। অন্যদিকে নাগরিকেরা চায় উল্টোটা, তারা এমনকি কোন সরকারই চায় না। (রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব)

৪) সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয় আমাদের ভেতরে। রুহ বনাম শরীর। রুহ চায় আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় কাজ করতে। শরীর চায় জাগতিক কাজ করতে। আমরা যদি কোন একটিকে প্রাধান্য দেই তাহলে অন্যটি কষ্ট পায়। কিছু মানুষ শুধু রুহের যত্ন নিতে চায় এবং অন্যরা চায় শরীরের যত্ন নিতে। (অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব)

আমরা আল্লাহর কাছে সরল পথের নির্দেশনা চাই। এটি হতে হবে মধ্যম পন্থা। একমাত্র যিনি ন্যায্য হতে পারেন এবং এই দ্বন্দ্বগুলোর মাঝে ভারসাম্য আনতে পারেন তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্ত্বা যিনি এই সকল কিছুর মাঝেই ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারেন। আমরা আল্লাহর দেওয়া নিয়ম ও ভারসাম্য অনুসরণ করলেই এই পৃথিবী হবে সুন্দর। এটা সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত হবে না কিন্তু এটা হবে চমৎকার। এগুলো অনুসরণের জন্য আমাদের প্রয়োজন পক্ষপাতহীন আইন ও পক্ষপাতহীন মানুষ যারা কোন কারসাজি ছাড়াই এগুলো মেনে চলবে। এই দুয়ের মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আপনার পক্ষপাতহীন হওয়া। যখন আপনি নীতিবান হবেন তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আইন ও তার প্রয়োগ হবে ন্যায্য। আপনি স্বার্থপর হলে এই নির্দেশনা চাইবেন না কারণ স্বার্থপর হওয়ায় আপনি ন্যায়বিচার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না এবং সবকিছুই শুধু নিজের জন্য চাইবেন, অন্যদের পরোয়া করবেন না।

তারা কারা যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আমরা প্রায়ই চিন্তা করি কেন অন্য সবাই ভুল আর আমরা কিভাবে সঠিক? আমরা কি আসলেই সঠিক? কিভাবে আমরা এত নিশ্চিত হতে পারি?

সিরাত শব্দটি দ্বারা বুঝায় প্রশস্ত পথ, সরল পথ এবং সম্ভাব্য একমাত্র পথ যার আর কোন বিকল্প নেই। আরবিতে এই শব্দটির কোন বহুবচন নেই কারণ এটাই একমাত্র রাস্তা যেটি সোজা গেছে। সিরাতের সাথে মুস্তাকিম যুক্ত হওয়া এটি সোজার পাশাপাশি ভারসাম্যপূর্ণ উদ্ধমূখী রাস্তা। যে রাস্তায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মানুষের আভ্যন্তরীন দ্বন্দগুলোর বিপরীতে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা নির্দেশ করে। পূর্বে যেসব নবী এসেছেন তারাও একই নৈতিকতা ও বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছেন; সময়ের প্রয়োজনে শুধু আইনগুলোর পরিবর্তন হয়েছে যেহেতু সমাজ উন্নত হওয়ার সাথে সাথে জটিল হয়ে গেছে। আল্লাহ বিভিন্ন জাতির জন্য সংবিধান দিয়েছেন।

নৈতিকতা হচ্ছে কিভাবে ভাল থেকে আরও উন্নত হওয়া যায়। আইন হল মানুষকে অপরাধী হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য এবং সংযম শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এগুলো ন্যুনতম কি করতে হবে সেটি নিরূপণ করে। আইন মেনে চললেই কেউ ভাল মানুষ হয়ে যায়না, তারা শুধুমাত্র আইন মেনে চলা নাগরিক। আইন হল শুধুমাত্র আপনি কি করতে পারবেন আর কি করতে পারবেননা তার নির্দেশনা। আইন মেনে চলা আপনাকে একজন চমৎকার মানুষ বানিয়ে দেয় না, এটা শুধুমাত্র আপনাকে অন্যদের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে।

প্রথম সংবিধানটি দেওয়া হয়েছিল বনী ইসরাইলকে যখন মুসা (আ) তাদেরকে ফিরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেন।

নৈতিকতা হল নিজস্ব আর আইন প্রয়োগ করা হয় সরকারের মাধ্যমে। আর এগুলো প্রয়োগ করতে হলে আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। আইন প্রয়োগ করার জন্য একটি সরকার পদ্ধতিও থাকতে হবে যেমন কুরআনে হত্যার শাস্তি আছে কিসাস বা রক্তপণ বা ক্ষমা। সুতরাং সিদ্ধান্ত বাদীর পরিবারের এবং তাদের এই তিনটি বিকল্প আছে। পরিবারটি নিজেরাই এই কাজ করতে পারবে না, সেজন্য দরকার একটি কর্তৃপক্ষ। আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারি না।

ইসলামে ধর্মীয় আইন আছে আবার সামাজিক আইনও আছে। ধর্মীয় আইনের মধ্যে আছে যেমন, সলাহ্, সিয়াম, যাকাত, হজ ও হালাল-হারামের নিয়ম।

সামাজিক আইনের মধ্যে আছে উত্তরাধিকার আইন। পার্থিব শাস্তি মূলত সামাজিক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ধর্মীয় আইন মেনে চলার জন্য আমাদের সরকারের দরকার নেই এবং এর শাস্তি আমরা পাব জাহান্নামে।

বিশ্বাস ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ হলেন আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা (অতীতের) এবং সকল নবীই এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে আল্লাহ অন্য নবীদের আইন নিয়ে কথা বলেননি কিন্তু তাদের নৈতিকতা ও বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেছেন।

আইনের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অনুসরণ করি। আমরা কেবল তাঁর সংবিধানই অনুসরণ করতে পারি। সুতরাং আমাদের সত্যিকারের নায়কেরা হলেন অতীতের। ঠিক যেমন পেশার ক্ষেত্রে পরামর্শের জন্য আমরা বন্ধুদের কাছে না গিয়ে এমন কারো কাছে যাই যিনি এই পর্যায়টি পার হয়ে এসেছেন। তারমানে আমরা অভিজ্ঞদেরকে অনুসরণ করি। তারা কারা যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? সূরা নিসার ৬৯ নাম্বার আয়াতে এর উত্তর দেয়া হয়েছে।

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ

أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ৪:৬৯ আর আমরা নিশ্চয়ই তাদের পরিচালিত করতাম সহজ-সঠিক পথে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও রসূলের আজ্ঞা-পালন করে, -- এরাই তবে রয়েছে তাঁদের সঙ্গে যাঁদের উপরে আল্লাহ্ নিয়ামত প্রদান করেছেন -- নবীগণের মধ্য থেকে, ও সত্যপরায়ণদের ও সাক্ষ্যদাতাদের এবং সৎকর্মীদের, -- আর এরাঁ হচ্ছেন সর্বাঙ্গসুন্দর বন্ধুবর্গ।

যারা আনবিয়া (নবী), সিদ্দিকীন (যারা যেকোনো পরিস্থিতিতে নবীদেরকে বিশ্বাস করেছেন), শুহাদা (যারা তাদের বিশ্বাস রক্ষায় জীবন দিয়েছেন), সলিহিন (উন্নত চরিত্রের মানুষ) যেমন লুকমান (আ) এবং এই লোকগুলো সঙ্গী হিসেবে কতই না চমৎকার (তারমানে আমরা জান্নাতে তাদের সাথে ঘুরতে পারব ইন শায়া আল্লাহ আমিন)।

আল্লাহ বলছেন যে তিনি সবকিছুই রেকর্ড ও ভিডিও করছেন যা বিচার দিনে আমাদেরকে দেখানো হবে। অতীতের মানুষের জন্য এটা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ছিল কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আমাদের জন্য এটা বিশ্বাস করা খুব সহজ হয়ে গেছে। এটা এখন আর অদৃশ্য কোন বিষয় নয়। আল্লাহ আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে কিভাবে সবকিছু রেকর্ড করা যায়, রিপ্লে করা যায় এবং সেটাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

এই অংশে বলা হচ্ছে যে, আমি এই ধরনের লোকদের মতো হতে চাই না। এখানে মাগদুবি আলাইহিম কিভাবে অনুবাদ হয় ? ‘‘তাদের পথে নয় যারা আপনার গজব প্রাপ্ত হয়েছে’’ কিন্তু এই অনুবাদে সমস্যা হলো এখানে ‘‘আপনার’’ শব্দটি নেই। ফলে এখানে কার ক্রোধ থেকে গজবের কথা বলা হচ্ছে ? আল্লাহর ক্রোধ? কিন্তু এখানে আল্লাহ্ শব্দটি উল্লোখ করা হয়নি। এখানে বলা হয়েছে যারা ক্রোধ/ অভিশাপ/গজব প্রাপ্ত হয়েছে। কার/কাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে তা উহ্য রয়েছে। এখানে কর্মবাচ্য ব্যবহারের মাধ্যমে কর্তাকে উহ্য রাখা হয়েছে। এর কারণ হতে পারে: অনেকের কাছে থেকে তারা ক্রোধ এবং গজব প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ্ তাদের উপর ক্রুদ্ধ সাথে সাথে মালাইকারা, তাদের নিজের পরিবারের সদস্যরা, তাদের অনুসারীরা এবং বিশ্বাসীরা। অবিশ্বাসীরা দুনিয়াতে তাদের বন্ধু হলেও বিচারের দিনে তাদের উপর ক্রুদ্ধ হবে এবং গজব দিবে। যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন জান্নামের প্রহরীরা এমন কি জাহান্নামে ইতিমধ্যে যারা প্রবেশ করেছে তারাও তাদের উপর ক্রুদ্ধ হবে এবং গজব দেবে। ক্রোধের উপর ক্রোধ। গজবের উপর গজব। এই শ্রেণির মানুষের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ দেবেন এবং তিনি এক ধরনের মালাইকা সৃষ্টি করেছেন যাদের কাজ হলো এই সব মানুষের উপর অভিশাপ দেয়া। হে আল্লাহ্ ! আমাদের এই দলে অন্তর্ভূক্তি থেকে রক্ষা করুন যাদের উপর আপনি এবং আপনার সৃষ্টি ক্রুদ্ধ হবে এবং গজব দেবে।

সবার রাগান্বিত হবার কারণ হলো ভুল জানা থাকা সত্ত্বেও তারা সেই কাজটিই করে। তাদের জ্ঞান সঠিক চিন্তায় রূপান্তরিত হয় না। আবু জাহল ও আবু লাহাব অনেক জ্ঞানী ছিল, তারা আরবিও জানত তারপরও তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। বনী ইসরাইলেরও অনেক জ্ঞান ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে তোমরা কেন চিন্তা কর না এবং তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার কর না। এরা হল ইহুদী রেবাইরা।

এখানে আরেকটি লক্ষ্য করার মতো বিষয় রয়েছে: আমরা যখন অনুকরণীয় আদর্শ কারোর উদহারণ দেখতে চাই তখন তাদের খুঁজতে হবে তাদের মধ্যে যারা চলে গেছেন কারণ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ –এ অতীতকাল ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন ক্রোধ এবং গজব প্রাপ্তদের কথা বলছেন তখন তিনি বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন। বিশেষ্য কি ? এটি স্থায়ী। যার ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, যারা ক্রোধ এবং গজব প্রাপ্ত তারা অতীতে ছিল, বর্তমানেও তাদের দেখা যাচ্ছে ও ভবিষতেও তাদের দেখা যাবে এবং আমরাও তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি। ফলে আমাদের আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে দোয়া করতে হবে যাতে আমরা এই দলের মধ্যে না পড়ি। আমরা আল্লাহর কাছে বলতে পারি না غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, যদি না আমরা এই দলে অন্তর্ভূক্ত হবার ভয়ে থাকি। আমরা যদি এই অন্তর্ভুক্ত হবার বিপদে আছি বলে মনে না করি, সেক্ষেত্রে আমরা তা অন্তর থেকে চাইবো না। অতএব الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ এর মধ্যে অন্তর্ভূক্তির বিপদে আমরা রয়েছি।

সবশেষে বলা হয়েছে হারিয়ে যাওয়া দলের কথা الضَّالِّينَ । অনেক অনুবাদের এই দলকে বলা হয় “ যাদের পথভ্রষ্ট করা হয়েছে”, যা সঠিক নয়, সেক্ষেত্রে শব্দটি হতো মুদল্লিন । শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো যারা নিজের দোষে পথ হারিয়েছে।

দ্বোলিন= যারা না জেনেই ভুল করে। তাদের খুঁজে বের করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু তারা কোন চেষ্টাই করেনা। এরা হল খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকরা । তারা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে এবং আপনি যদি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন তাহলে তারা বলবে এভাবেই তারা সবসময় করে আসছে অথবা তাদের পূর্বপুরুষেরা এগুলো করত।

তারমানে এই নয় যে প্রত্যেক ইহুদীই মাগযুব এবং প্রত্যেক খ্রিষ্টানই দ্বোলিন। বরঞ্চ আল্লাহ তাদের আচরণের একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য যেন আমরাও একই কাজ না করি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আমরা সেই রকম না হই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ঐ ধরনের প্রবণতা বিদ্যমান, যা থেকে আমরা নিস্কৃতি চাচ্ছি।

যেমন ধরুন বিয়ের সময়ে কেন আমরা ১০টি অনুষ্ঠান করি, কেন আমরা খাবার অপচয় করি, বড় অনুষ্ঠান করার জন্য কেন আমরা ঋণ করি, এসবের মানে কি? আমাদের কেন বিশাল কমিউনিটি সেন্টার লাগে? আমি জানিনা কেন আমরা এটা করছি, কিন্তু করে যাচ্ছি। আর আমি এটা নিয়ে চিন্তাও করতে চাই না। খ্রিস্টানরা বলে যে যীশু আল্লাহর পুত্র। কেন? কারণ তাঁর বাবা ছিল না। কিন্তু আদম (আ) এরও কোন বাবা ছিল না, মা ও ছিল না। আমি চিন্তা করতে চাই না। আচ্ছা, যীশু যদি আমার গুনাহর জন্য শাস্তি পেয়ে থাকেন তাহলে কি আমি ব্যাংক ডাকাতি করতে পারব? না, আপনাকে একজন ভাল মানুষ হতে হবে। কিন্তু কেন? আমার গুনাহের শাস্তি যীশু ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন! আমি চিন্তা করতে চাই না। খ্রিস্টানদের এটাই সমস্যা। খ্রিস্টানরা হৃদয় দিয়ে চলে কিন্তু তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং ইহুদীদের সব জ্ঞান আছে কিন্তু তারা হৃদয়কে ভুলে গেছে।

এই দুটি দলের সংজ্ঞা পাশাপাশি আলোচনা করলে আরো সহজে বোঝা যেতে পারে। যারা জানে অথচ সঠিক কাজটি করে না তারা হলো الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ , আর যারা জানে না কিন্তু নিজের মতো করে কাজ করে তারা হলো الضَّالِّينَ ।

যারা জেনে বুঝে সঠিক কাজটি না করে ভুল কাজটি করে এবং যার ফলশ্রুতিতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ফলে তাদের উপর সবাই ক্রুদ্ধ হয় এবং তাদের অভিশাপ দেয় ফলে তারা الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ । আর যে জানেই না কি করতে হবে এবং জানতে চেষ্টা করে না সে পথ হারা ব্যক্তি এবং তার ব্যর্থতার দায় তার নিজের, ফলে সে الضَّالِّينَ । ফলে যে গজব প্রাপ্ত হবে এবং যে পথ হারিয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

গজব প্রাপ্তদের জ্ঞান আছে, যে পথ হারিয়েছে তার জ্ঞান নেই।

অতএব একদিকে আমরা আল্লাহর কাছে জ্ঞান চাচ্ছি কিন্তু সাথে সাথে এও চাচ্ছি যাতে আমরা তাদের মতো না হই যাদের জ্ঞান আছে কিন্তু তারা সে অনুযায়ী কাজ করে না। অন্যদিকে আমরা আল্লাহর কাছে চাচ্ছি যে, আমরা যাতে অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত না হই যাদের কোন জ্ঞান নেই।

অতএব الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ -দের বিপরীতে আমরা সঠিক কাজ করার সামর্থ্যতা চাচ্ছি এবং الضَّالِّينَ -দের বিপরীতে সঠিক জ্ঞান প্রার্থনা করছি।

আমাদের দ্বীন-ধর্মের মূলে রয়েছে সঠিক জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী সঠিক কর্মপন্থা। এটাই সারাংশ এবং এটি অসাধারণ।

কুরআন আমাদেরকে এমন একটি পথ দেখাচ্ছে যা হৃদয় ও মনের মাঝে ভারসাম্য আনে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের মাঝেও কিছু দল আছে যারা খুব বেশি হৃদয় নির্ভর আর কিছু দল আছে যারা খুব বেশি জ্ঞান নির্ভর। মাঝে মাঝে আমরা খুব বেশি কেতাবি হয়ে যাই আর আমাদের হৃদয় খুব কঠিন হয়ে যায়।

সূরা ফাতিহার কিছু বিস্ময়কর তথ্যঃ

১) মাঝের আয়াতে ভারসাম্য:

ক) সূরা ফাতিহায় ৭টি আয়াত আছে। প্রথম ৩টি আল্লাহ সম্বন্ধে। মাঝের আয়াতটি আল্লাহ ও আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে (আমরা আল্লাহকে কি দিচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে আমরা কি চাই।) আর শেষ ৩টি আয়াত আমাদের সম্বন্ধে। ইয়্যাকা না'বুদু হল প্রথম অংশের উপসংহার (প্রথম ৩ আয়াত) যখন আমরা আল্লাহর সামনে আমাদেরকে সমর্পণ করি, ইয়্যাকা নাস্তাই'ন হল দ্বিতীয় অংশের উপসংহার (আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

খ) হাদীস কুদসীর বর্ণনায় "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " জবাবে আল্লাহ্ উত্তর দেন "এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে তা সে পাবে "। ফলে এটি সুরার মধ্যভাগ। এবং সবদিক থেকে এই আয়াতের দুই পাশে চমৎকার ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়।

২) সূরার শব্দে এবং বাক্যাংশে ভারসাম্য

- الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ এর পর مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ বর্ণিত হওয়ায় আল্লাহর রহমত (ভালবাসা, যত্ন এবং দয়া) ও আল্লাহর বিচারের মধ্যে ভারসাম্য প্রদর্শিত হয়েছে।
- نَسْتَعِينُ শব্দটি চেষ্টিত অবস্থায় সাহায্যে প্রার্থণার বিষয়টি বোঝায়। ফলে আল্লাহর ইবাদত করার প্রচেষ্টারত অবস্থায় আমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য চাচ্ছি। এখানে نَسْتَعِينُ শব্দের মধ্যে প্রচেষ্টা ও সাহায্য চাওয়ার মধ্যে ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়।
- সূরার শেষাংশে আমরা আল্লাহর কাছে الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ অর্থাৎ সরল সোজা পথে পথনির্দেশ চাচ্ছি। الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এর মধ্যেই ভারসাম্য রয়েছে। প্রকৃত ভারসাম্য ছাড়া সরল সোজা পথ হওয়া সম্ভব নয়। الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ হলো একটিই পথ যা ভারসাম্যপূর্ণ।

৩) জ্ঞান এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য: প্রথম অংশটি হল জ্ঞান কারণ আমরা আল্লাহ সম্পর্কে জানছি। দ্বিতীয় অংশটি হল কর্ম কারণ আমাদেরকে আমলও করতে হবে। সূরা ফাতিহায় ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম (জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই) সম্পর্কে বলা হয়েছে, অতঃপর সেই মানুষদের কথা বলা হয়েছে যাদের শুধু জ্ঞান আছে অথবা শুধু কর্ম আছে, সুতরাং এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ চিত্র।

আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
জ্ঞান অনুসারে সঠিক কাজ	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
যারা জ্ঞান অনুসারে কাজ করেছে	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
যাদের জ্ঞান আছে কিন্তু কাজ করেনি	الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
যারা জ্ঞানহীনভাবে কাজ করেছে	الضَّالِّينَ

এখন লক্ষ্য করুন – সূরাটি শুরু হয়েছে সঠিক জ্ঞান দিয়ে, অতঃপর এটি বলছে জ্ঞান অনুযায়ী সঠিক কাজের কথা, অতঃপর আমরা আল্লাহর কাছে চাচ্ছি আমাদের জ্ঞান এবং সঠিক কাজের মধ্যে ভারসাম্য প্রদান করতে। অতঃপর আমরা আল্লাহ্-কে বলছি আমাদের তাদের মত করবেন না যাদের সঠিক জ্ঞান আছে কিন্তু সঠিক কাজ করে না, এবং তাদের মতও নয় যারা জ্ঞান বিহীনভাবে কাজ করে।

সম্পূর্ন সূরাটি হলো সঠিক জ্ঞান এবং সঠিক কাজের মধ্যে ভারসাম্য।

৪) ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিকতার মধ্যে ভারসাম্য:

প্রথম ৩টি আয়াতে আল্লাহ্ হামদ, আল্লাহর সাথে রাব্ব-দাসের সম্পর্ক, আল্লাহ্ রহমতের অনুভব এবং বিচারের দিনের সচেতনতা প্রত্যেকটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করবে। হামদ হলো এমন একটি আবেগ যা ব্যক্তিগত পর্যায়েই অনুভব করা যায়। মসজিদে হাজার হাজার মানুষ একসাথে সলাহ্ আদায় করে কিন্তু সবার অনুভূতি একরকম নয়। আমার আবেগ একান্ত আমার এবং আপনার অনুভূতি একান্ত আপনার। অতএব সূরাটির প্রথম অংশটি হলো ব্যক্তিগত।

অতঃপর আমরা বলি ইয়্যাকা নাবুদ- আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি। এখান থেকে আমরা ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়ে সুইচ করলাম এবং যা শেষ হয়েছে সূরাটির শেষে।

সম্পূর্ণ দ্বীনের মধ্যে আমাদের ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে আল্লাহ্ দাস হিসাবে ভারসাম্যমূলক আচরণ করতে হয়।

সুরা ফাতিহায়ও ব্যক্তি এবং সামষ্টিক এর মধ্যে ভারসাম্য প্রদর্শিত হয়েছে।

৫) ব্যাকরণগতভাবে, প্রথম অংশটি বিশেষ্যভিত্তিক (জুমলাহ্ ইসমিয়্যাহ) এবং বিশেষ্য হল নিরন্তর। এই অংশটি আল্লাহ সম্বন্ধে এবং আল্লাহও নিরন্তর।

শেষ অংশটি ক্রিয়াভিত্তিক (জুমলাহ্ ফি'লীয়্যাহ্) এবং এটি সসীম (এর ক্রিয়ার কাল আছে) আর আমরাও সসীম (চিরন্তন নই)। সুতরাং এটি আমাদের জন্য।

মাঝের অংশটি যদিও ক্রিয়াভিত্তিক বাক্য কিন্তু বিশেষ্য এখানে ক্রিয়ার মুকাদ্দাম। সুতরাং এটি হল ক্রিয়াভিত্তিক ও বিশেষ্যভিত্তিক বাক্যের মিশ্রণ।

এই ধরনের নির্ভুলতা মানুষের পক্ষে অর্জন করা অসম্ভব।

৬) সূরা নাসের সাথে সংযোগ

কুরআন যেভাবে শুরু হয়েছে এবং যেভাবে শেষ হয়েছে তা একে অপরের পরিপূরক।

সুরা আল ফাতিহায়	সুরা আন নাস-এ
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	بِرَبِّ النَّاسِ
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ	مَلِكِ النَّاسِ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ইলাহর ইবাদত করা হয়	اِلٰهِ النَّاسِ
গোষ্ঠিগত ভাবে মন্দ থেকে সুরক্ষার আবেদন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ	ব্যক্তি পর্যায়ে মন্দ থেকে সুরুক্ষার আবেদন مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

পরিশেষে বলা যায় যে, এই সূরাটি আসলে একটি প্রার্থনা যা আল্লাহ সবাইকে শিখিয়েছেন যারা তাঁর বইটি অধ্যয়ন করতে চায়। সূরাটি গ্রন্থের প্রথমে সংযোজনের উদ্দেশ্য হলো পাঠককে বার্তা দেওয়া যে সত্যিই যদি তুমি কুরআন থেকে উপকার পেতে চাও তবে জগতের মালিকের উদ্দেশ্যে এই প্রার্থনাটি করতে হবে।

সূচনায় পাঠকের হৃদয়ে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে যেন সে জগতের প্রতিপালকের কাছে সঠিক পথের দিশা খোঁজে। একমাত্র তিনিই এটি দেবার মালিক। এভাবে ফাতিহা ইঙ্গিতে আমাদের শেখায় যে সঠিক পথের দিশা খোঁজার প্রার্থনাই সর্বোত্তম, সত্যের অনুসন্ধানকারী হিসেবে কুরআনের অধ্যয়ন করতে এবং স্বীকৃতি দিতে যে জগতের মালিকই প্রকৃত জ্ঞানের উৎস। তাই কুরআনের অধ্যয়ন শুরু করতে হবে তার নিকট সঠিক রাস্তার সন্ধান দানের আবেদন নিয়ে।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে আল ফাতিহা ও আল কুরআনের সম্পর্ক অন্যান্য বইয়ের সূচনার মতো নয়। বরং এটি একটি প্রার্থনা ও তার উত্তর। আল ফাতিহা হলো গোলামের আবেদন। আর কুরআন হলো প্রভুর পক্ষ থেকে সেই প্রার্থনার উত্তর। দাস নির্দেশনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আর প্রভু তার উত্তর হিসেবে পুরো কুরআন তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। যেন বলা হচ্ছে যে "এই হলো সেই পথ নির্দেশ যা তুমি চেয়েছিলে।"

সূরা ফাতিহার ব্যবহারিক অনুবাদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	اللهِ	بِسْمِ
নিরবিচ্ছিন্নভাবে ভালোবাসা, উদিগ্নভাবে যত্ন এবং দয়া প্রদানকারী Contineously, uninterapted Love, Concern-Care and Mercy provider	সর্বোচ্চভাবে এই মূহুর্তে ভালোবাসা, উদিগ্নভাবে যত্ন এবং দয়া প্রদানকারী Extremly, immediately Love, Concern-Care and Mercy provider	আল্লাহ’র of Allah	নামের সাথে In the name

অনুবাদ: আল্লাহর নামে (সকল নামসমূহের বারকাতে) (শুরু করছি) যিনি প্রতিটি মূহুর্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালোবাসা এবং উদিগ্নের সাথে যত্ন ও দয়া করে যাচ্ছেন।

Benefits of Bismillah https://youtu.be/FNijhQUeIJM

“আল্লাহর নামে” বলার মাধ্যমে আল্লাহর সকল গুণবাচক নামগুলোকে একসাথে আহবান করা হচ্ছে কাংখিত সাহায্যের জন্য এবং এই নামগুলোর বারকাতে প্রাপ্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষত সাহায্যগুলোর বিপরীতে শোকরিয়া আদায় করা হচ্ছে। আর-রাহমান, আর-রাহীম নাম দুটি অন্যসবগুণবাচক নামের উপর লেন্স এর মতো কাজ করছে। অর্থাৎ এই দুটি নামের আলোকে অন্য নামগুলো আরো আলোকিত হচ্ছে।

Surah Fatiha Ayat 01-03 https://youtu.be/swMcEzIeNNU

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

الدِّيْنِ	يَوْمِ	مٰلِكِ	الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	الْعٰلَمِيْنَ	رَبِّ	لِلّٰهِ	اَلْحَمْدُ
দেনা পাওয়া মিটানো’র	দিনের	অধিপতি	(যিনি) আর রাহীম	(যিনি) আর রাহমান	আলামিন এর (মা-নুষ-মালাইকা-জ্বিনের (জগত সমূহের	(যিনি) রাবব	আল্লাহর জন্য	সকল প্রকৃত প্রশংসা এবং ধন্যবাদ
যিনি) বিচারের (দেনা-পাওনা মেটানোর) দিনের অধিপতি (সবকিছুর উপর সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণকারী)।			যিনি) প্রতিটি মূহুর্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালোবাসা এবং উদি-গ্নের সাথে যত্ন ও দয়া করে যাচ্ছেন।			যিনি) সকল মানুষ-মালা-ইকা-জ্বিন দের জগৎসমূ-হের রাবব		সকল হামদ্ (প্রকৃত প্রশংসা এবং ধন্যবাদ) আল্লাহ্’র জন্য

রাবব: যিনি প্রভু/মালিক (ফলে আলামিনের সবাই তাঁর ক্রীতদাস/গোলাম), যিনি অতি যত্ন সহকারে (মাতার ৭০গুনের চেয়ে বেশী) লালন-পালন এবং সমস্ত চাহিদা পূরন করেন, যিনি উপহার প্রদান করে থাকেন, যিনি সবকিছু নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেখা-শোনা ও রক্ষনাবেক্ষন করে যাচ্ছেন, যিনি সমস্ত কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী, যিনি সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, যিনি মহান প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন ।

অনুবাদ: সকল হামদ্ (প্রকৃত প্রশংসা এবং ধন্যবাদ) আল্লাহর জন্য, যিনি সকল মানুষ-মালাইকা-জ্বিন দের জগতসমূহের রাবব, যিনি আর-রাহমান আর-রাহীম (প্রতিটি মূহুর্তে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালোবাসা এবং উদিগ্নের সাথে যত্ন ও দয়া করে যাচ্ছেন), (যিনি) বিচারের (দেনা-পাওনা মেটানোর) দিনের অধিপতি (সবকিছুর উপর সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণকারী)।

Surah Fatiha 04-07 https://youtu.be/1rD4qOTH1Cs

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ﴿۴﴾

اِيَّاكَ	نَعۡبُدُ	وَ	اِيَّاكَ	نَسۡتَعِيۡنُ
শুধুমাত্র আপনা-রই (আর কারো (নয়)	আমরা ইবাদত (সর্বক্ষণ নিজেকে গোলাম হিসেবে মনে করে আদেশ-নিষেধ মেনে চলা) করছি	এবং	শুধুমাত্র আপনারই (আপনিই (সমস্ত সাহায্যের উৎস	নিকট) আমরা (নিজে চেষ্টিত অবস্থায়) রয়েছি, আমাদের সাহায্য প্রয়োজন) সাহায্য চাচ্ছি
(১ম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় উপলব্ধি করে আমি নিজ থেকে) এই উপসংহারে এসেছি যে) আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত (সর্ব-ক্ষণ নিজেকে গোলাম হিসেবে মনে করে আদেশ-নিষেধ মেনে চলা) করি / করছি/ করতে চাই।		এবং	আমি নিজ থেকে অনুভব করছি যে আমার ব্যাপক সাহায্য প্রয়োজন) আমরা শুধুমাত্র আপনারই (নিকট) সাহায্য (নিজে চেষ্টিত অবস্থায় রয়েছি, আমার সাহায্য প্রয়োজন) চাই / চাচ্ছি।	

অনুবাদ: (১ম তিন আয়াতে আল্লাহর পরিচয় উপলব্ধি করে আমি নিজ থেকে এই উপসংহারে এসেছি যে) আমরা শুধুমাত্র আপনারই (আর কারো নয়) ইবাদত (সর্বক্ষণ নিজেকে গোলাম হিসেবে মনে করে আদেশ-নিষেধ মেনে চলা) করি/করছি/করতে চাই এবং (আমি নিজ থেকে অনুভব করছি যে আমার ব্যাপক সাহায্য প্রয়োজন) শুধুমাত্র আপনারই (আপনিই সমস্ত সাহায্যের উৎস) নিকট সাহায্য (নিজে চেষ্টিত অবস্থায় রয়েছি, আমার সাহায্য প্রয়োজন) চাই/চাচ্ছি।

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ﴿۵﴾

اِهۡدِنَا	الصِّرَاطَ	الۡمُسۡتَقِيۡمَ
আপনি হিদায়েত দিন আমাদেরকে	সোজা (কোনই বক্রতা নেই) প্রশস্থ কিন্তু বিপদসংকুল পথে	সোজা এবং উদ্ধমূখী
আপনার সাহায্যের মূলবিষয় হলো হিদায়েত তাই)) আমাদের আপনি হিদায়ত (আমার প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পথ নির্দেশনা) দান করুন	সোজা-বক্রতাবিহীন উদ্ধমখী প্রশস্থ কিন্তু বিপদসংকুল পথে (এই পথ দ্বারা কাংখিত গন্তব্যে, এই (পথের চলার নির্দেশনা (জ্ঞান) প্রদানের মাধ্যমে এবং যাত্রা পথে সর্বক্ষণ সাথে সাথে থেকে	

অনুবাদ: (আপনার সাহায্যের মূলবিষয় হলো হিদায়েত তাই) আমাদের আপনি সোজা-বক্রতাবিহীন উদ্ধমখী প্রশস্থ কিন্তু বিপদসংকুল পথে (যা দ্বারা কাংখিত গন্তব্যে পৌছা যাবে, এই পথের চলার নির্দেশনা (জ্ঞান) এবং যাত্রা পথে সর্বক্ষণ সাথে সাথে থেকে) হিদায়ত (আমার প্রয়োজন অনুসারে সঠিক পথ নির্দেশনা) দান করুন।

صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ﴿۶﴾

صِرَاطَ	الَّذِيۡنَ	اَنۡعَمۡتَ	عَلَيۡهِمۡ
সোজা (কোনই বক্রতা নেই) প্রশস্থ কিন্তু বিপদসংকুল পথে	যাদের	আপনি নিয়ামত (সহজ করে দিয়েছি-লেন) দান করেছিলেন	তাদের উপর

অনুবাদ: সোজা (কোনই বক্রতা নেই) প্রশস্থ কিন্তু বিপদসংকুল পথে যাদের আপনি নিয়ামত দান (সহজ করে দিয়েছিলেন, যা তারা নিজ থেকে করতে পারতো না) করেছিলেন।

সিরাতাল মুসতাকিম এ সফলভাবে যাঁরা চলেছিলেন তাঁরা আল্লাহর বিশেষ সাহায্যে তা করতে পেরেছেন। তাঁরা গত হয়েছেন। তাই অতীতকাল ব্যবহার করে তা প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের কথা কুরআন এ বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা চেষ্টিত অবস্থায় সর্বদা আল্লাহর সাহায্য (হিদায়েত) চেয়েছিলেন। কুরআন এর বাকী অংশের উপর চর্চার মাধ্যমে এই দোয়াটি আমাদের জীবনে কবুল করিয়ে নিতে পারি।

Balance in Surah Fatiha https://youtu.be/WG3exe_mFg0

غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ﴿٧﴾

الضَّآلِّيۡنَ	لَا	وَ	عَلَيۡهِمۡ	الۡمَغۡضُوۡبِ	غَيۡرِ
যারা নিজে নিজে পথভ্রষ্ট হয়	নয়	এবং	তাদের উপর	যাদের উপর গজব (অভিশম্পাত এসেছে আল্লাহ্, মালাইকা এবং মানুষ কাছ থেকে) আপতিত হয়	নয়

অনুবাদ: (তাদের পথে) নয় যাদের উপর গজব (অভিশম্পাত এসেছে আল্লাহ্, মালাইকা এবং মানুষ কাছ থেকে) আপতিত হয় এবং (তাদের পথে) নয় যারা নিজে নিজে পথভ্রষ্ট হয়।

অভিশম্পাত এসেছে আল্লাহ্, মালাইকা এবং মানুষ কাছ থেকে। গজব এসেছে, কারণ তারা জ্ঞান অর্জন করেছিলো কিন্তু তারা সে অনুযায়ী কাজ করেনি, যা ছিল তৎকালিন ইয়াহুদী পন্ডিতদের আচরণ।

অন্যপক্ষ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টাই করেনি বরং নিজের মতো করে চলেছে ফলে নিজে নিজে পথভ্রষ্টতার মধ্যে চলে গেছে, এটি ছিল তৎকালিন খ্রিস্টান পাদ্রীদের পরিনতি।

এই দুই শ্রেণির মানুষ সব যুগেই ছিল এখনো আছে এবং ভবিষতে থাকবে, তাই ইসম (বিশেষ্য) এর মাধ্যমে তা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যেও এই আচরণ বিদ্যামান। আমরা দোয়া করছি, আমরা যাতে এই শ্রেণিভুক্ত না হই।

আল্লাহ্ মানুষ কে তিন ভাগে বর্ণনা করেছেন। উপরের ২টি শ্রেণির বিপরীতে ১ম শ্রেনী হলো তাঁরা যাঁরা আল্লাহ্ - সচেতনতা ধারণ করে চেষ্টিত থেকে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছে এবং তা প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই ১ম শ্রেণির মানুষ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

SURAH FATIHA's Practical/Working translation in Bangla https://youtu.be/IwIPW0iPC4M

آيَةٌ এর অর্থ أ ي ي ক্রিয়ামূল থেকে সংযুক্ত স্বাধীন (جامِدٌ জামিদ) শব্দ

আয়াহ্ এর অভিধানিক এবং ব্যাকরণীয় অর্থ হতে পারে: চিহ্ন, মূল্যবান কোনোকিছু, এমন কিছু যা স্মরণ করিয়ে দেয়, অর্থবহ কোনোকিছু, যেটি দিক-জ্ঞান দিয়ে থাকে।

কুরআন এ "আয়াহ্" এর অর্থের মধ্যে উপরের প্রত্যেকটি রয়েছে। আমাদের চারপাশে কোনটি আয়াহ্ নয়?

আয়াহ্ হলো একটি চিহ্ন/বিষয় যা আপনাকে অর্থবহ এবং মূল্যবান দিক-জ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুরআন এ আল্লাহ্ বলছেন পর্বতের মধ্যে আয়াহ্ আছে, আকাশের মধ্যে আয়াহ্ আছে এবং আরো অনেককিছুর দিকে নির্দেশ করে বলছেন সেগুলোর মধ্যে আয়াহ্ রয়েছে। পর্বত-আকাশের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আপনাকে অর্থবহ এবং মূল্যবান দিক-জ্ঞান স্মরণ করিয়ে দিবে যা আমাদের চিন্তা করে বের করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদের চিন্তা গবেষণা করতে বলছেন। যা দেখছি-শুনছি সবকিছুর মধ্যে আয়াহ্ রয়েছে যা অর্থবহ এবং মূল্যবান দিক-জ্ঞান স্মরণ করিয়ে দেবে। আল্লাহ্ আমাদের সোর্স কোর্ড দেখতে বলছেন। সব সোর্স কোডের দিক-জ্ঞান আমাদের আল্লাহর স্মরণে নিয়ে যাবে।

দুই ধরনের আয়াহ্ রয়েছে:

১) সৃষ্টির আয়াহ্ [آيَاتُ الخَلْقِ]

২) আল্লাহর বানীর আয়াহ্ [آيَاتُ الوَحْيِ]

একটি আরেকটির সাথে সম্পূরকভাবে কাজ করে। দুটিই জ্ঞানের উৎস যা আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

[وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ২:২৫৫ আর তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।]

আমাদের অনেকে শুধুমাত্র সৃষ্টির রহস্য অর্থাৎ সৃষ্টির জ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের প্রতি কোনো ধরনের সচেতনতাই নেই। অন্যদিকে একদল শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব বোঝার চেষ্টায় ব্যস্ত কিন্তু আল্লাহর সৃষ্টির জ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। ফলে দুই দলই বিভ্রান্তি এবং অপূর্ণ্যতার মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অনেকে বলে থাকেন আমি দ্বীন শিখব, দুনিয়া নয়। একটি ভুল ধারণা। দুনিয়ার জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির আয়াতসমূহ এবং কুরআনে রয়েছে দ্বীনের আয়াতসমূহ। দুটির সমন্বয়ে মানুষের জ্ঞান পরিনতি লাভ করে। ফলে সে দুনিয়া এবং দ্বীনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে দুই জগতেই সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু একটি ছাড়া অন্যটি পরিনতি লাভ করতে পারে না।

আদম (আঃ) কে সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাঁকে (আল্লাহর সান্নিধ্যে) সৃষ্টির জ্ঞান দান করেছিলেন :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ২:৩১ তখন তিনি আদমকে নামাবলী -- তাদের সব-কিছু শিখিয়ে দিলেন।

আল্লাহর আদম (আঃ) কে যখন দুনিয়াতে পাঠালেন তখন তাঁকে কিতাবের জ্ঞান দিয়েছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তানরাও তা প্রাপ্ত হবে। ফলে দুনিয়াতে সৃষ্টির জ্ঞানের সাথে সাথে কিতাবের জ্ঞান অপরিহার্য। এই দুই জ্ঞানের সমন্বয়ই সাফল্যের মূল ফরমুলা।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ ২:৩৮ আমরা বললাম -- "তোমরা সব্বাই মিলে এখান থেকে নেমে পড়ো। এবং যখন তোমাদের কাছে আমার তরফ থেকে হেদায়ত আসে, তবে যারা আমার পথনির্দেশ মেনে চলবে তাদের উপর কিন্তু কোনো ভয় নেই, আর তারা নিজেরা অনুতাপও করবে না।

সূরা বাকারাহর ২৮২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, ঋন সংক্রান্ত চুক্তি লিখি দিতে লেখক (সে যে ধর্ম-মতের অনুসারী হউক না কেন) এর অস্বীকার করা উচিত হবে না কারণ আল্লাহ্ তাকে (লেখক কে) লেখা শিখিয়েছেন।

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ২:২৮২ লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া।

Meaning of Illah and Ayah
https://youtu.be/p9Y39gbw2WE

إِلَـٰهٌ এর অর্থ

ইলাহ্ শব্দটি দুটি ক্রিয়ামূল এর সাথে সংযুক্ত

ء ل ه - ইবাদত, পরম প্রশান্তি পাওয়া, চমৎকৃত হওয়া, সুরক্ষা পাওয়া।

و ل ه - তীব্র ভালোবাসা

(হামজা এখানে মুবদাল (مُبْدَلٌ) বিল ওয়াও) এই কনসেপ্টে ইলাহ্ শব্দটি এই দুটি ক্রিয়ামূলের সাথে যুক্ত ফলে এই দুটি ক্রিয়ামূলের অর্থ এটিতে প্রতিফলিত হয়।

আরবী ভাষায় ভালোবাসার অনেকগুলো স্তর রয়েছে:

الوجد: কাউকে মিস করা...

الكَلَف : ভালোবাসার তীব্রতায় হৃদয়ে ভার অনুভব করা

الوَلَه: ২য় সর্বোচ্চ ভালবাসার ধাপ, এই ধাপে সে উদ্ভ্রান্ত হয় কিন্তু কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় না। ভালোবাসার এই পর্যায়ে কোনো কষ্ট-বেদনা স্পর্শ করে না। এই শব্দটি و ل ه ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে যার সাথে ইলাহ্ শব্দটিকে সংযুক্ত করা যায়।

الهيام: হামা ক্রিয়া মূল থেকে। এই ধাপে সে পাগলের মতো ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। এই ধাপটিকে আরবরা তুলনা করে, উট যখন মরুভূমিতে পানির সন্ধানে ইতস্তত উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়...

إِلَـٰهٌ শব্দটি একটি মাজদার বা ক্রিয়া বিশেষ্য। মাজদার একটি ধারণা /আইডিয়া কে নির্দেশ করে, সাধারণত কোনো ব্যক্তিকে নয়।

যখন কারো মধ্যে কোনো একটি গুণ অতুলনীয়ভাবে দেখা যায় তখন তাকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়। যেমন একজন শিক্ষককে দেখে আমরা বলতে পারি "একজন জ্ঞানী শিক্ষক", অনেকসময় তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা বলে উঠি "তিনি হলেন জ্ঞান"। অর্থাৎ যখন কোনো অসাধারণ জ্ঞানের কথা মনে হয় তখন তাঁর চেহারা আমাদের মনে ভেসে উঠে ।

ম্যারাডোনা খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। অনেক সময় তাকে বর্ণনা করার সময়ে ধারাভাষ্যকার বলে উঠে তিনি হলেন ফুটবল। একই-ভাবে সাকিব আল হাসান কে কেউ বলতে পারেন তিনি হলেন ক্রিকেট। বাস্কেটবল খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডান কে অনেকে বর্ণনা করতে বলতে পারেন তিনি হচ্ছেন বাস্কেটবল।

কুরআন অর্থ পাঠ – এটি একটি ধারনা বা আইডিয়া। কুরআন অর্থ এই নয় যে কোনো একটি বই পাঠ করা। কুরআন একটি আইডিয়া বা ধারণা যা নির্দেশ করে যে কুরআন পাঠ না করলে কেউ বুঝবে না যে পাঠ করার মধ্যে কতো তৃপ্তি/আনন্দ/ভালোলাগা রয়েছে। কুরআন মজিদ পাঠ হল, যা কিছু আমরা পাঠ করি তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পাঠের অভিজ্ঞতা।

إِلَـٰهٌ শব্দটি হলো একটি ধারণা বা আইডিয়া। এর অর্থ উপাসনা এবং আনুগত্য, (সুখে এবং দুঃখে) পরম শান্তি পাওয়া, চমৎকৃত হওয়া, সুরক্ষিত হওয়া, তীব্র ভালোবাসা।

ইলাহ্ শব্দটি মাজদার হিসাবে আল্লাহ্ শব্দের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

ফলে যখন বলা হয় আল্লাহ্ ছাড়া আরো কোন ইলাহ নেই তার অনুবাদ দাঁড়ায়:-

আল্লাহ্ হলেন একমাত্র ইলাহ্ :

১) প্রকৃত উপাসনা এবং আনুগত্য শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি হয়। শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে পারলে মানুষ ইবাদত এর পরম স্বাদ পেতে পারে।

২) সকল সুখে এবং দুঃখে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পরম শান্তি-প্রশান্তি পাওয়া যেতে পারে এবং মানুষ সেদিকেই ধাবিত হয়।

৩) আল্লাহর স্মরণে সবচেয়ে চমৎকৃত এবং বিনয়ী হওয়া যায়।

৪) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সুরক্ষার স্থল হলো আল্লাহ্।

৫) ভারসাম্যপূর্ণ সবচেয়ে বেশী ভালোবাসার বিষয় হলো আল্লাহ্। এই ভালোবাসা এতোটাই তীব্র হতে পারে যে ভালোবাসার এই পর্যায়ে কোনো কষ্ট-বেদনা স্পর্শ করতে পারে না।

Meaning of Illah and Ayah
https://youtu.be/p9Y39gbw2WE

বাইয়্যিনাহ্

ড্রীম বাঙলা

প্রথম পর্ব : অনুশীলনী বই

978-984-35-0689-4

বইটির লেকচার রেকর্ডিং ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে
লেকচার রেকর্ডিং এর সূচিপত্র এবং লেকচার অনুযায়ী
বইটির সফট কপি পেতে পারেন নিচের ওয়েব লিংকে

978-984-35-0689-4

http://albalaghulmubin.org

ISBN Number: 978-984-35-0689-4

উস্তাদ নোমান আলী খাঁনের বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম ক্যারিকুলাম অনুসারে

বাইয়্যিনাহ্ ড্রীম বাঙলা

অনুশীলনী বই

প্রথম পর্ব

সূচিপত্র

ক্রম	অনুশীলনী	পৃষ্ঠা
১	২.১ নিচের টেবিল এবং পরের প্যারাগ্রাফটিতে শব্দগুলো সনাক্ত করুন, কোনটি ইসম বা ফি'ল বা হরফ	৪
২	২.২ তিন ধরনের অবস্থা। নিচের বাক্য গুলোতে রফা, নছব এবং জার সনাক্ত করুন	৪
৩	৩.১ নিচে বর্ণিত সূরা ইউসুফের ৬টি আয়াতে ইসম, ফি'ল এবং হরফগুলো সনাক্ত করুন। শুধু ক্রিয়াবাচক বাক্যে ইসমগুলোর তিনটি স্ট্যাটাস নির্ণয়ের চেষ্টা করুন।	৫
৪	৩.২ মুসলিমুন ছকের আলোকে খালি ঘরগুলো পূরণ করুন	৭
৫	৩.৩ নিচের ছকে মুসলিম শব্দটির স্ট্যাটাস সনাক্ত করুন এবং আরবিতে কি লিখতে হবে তা লিখুন	৮
৬	৩.৪ নিচের শব্দগুলোর মধ্যে ভারী (ভা) এবং হালকা (হা) শব্দগুলো সনাক্ত করুন	৮
৭	৩.৫ নিচে বর্ণিত শব্দগুলো'র "অবস্থা" (রফা, নছব বা জার) লিখুন।	৯
৮	৩.৬ নিচের টেবিলের ইসমগুলোকে হালকা থেকে ভারী করে এর কারক – বচন - লিংগ নির্ণয় করুন	৯
৯	৩.৭ নিচের ছকের ইসমগুলোর ক্ষেত্রে নির্ণয় করুন	১০
১০	৩.৮ নিচের টেবিলে নমনীয় (F), (P) আংশিক নমনীয় এবং অনমনীয় (N) বিশেষ্যগুলো সনাক্ত করুন	১১
১১	৩.৮ (ক) নিচের টেবিলে নমনীয় (F), (P) আংশিক নমনীয় এবং অনমনীয় (N) বিশেষ্যগুলো সনাক্ত করুন	১১
১২	৩.৯.১ লিংগ এবং বচনের সাথে মিলিয়ে সর্বনামগুলোর পাশে সংশ্লিষ্ট ইসমটি লিখুন	১২
১৩	৩.৯.২ ইসমের সাথে সংযুক্ত সর্বনাম	১২
১৪	৩.৯.৩ সূরা ইউসুফের ৭-১৪ আয়াতগুলোতে সর্বনামগুলো সার্কেল করুন	১৩
১৫	৩.৯.৪ সূরা ইউসুফের ৭-১৪ আয়াতগুলোর অনুবাদে সর্বনামগুলো সনাক্ত করুন এবং সেগুলোর উপর আরবি সর্বনামের যথাযথা শব্দটি লিখুন	১৪
১৬	৪.১ নিচের বাক্যাংশগুলো কি ইদাফা? যদি হয় তাহলে মুদাফ (এম) এবং মুদাফ ইলাইহিকে (এমআই) হিসেবে লেবেল করুন	১৫
১৭	৪.২ নিচের ছকে মুদাফের নিচে একটি এবং মুদাফ ইলাইহির নিচে দুটি আন্ডারলাইন করুন। মুদাফটির স্ট্যাটাস নির্ণয় করুন	১৫
১৮	৫.১ হরফ জার বাকাংশগুলো সনাক্ত করুন	১৫
১৯	৫.২ হরফ নছব বাকাংশগুলো সনাক্ত করুন	১৬
২০	৫.৩ হরফ জার এবং হরফ নছব এর সাথে সংযুক্ত সর্বনামগুলো একসাথে অনুবাদ করুন:	১৬
২১	৫.৪ সংযুক্ত সর্বনাম এবং হরফ সনাক্তকরণ- কুরআন থেকে	১৬
২২	৬.১ নিচের শব্দগুলোর ব্যাকরণগত বিবেচনা কি হবে?	১৮
২৩	৬.২ আরবি শব্দগুলোর ব্যাকরণিক বচন এবং লিংগ নির্ধারণ করুন	১৮
২৪	৬.৩ নিচে বর্ণিত শরীরের অংগগুলোর দ্বিবচন শব্দগুলো গঠন করুন	১৯
২৫	৬.৪ নিচের শব্দগুলো নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট নির্ধারণ করুন এবং কেন তা উল্ল্যেখ করুন	১৯
২৬	৬.৫ নিচের ইসমগুলোর চারটি বৈশিস্ট্য নির্ণয় করুন	২০
২৭	৭.১ ফি'ল বাব	২২
২৮	৭.২ ফি'ল এর সাথে সংযুক্ত সর্বনাম	২৩

২৯	৭.৩ অতীতকালে ফি'ল সনাক্তকরণ	২৪
৩০	৭.৪ অতীতফি'ল এর আভ্যন্তরীণ সর্বনাম এবং সংযুক্ত সর্বনাম	২৪
৩১	৭.৫ সংযুক্ত সর্বনাম সহ অতীত ফি'ল (ফি'ল মাদী) অনুবাদ	২৫
৩২	৭.৬ অনাতীতকালে ফি'ল সনাক্তকরণ	২৭
৩৩	৭.৭ অনাতীতফি'ল এর আভ্যন্তরীণ সর্বনাম এবং সংযুক্ত সর্বনাম	২৭
৩৪	৭.৮ সংযুক্ত সর্বনাম সহ অনাতীত ফি'ল (ফি'ল মুদারেয়) অনুবাদ	২৮
৩৫	৭.৯ কাল ভিত্তিক ফি'ল সনাক্তকরণ- নির্ণয় করুন ফি'ল এর কাল, আভ্যন্তরীণ সর্বনাম এবং সংযুক্ত সর্বনাম	৩০
৩৬	৭.১০ নিচে বর্ণিত উদাহরণগুলোতে কর্তা (فاعِل) কে (যদি থাকে)?, ফি'লগুলো নির্দেশ করা আছে	৩১
৩৭	৭.১১ নিচের ছকের অনাতীত কাল ফি'ল গুলো কি স্বাভাবিক (সা), হালকা (হা), হালকাতম (হা'তম), নির্ণয় করুন	৩২
৩৮	৭.১২ নিচের ফি'লগুলো লেবেল করুন: আদেশ (আ), নিষেধ (নি) বা পর্যবেক্ষণ (প)।	৩৩
৩৯	৭.১৩ সম্মিলিত ফি'ল সনাক্তকরণ- নির্ণয় করুন ফি'লটির ধরন (অতীত, অনাতীত, আদেশ, নিষেধ, হালকা বা হালকা-তম), আভ্যন্তরীণ সর্বনাম এবং সংযুক্ত সর্বনাম	৩৪
৪০	৭.১৪ নিচের ফি'লগুলো'র কাল, কর্মবাচ্যতা, এবং ভিতরের সর্বনাম নির্ণয় করুন।	৩৪
৪১	৮.১ নিচের ছকের বাক্যাংশগুলো কি মাউসুফ-সিফাহ্ ?	৩৫
৪২	৮.২ হাইলাইটেড শব্দগুলোর স্ট্যাটাস নির্ণয় করুন	৩৫
৪৩	৮.৩ নিচের ছকে বাক্যাংশগুলো সনাক্ত করুন	৩৫
৪৪	৮.৪ নিচের ছকে বাক্যাংশচেইনগুলো সনাক্ত করুন	৩৬
৪৫	৮.৫ বাক্যাংশ চেইনগুলো বর্ণনা করুন	৩৬
৪৬	৮.৬ সূরা ইউসুফ-এর নিচের আয়াতগুলোতে প্রাথমিকভাবে ইসম, ফি'ল, হরফ শব্দগুলো সনাক্ত করুন, অতঃপর বাক্যাংশ, বাক্যাংশ চেইন এবং ফি'ল-এর ক্ষেত্রে ফিলের বৈশিষ্ট্য এবং বাহিরের কর্তাটি নির্দেশ করুন।	৩৭
৪৭	৯.১ মিনি সর্ফ থেকে সংক্ষিপ্ত মেগা সর্ফ তৈরি করুন	৩৯
৪৮	১০.১ جملة اسمية জুমলা ইসমিয়াহ'তে বাক্যাংশগুলো এবং এর অংশগুলো লেবেল করুন	৪৩
৪৯	১০.২ جملة فِعلِيَّة জুমলা ফি'লীয়াহ'তে বাক্যাংশগুলো এবং এর অংশগুলো লেবেল করুন	৪৪
৫০	১০.৩ যৌগিক বাক্যগুলোর অংশগুলো লেবেল করুন	৪৫
৫১	১১.১ নিচের বাক্যগুলো কর্তবাচ্য না কর্মবাচ্য নিরূপন করুন	৪৫
৫২	১১.২ নিচে বাংলা বাক্যগুলোতে ফি'ল এর নিচে একটি দাগ এবং নায়েবুল ফাইল-এর নিচে দুটি দাগ দিয়ে সনাক্ত করুন	৪৬
৫৩	১১:৩ নিচের সারণিতে সকর্মক ক্রিয়া (স) এবং অকর্মক ক্রিয়া (অ) সনাক্ত করুন	৪৬
৫৪	১১.৪ নিচের ফি'লগুলোর কাল, কর্মবাচ্যতা, এবং ভিতরের সর্বনাম নির্ণয় করুন। একটি উদাহরণ করে দেয়া আছে।	৪৬
৫৫	১১.৫ নিচের আয়াতগুলোর ইরাব বিশ্লেষণ করুন	৪৭
৫৬	১১.৬ সূরা তাকওইর-এর কর্মবাচ্য ফি'লগুলোর অর্থ বের করুন	৪৯
৫৭	১২:১ নিচের অসম্পূর্ণ ক্রিয়াবাক্যগুলোর ইরাব বিশ্লেষণ করুন	৫০
৫৮	১৩:১ নিচের উদাহরণগুলোতে ইসম মাউসুল এবং এর সিলাহ্ লেভেল করুন এবং তা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা উল্লেখ করুন	৫১
৫৯	১৪:১ নিচের আয়াতগুলোতে শর্ত এবং শর্তের জবাব গুলো লেবেল করুন	৫২
৬০	হাতের লেখার জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠা	৫৩-৭২

তিন ধরনের আরবি শব্দ

অনুশীলনী ২.১ : নিচের টেবিল এবং পরের প্যারাগ্রাফটিতে শব্দগুলো সনাক্ত করুন, কোনটি ইসম বা ফি'ল বা হরফ

টেবিল	আবৃত্তি	বিড়াল	উচ্চস্বরে	কেক
চট্টগ্রাম	শিক্ষিত	শান্তি	লম্বা	দেশ
লাফ দেয়া	স্বৈরাচার	ঘুমিয়েছিল	ভালোভাবে	দ্রুত
হতে	দয়ালু	স্বাধীনতা	লাল	গ্রাম
উপর	শিক্ষা	মক্কা	মা	মালেশিয়া
একটি	ইসলাম	ছাত্র	বাড়ী	ভিতরে
এখানে	অত্যাচারী	টাইপিং	হাসি	রিক্সা

আমরা অতিথিকে রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা তাড়াতাড়ি পৌঁছেছে। আমি আমার ছেলেকে তাদের ফল এবং পানীয় দেওয়ার জন্য বলেছিলাম এবং আমি তাড়াতাড়ি চুলায় মুরগি রান্না বসিয়েছিলাম। সে সাদা কার্পেটের উপর ট্রে ফেলে দিয়েছিলেন এবং পানীয়গুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। অতিথিরা আজ আবার আসছেন। আমি এবার তাকে ট্রে সাবধানে বহন করার জন্য মনে করিয়ে দেব।

অনুশীলনী ২.২ : তিন ধরনের অবস্থা। নিচের বাক্য গুলোতে রফা, নছব এবং জার সনাক্ত করুন:

১) আমার শিক্ষক নিয়মিত চকলেট দুধ পান করেন।

২) তিনি সবজি বা ফল পছন্দ করেন না।

৩) তিনি চকলেট দুধ উৎসাহ সহকারে কিনে থাকেন।

৪) তিনি জানেন যে, তার সন্তানরা এটি পছন্দ করে, কিন্তু তিনি তা বুঝতে দেন না।

৫) আমার শিক্ষক মজার ভাপা পিঠা পছন্দও করেন।

৬) তাঁর ছাত্ররাও ভাপা পিঠা পছন্দ করে।

৭) তিনি মাঝেমাঝে তাঁর ক্লাশের জন্য ভাপা পিঠা কিনে থাকেন।

৮) আমার শিক্ষক প্রায়ই তাঁর মোবাইল ফোনটি হারিয়ে ফেলেন।

৯) আমার শিক্ষক ধৈর্য্য সহকারে কঠিন বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেন।

১০) আল্লাহ্ সুবহানাহুয়াতায়ালা তাঁকে ক্ষমা করুন।

১১) আমি কুরআন পড়ছি। উস্তাদ আমাকে সাহায্য করছেন। তিনি আমার ভুলগুলো সংশোধন করে দিচ্ছেন।